ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবাখাতে দুর্নীতি

জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩

সেবাখাতে দুর্নীতি

জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩

সেবাখাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০২৫

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি

বিশেষজ্ঞ দল

নিয়াজ আহমেদ খান, *অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ ও উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
ড. সেকান্দার হায়াত খান, *প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
পিকে. মো. মতিউর রহমান, *প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
মোহাম্মদ শোয়ায়েব, *প্রাক্তন অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, *অধ্যাপক, পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট (আইএসআরটি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক এ কে এনামুল হক, *উপ-উপাচার্য, ইউসিএসআই বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ শাখা; সদস্য, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ*

গবেষণা দল

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মোহাম্মদ নূরে আলম, *রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মো. সাজেদুল ইসলাম, *ডেটা অ্যানালিস্ট, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
কাওসার আহমেদ, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ, *গবেষণা সহযোগী-কোয়ান্টিটেটিভ, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা সহকারী

আসিফ বিন আলম সিয়াম, কানিজ ফাতিমা মাইশা, ফাতিমা তানজিম, মিলি আক্তার, সাদিয়া আফরিন কণা ও সাদিয়া সুলতানা পুষ্পিতা

বিশেষ সহযোগিতা

মাহবুব আলম, *সহকারী কো-অর্ডিনেটর, আইটি ইউনিট, টিআইবি*
সামছুদ্দোহা সাফায়েত, *সহকারী কো-অর্ডিনেটর, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি*
রিফাত রহমান, *সহকারী কো-অর্ডিনেটর, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি*
কে. এম. রফিকুল আলম, *সহকারী কো-অর্ডিনেটর, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন, টিআইবি*
এবং টিআইবির অন্যান্য বিভাগ ও ইউনিটের সহকর্মীবৃন্দ

মূল্য : ১৫০ টাকা

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ISBN: 978-984-35-7491-6

সূচিপত্র

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

১. ভূমিকা ১৭

১.১ জরিপের যৌক্তিকতা ১৭

১.২ জরিপের উদ্দেশ্য ১৮

১.৩ জরিপের আওতা ১৮

১.৪ জরিপপদ্ধতি ও নমুনায়ন ১৮

১.৫ জরিপের সময়কাল ২০

১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ২০

১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ২১

১.৮ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ নির্ণয়পদ্ধতি ২১

১.৯ ২০০৯ থেকে ২০২৪ (এপ্রিল) সময়কালে সর্বমোট ঘুষের প্রাক্কলন-পদ্ধতি ২২

২. খানার বৈশিষ্ট্য ২২

২.১ খানাপ্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় ২৩

২.২ খানাপ্রধানের বয়স, লৈঙ্গিক পরিচয় ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ২৩

২.৩ খানাপ্রধানের পেশা ২৪

২.৪ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য ২৪

২.৫ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ২৫

২.৬ খানার গড় মাসিক আয় ২৫

৩. সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র ২৬

৩.১ দুর্নীতির ধরন ২৭

৩.২ বিভাগভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকারের সার্বিক চিত্র ২৭

৩.৩ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ ২৮

৩.৪ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ ২৮

৩.৫ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ২৯

৩.৬ দুর্নীতি ও অনিয়ম : অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য ৩০

৩.৭ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লৈঙ্গিক পরিচয় ও বয়সভেদে দুর্নীতি ৩৩

৩.৮ দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা-সম্পর্কিত তথ্য ৩৪

৩.৯ খাতভিত্তিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়েরের তথ্য ৩৫

৩.১০ দুর্নীতি প্রতিরোধে করনীয় ৩৮

৪. খাতওয়ারি দুর্নীতির চিত্র ৩৮

৪.১ পাসপোর্ট সেবা ৩৮

৪.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ৪০

৪.৩ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ৪১

৪.৪ বিচারিক সেবা ৪৩

৪.৫ ভূমি সেবা ৪৫

৪.৬ স্বাস্থ্যসেবা ৪৭

৪.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ৫০

৪.৮ জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা ৫২

৪.৯ গ্যাস ৫৩

৪.১০ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা ৫৪

৪.১১ বিদ্যুৎ ৫৬

৪.১২ শিক্ষা ৫৭

৪.১৩ কৃষি ৬৩

৪.১৪ কর ও শুল্ক ৬৪

৪.১৫ বিমা ৬৫

৪.১৬ ব্যাংকিং ৬৭

৪.১৭ এনজিও ৬৯

৪.১৮ অন্যান্য ৭০

৫. উপসংহার ও সুপারিশ ৭২

পরিশিষ্ট ৭৫

মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি "সেবাখাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ" পরিচালনা করে আসছে, যার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা চিহ্নিত হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও অন্যান্য অংশীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যেন তারা জরিপের ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, টিআইবির খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল–এর বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচকের (Corruption Perceptions Index - CPI) কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচিত হয় না। আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য– প্রথমত, দুর্নীতির ধারণা সূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে, টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামত-নির্ভর জরিপ নয়, বরং এতে জরিপকৃত খানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবাখাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল–এর দুর্নীতির ধারণা সূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা-নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে, টিআইবির খানা জরিপে নির্ধারিত সেবাখাতে সেবাগ্রহীতার সেবাপ্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন, তার চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ থেকে শুরু করে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সেবাখাতে দুর্নীতির ওপর দশটি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এবারের জরিপে ২০২৩ সালের মে থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর সেবাসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এবারের জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। পাসপোর্ট থেকে সেবা নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি খানা (৮৬ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে; এর পরেই রয়েছে বিআরটিএ (৮৫.২ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৫ শতাংশ), বিচারিক সেবা (৬২.৩ শতাংশ), ভূমি সেবা (৫১ শতাংশ), স্বাস্থ্যসেবা (সরকারি) (৪৯.১ শতাংশ), এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৪৪.২ শতাংশ)। সার্বিকভাবে ৫০ দশমিক ৮ শতাংশ খানা সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে পাসপোর্ট (৭৪.৮ শতাংশ), বিআরটিএ (৭১.৯ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৫৮.৩ শতাংশ), বিচারিক সেবা (৩৪.১ শতাংশ), ভূমি সেবা (৩২.৩ শতাংশ) এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (২৯.৭ শতাংশ) হতে সেবা গ্রহণকারী খানাসমূহ সর্বাধিক ঘুষের শিকার হয়েছে।

এ জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে জরিপে নির্ধারিত সময়ে সেবা নিতে গিয়ে যে-সব খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে, তার পরিমাণ গড়ে ৫ হাজার ৬৮০ টাকা। সর্বোচ্চ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়কারী খাত ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিচারিক সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ৩০ হাজার ৯৭২ টাকা), ভূমি সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ১১ হাজার ৭৭৬ টাকা), ব্যাংকিং সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ৬ হাজার ৬৮১ টাকা) এবং বিআরটিএ সেবা (খানাপ্রতি গড়ে ৬ হাজার ৬৫৪ টাকা) অন্যতম। জরিপের তথ্যের বিবেচ্য সময়কালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল খাত ও প্রতিষ্ঠানে লেনদেনকৃত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের প্রাক্কলিত মোট পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৯০২ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত জাতীয় বাজেটের ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং জিডিপির শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ। টিআইবির ২০১০ সাল থেকে পরিচালিত খানা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৯ - ২০২৪ (এপ্রিল পর্যন্ত) সময়ে অন্তর্ভুক্ত খাত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সেবা নিতে গিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলো প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, বিচারিক সেবা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার অব্যাহত রয়েছে, যা সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা। অন্যদিকে ভূমি সেবা, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বিআরটিএ'র মতো সেবায় উচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষ বিদ্যমান, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সেবাপ্রাপ্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে।

জরিপে আরও দেখা যায়, দুর্নীতি দরিদ্র, নিম্ন আয়ের ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অন্যায্য বোঝা। নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। যে-সব খানার মাসিক আয় ২৪ হাজার টাকার কম তাদের বার্ষিক আয়ের শূন্য দশমিক ৯৩ শতাংশ ঘুষ হিসেবে খরচ করতে হয়, পক্ষান্তরে মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার বেশি এমন খানার ক্ষেত্রে এ হার শূন্য দশমিক ২১ শতাংশ। জরিপে আরও দেখা যায়, নারী, আদিবাসী ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা বিদ্যমান, যা তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বৃদ্ধি করছে। পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি দুর্নীতির শিকার হওয়ার ফলে এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

জরিপে অনলাইনে ও মিশ্রপদ্ধতির (আংশিক অনলাইনে ও আংশিক সরাসরি উপস্থিত হয়ে) তুলনায় সরাসরি উপস্থিত হয়ে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি দেখা যায়। তবে বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবার প্রচলন করা হলেও এসব খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের হার থেকে বোঝা যায়, একদিকে ডিজিটাল সেবা ত্রুটিপূর্ণ এবং অন্যদিকে ডিজিটালাইজেশন এমনভাবে করা হয়েছে যেন সেবাগ্রহীতাকে মিশ্রপদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় এবং ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ দুর্নীতি ও ঘুষের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে।

দুর্নীতির কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিচারহীনতা, সামাজিক অসচেতনতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করাকে চিহ্নিত করেছেন; অন্যদিকে ঘুষ আদায়ের শিকার খানার ৭৭ দশমিক ২ শতাংশই ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছেন। এসবই দুর্নীতি ও ঘুষের উদ্বেগজনক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে নির্দেশ করে।

প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও হয়রানির ভয়ে দুর্নীতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও খানাগুলোর অভিযোগ জানাতে অনীহা লক্ষণীয়। অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি বা ব্যবস্থা সম্পর্কে একদিকে বেশিরভাগ (৫৯.৬ শতাংশ) খানার কোনো ধারণা নেই, যাদের আছে (৪০.৪ শতাংশ) তারাও বিশেষ করে জিআরএস সম্পর্কে খুব কম ধারণা রাখে। অন্যদিকে যারা অভিযোগ করেছে তাদের ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রায় ১৯ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি, যা দুর্নীতির প্রতিকারে প্রবল অনীহা ও অব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। বেশিরভাগ খানা (৪৫ শতাংশ) উল্লেখ করেন যে, 'সেবা দেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই প্রয়োজন মনে করিনি', যা দুর্নীতি প্রতিকার ও প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে। জরিপে তথ্যদাতারা দুর্নীতির অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, তদারকি জোরদার করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন ও অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং কার্যকর করার ওপর জোর দিয়েছে। তাই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের স্বার্থে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি অর্জন ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে।

এই জরিপের বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেল, যার মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত খান, অধ্যাপক পিকে. মো. মতিউর রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়েব, অধ্যাপক সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন এবং অধ্যাপক এ কে এনামুল হক। তাঁদের সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত জরিপ-পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানের নেতৃত্বে সম্পন্ন করেছেন টিআইবির গবেষক শাহজাদা এম আকরাম, মোহাম্মদ নূরে আলম, মো. সাজেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার, কাওসার আহমেদ ও মুহা. নূরুজ্জামান ফরহাদ। গবেষণা ও জরিপ পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজে সহায়তা করেছেন গবেষণা সহকারী সাদিয়া সুলতানা পুষ্পিতা, কানিজ ফাতিমা মাইশা, আসিফ বিন আলম সিয়াম, ফাতিমা তানজিম, মিলি আক্তার ও সাদিয়া আফরিন কণা। খানা জরিপের জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত ১০৮ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী, ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক এবং ৫ জন কোয়ালিটি কন্ট্রোলারকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই বহুমুখী প্রতিকূলতা (বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা) সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে সুচারুভাবে জরিপের তথ্য সংগ্রহের কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত এলাকায় কর্মরত টিআইবির এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এবং সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সদস্যগণ। জরিপের ডেটাবেস তৈরি, ফলাফল ড্যাশবোর্ডে উপস্থাপন ও ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করে সহযোগিতা করার জন্য টিআইবির সহকর্মী মাহাবুব আলম, রিফাত রহমান, সামছুদ্দোহা সাফায়েত এবং কে. এম. রফিকুল আলমকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণার মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবির উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে পরামর্শ ও প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নজিরবিহীন আত্মত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জন, যা রাষ্ট্রসংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে। রাষ্ট্রসংস্কার ও নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে "নতুন বাংলাদেশ" গড়ার প্রক্রিয়ায় সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা করছি। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

খানা	একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজন খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃত এমন পরিবারকে "খানা" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
খানাপ্রধান	পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তিকে খানাপ্রধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
খানার সদস্য	জরিপ করার সময়ের আগে কমপক্ষে ছয়মাস ধরে খানায় অবস্থান করছে এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কোনো সদস্য যদি স্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করার পরও নিয়মিত পরিবারের সাথে একত্রিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, সিদ্ধান্তগ্রহণ-প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা স্বীকৃত, এমন ব্যক্তিও খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
খানার সক্রিয় সদস্য	খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে– এ ধরনের সদস্য খানার সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচিত।
সেবা	সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা জনগণের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি কিংবা ফি ছাড়া সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানের কাজকে সেবা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
সেবাখাত	জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরাসরি নাগরিক সুবিধা প্রদান করে এমন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ জরিপে সেবাখাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
দুর্নীতির শিকার	এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জনগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্তে আনা বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে। **খানা পর্যায়ে দুর্নীতির শিকার :** কোনো খানার যে কোনো সদস্য সারা বছরে যে কোনো খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একবার দুর্নীতির শিকার হলে সেই খানাটি দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রেও দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঘটনা নির্ণয়ে একই পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে।
ঘুষের শিকার	নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত অর্থ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থ ইত্যাদি নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনকে এ জরিপে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ধরনের ঘুষ যারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেয় তাদের ঘুষের শিকার বলে বিবেচনা করা হয়েছে। **খানা পর্যায়ে ঘুষের শিকার :** কোনো খানার যে কোনো সদস্য সারা বছরে যে কোনো খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে কমপক্ষে একবার ঘুষের শিকার হলে সেই খানাটি ঘুষের শিকার হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেবাগ্রহীতার ক্ষেত্রেও ঘুষের শিকার হওয়ার ঘটনা নির্ণয়ে একই পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে।
প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি	খানার কোনো সদস্যের যদি শারীরিক/মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে তাকে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন খাত-সংক্রান্ত সেবা

স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা এই খাতে অন্তর্ভুক্ত। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা	বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি, এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) হতে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি, বেতন, পরীক্ষার ফি, পরীক্ষার নিবন্ধন, বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও বিবিধ অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত সেবাগুলোকে বোঝানো হয়েছে। তবে দুর্নীতির তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি ও এমপিওভুক্ত বেসরকারি রেজিস্টার্ড শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সেবা এই জরিপের অন্তর্ভুক্ত।
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সকল জনসংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন– জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, জলবায়ু ও দুর্যোগ সহায়তা, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স-সংক্রান্ত সেবা এবং অন্যান্য সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ভূমি	ভূমিসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন– ভূমি মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর রেকর্ড অফিস, এলএ ও এসএ শাখা, জেলা রেজিস্ট্রার অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে প্রদত্ত সব ধরনের সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
কৃষি	সার ও বীজ সরবরাহ, সরকারি ভর্তুকি, কৃষিবিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনীসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকার প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হিসেবে থানা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‌্যাব, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ এবং সিআইডির কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিচারিক সেবা	বিচারিক সেবা বলতে একজন বিচারপ্রার্থীর বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য, মামলা ও বিচারকার্য পরিচালনা ও এ সংক্রান্ত সহায়তার সঙ্গে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে গৃহীত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ	বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন– পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বিপিডিবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওয়েস্টজোন পাওয়ার কোম্পানির গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
ব্যাংকিং	সরকারি তফসিলি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক এবং বহুজাতিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/পেনশনের টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন বিল প্রদান এবং অন্যান্য সেবাকে বিবেচনা করা হয়েছে।
কর ও শুল্ক	ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতায় আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে খানা কর্তৃক টিআইএন (TIN) রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট, Business Identification Number-BIN, রেজিস্ট্রেশন, আয়কর ও ভ্যাট নির্ধারণ, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে পণ্যের শুল্ক নির্ধারণ, আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক, ডাক শুল্ক ও ভ্রমণ করসংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
এনজিও	উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেসরকারি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র গ্রাহক সেবাকে (প্রধানত ক্ষুদ্রঋণ মঝারি ঋণ) বোঝানো হয়েছে।
বিমা	সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের বিমা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বিমা, স্বাস্থ্য বিমা, আগুন এবং দুর্ঘটনা বিমা, অবসর বিমা প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)	বিআরটিএ হতে রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, ট্যাক্স টোকেন, ইন্সুরেন্স নথি জমা, মালিকানা বা ঠিকানা বদল, কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্তি, হারানো নথি বা সনদ সংগ্রহ, গাড়ির কাগজপত্র জমা দেওয়া, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ বা নবায়ন, হারানো লাইসেন্স সংগ্রহ প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
পাসপোর্ট	নতুন পাসপোর্ট করা, নবায়ন করা, পাসপোর্টে তথ্য সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তন-সম্পর্কিত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

গ্যাস	গ্যাস সংযোগ বা পুনঃসংযোগ, মেরামত ও বিলসংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, উপজেলা/জেলা কৃষি অফিস, উপজেলা/জেলা মৎস্য অফিস, উপজেলা/জেলা পশুসম্পদ অফিস, উপজেলা/জেলা খাদ্য অফিস, সামরিক বাহিনী (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী), আধা-সামরিক বাহিনী (বিজিবি, কোস্টগার্ড), মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয় কর্তৃক বিতরণকৃত দুর্যোগ সহায়তাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিতরণকৃত দুর্যোগ সহায়তাকে বিবেচনা করা হয়নি।
জাতীয় পরিচয়পত্র	জাতীয় পরিচয়পত্র (National Identity Document-NID) একটি বাধ্যতামূলক নথি যা ১৮ বছর বয়সে পরিণত হলে প্রত্যেক বাংলাদেশি নাগরিককে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়ে সংগ্রহ করতে হয়। নতুন NID গ্রহন, NID-এর তথ্য সংশোধন ইত্যাদি সেবাকে বুঝানো হয়েছে।
অন্যান্য	সুনির্দিষ্ট ১৮টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস), অনলাইন শপিং, ওয়াসা, নির্বাচন কমিশন, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল, ডিসি অফিস, ইউএনও অফিসের সেবা প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত।

একনজরে

জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩

বিভিন্ন সেবাখাতে

দুর্নীতি ও ঘুষের চিত্র

ক্রম	সেবাখাত	দুর্নীতির শিকার	ঘুষের শিকার	গড় ঘুষ
১ম	পাসপোর্ট	৮৬.০%	৭৪.৮%	৪,৮৭৯ ৳
২য়	বিআরটিএ	৮৫.২%	৭১.৯%	৬,৬৫৪ ৳
৩য়	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৪.৫%	৫৮.৩%	৫,২২১ ৳
৪র্থ	বিচারিক সেবা	৬২.৩%	৩৪.১%	৩০,৯৭২ ৳
৫ম	ভূমি সেবা	৫১.০%	৩২.৩%	১১,৭৭৬ ৳
৬ষ্ঠ	স্বাস্থ্য (সরকারি)	৪৯.১%	১৯.১%	৬০০ ৳
৭ম	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৪৪.২%	২৯.৭%	৮৮৪ ৳
৮ম	জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪১.০%	১৬.১%	৩,০৫১ ৳
৯ম	গ্যাস	৩৭.৭%	১৬.৭%	
১০ম	জলবায়ু পরিবর্তন	৩১.৪%	৮.৩%	২,৬৫৫ ৳
১১তম	বিদ্যুৎ	২৬.৪%	৫.৮%	২,৪৩১ ৳
১২তম	শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	২৬.০%	১৪.৮%	৭১১ ৳
১৩তম	কৃষি	২৪.৫%	৭.১%	১,৭১৩ ৳
১৪তম	কর ও শুল্ক	১৭.৯%	২.৩%	
১৫তম	বিমা	১৬.২%	১.২%	
১৬তম	ব্যাংকিং	৯%	০.৭%	৬,৬৮১ ৳
১৭তম	এনজিও	৬.৫%	০.৫%	৩,১৫১৳
১৮তম	অন্যান্য	১১.১%	১.৮%	২,৫৭৮ ৳

জাতীয় পার্যায়ে প্রাক্কলিত **মোট ঘুষ/নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ**

মোট ঘুষের পরিমাণ

১০,৯০২.৩

কোটি টাকা

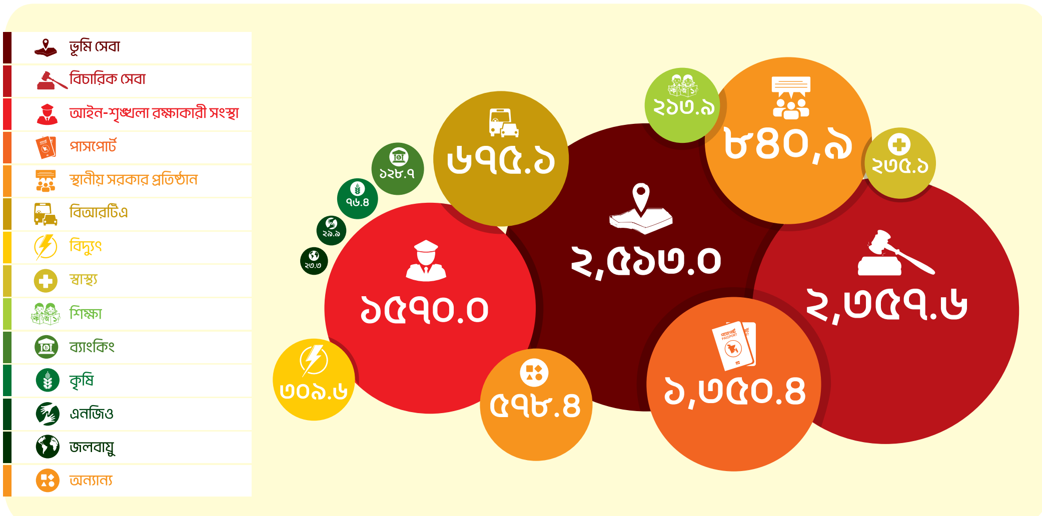

সেবাগ্রহীতা দুর্নীতির শিকার (%)

আদিবাসী	প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি	নারী
৩৭.৮	৩৫.৮	৩৪.৬

সেবাগ্রহীতা ঘুষের শিকার (%)

আদিবাসী	প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি	নারী
২৩.১	১৮.১	১৭.৪

সেবাখাতে দুর্নীতির শিকার খানার হার	সেবাখাতে ঘুষের শিকার খানার হার	সেবাখাতে গড় ঘুষের পরিমাণ
৭০.৯%	**৫০.৮%**	**৫,৬৮০ ৳**
গ্রাম ৭১.৮%	গ্রাম ৫২.৪%	গ্রাম ৫,০৯০ ৳
শহর ৬৯.০%	শহর ৪৭.৪%	শহর ৭,০৮৬৳

দুর্নীতির শিকার হলেও মানুষ কেন অভিযোগ দায়ের করে না?

কারণ	হার
সেবা নেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই প্রয়োজন মনে করিনি	৪৫.০%
কীভাবে/কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই	২৯.৭%
ঝামেলা/হয়রানি/নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে	২৮.০%
অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না	২৫.৬%
অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই	২১.২%
দুর্নীতি/অনিয়ম হয়েছে বুঝতে পারিনি	১৭.৬%
কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে	১৪.৩%
অতিরিক্ত খরচের ভয়ে	২.৭%

২০০৯-২০২৪ (এপ্রিল) পর্যন্ত সেবাখাতে আদায়কৃত প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)

১,৪৬,২৫২

সেবাখাতে ঘুষ দেওয়ার মূল কারণসমূহ

৭৭.২ %	ঘুষ ছাড়া সেবা না পাওয়া
৪২.০ %	নির্ধারিত ফি জানা না থাকা
১৮.৬ %	যথাসময়ে সেবা পেতে
৯.৯ %	নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য
৭.৫ %	বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায়
৫.১ %	বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য
৩.২ %	নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে
৩.১ %	ভবিষ্যতেও সহজে/দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্তাসমূহ (%)

৫০.৯ %	প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
১৯.৬ %	অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি
৭.৯ %	তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে
২.২ %	অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
১.৬ %	ঘুষের টাকা/উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে
০.৯ %	অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে
০.৩ %	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে

বিভাগভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হার (%)

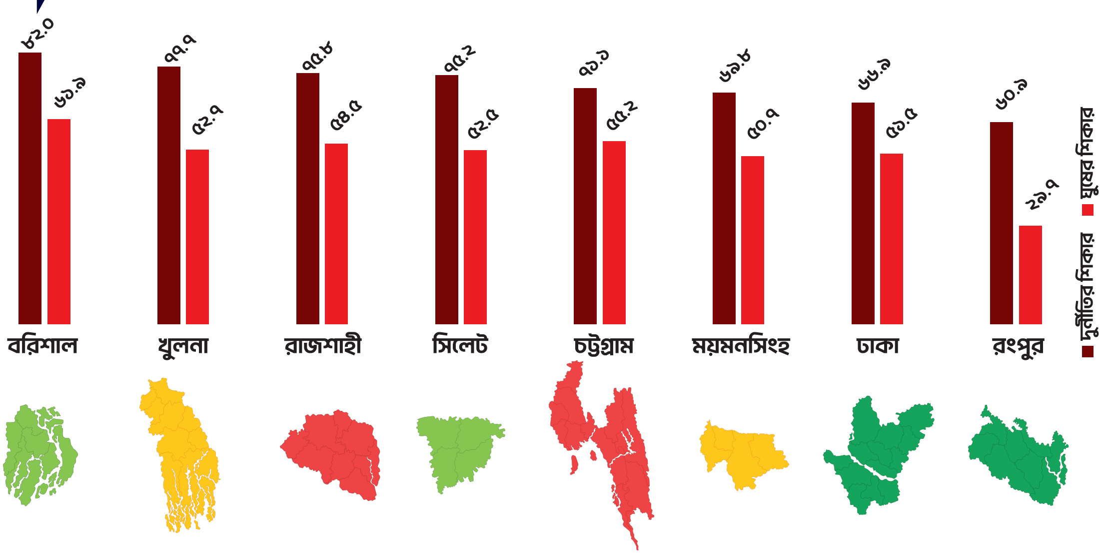

>> জরিপে অংশগ্রহণকারী খানা : **১৫,৫১৫টি (৯৭.২%), শহরাঞ্চল ৭,৭১৮টি (৪৯.৮%), গ্রামাঞ্চল ৭,৭৯৭টি (৫০.২%)**
>> সেবাখাতে দুর্নীতিবিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময় : **মে ২০২৩ - এপ্রিল ২০২৪**
>> জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময় : **১৩ মে ২০২৪ - ০৩ আগস্ট ২০২৪**

For details
https://www.ti-bangladesh.org

১. ভূমিকা

দুর্নীতি উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের দুর্নীতি গণমাধ্যমসহ সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনা ও উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলপত্রে দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রয়োগ ও শাসন ব্যবস্থাকে সকলের জন্য, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি সংঘটিত হয়। রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালীদের যোগসাজশে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করাসহ বড় অঙ্কের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে, যা সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিসরে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত এসব দুর্নীতিকে বৃহৎ দুর্নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অপরদিকে বিভিন্ন সংস্থা হতে সেবা গ্রহণকালে সেবাগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। কোনো সেবা গ্রহণকালে সেবার নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক অর্থের লেনদেনকে ক্ষুদ্র দুর্নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। বর্তমান জরিপে এসব দুর্নীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা হয়েছে।

১.১ জরিপের যৌক্তিকতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৫,[১] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২,[২] প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১[৩] এ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে কতগুলো অঙ্গীকারে সম্মত হয়েছে। এ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশলপত্র ও আইন করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। এ পরিপ্রেক্ষিতে, "সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩" রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে এবং সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ ছাড়া জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতন করতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ও উদ্বুদ্ধ হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার অন্তরায় এবং সেবাখাতে দুর্নীতির ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির ওপর খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।

২০১৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্য ১৬.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ে দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশে দুর্নীতি-বিষয়ক একমাত্র জরিপ হিসেবে টিআইবির এ খানা জরিপে প্রাপ্ত তথ্য সেবাখাতসমূহে দুর্নীতির হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্পর্কে একটি চিত্র তুলে ধরে, যা এসডিজির এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা করবে।

টিআইবি সেবাখাতে দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা নির্ণয়ে ১৯৯৭ সাল থেকে সেবাখাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত দুই থেকে তিন বছর অন্তর নয়টি খানা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। বর্তমান খানা জরিপটি সেবাখাতে দুর্নীতির ওপর দশম জরিপ। এই জরিপের মাধ্যমে ২০২৩-এর মে থেকে শুরু করে ২০২৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে।

---

[১] বিস্তারিত দেখুন, http://plancomm.gov.bd/sites/default/files/files/plancomm.portal.gov.bd/files/68e32f08_13b8_4192_ab9b_abd5a0a62a33/2021-02-03-17-04-ec95e78e452a813808a483b3b22e14a1.pdf

[২] https://plandiv.gov.bd/sites/default/files/files/plandiv.portal.gov.bd/files/2ea72201_007b_4604_a195_581522889b67/%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%20%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2.pdf

[৩] https://oldweb.lged.gov.bd/UploadedDocument/UnitPublication/1/1051/vision%202021-2041(bangla).pdf

১.২ জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো–

- খানাগুলো সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কি-না তা চিহ্নিত করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রা নিরূপণ করা;
- খানাসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা; এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩ জরিপের আওতা

জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'সেবাখাতে ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'। জরিপে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও প্রভাব বিস্তার এবং সময়ক্ষেপণসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরিপে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার সকল ধরনের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে এবং খানার সদস্যদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতি-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই জরিপে ১৮টি প্রধান সেবাখাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব খাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। নির্বাচিত খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বিমা, গ্যাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা। এ ছাড়া আরেকটি নতুন খাত হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা এ জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরোক্ত খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠানে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য জরিপের প্রশ্নপত্রে অন্যান্য সেবাখাত নামে একটি অংশ সংযোজন করা হয়। অন্যান্য সেবার অওতায় মোবাইল আর্থিক সেবা, অনলাইন শপিং, ওয়াসা, ডাক বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বিটিসিএল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.৪ জরিপপদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারা দেশ থেকে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত আইএমপিএস (Integrated Multipurpose Sampling Frame-IMPS) ব্যবহার করে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Two Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিবেচনায় ১৬টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। বিবিএস কর্তৃক প্রণীত আইএমপিএস-এর ২ হাজার ৭৬৬টি পিএসইউ (Primary Sampling Unit) থেকে প্রতিটি স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় পিএসইউ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে আইএমপিএস অনুযায়ী সমসংখ্যক খানার তালিকা (লিস্টিং) করা হয়েছে। এরপর উক্ত তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি স্তর থেকে নির্ধারিত সংখ্যক খানা চূড়ান্তভাবে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

১.৪.১ নমুনার আকার

নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে ৫ শতাংশ "মার্জিন অব এরর (Margin of Error)" বিবেচনায় প্রতিটি স্তরে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{p(1-p)z^2 \text{ *design effect}}{e^2}$$

এখানে–

n= নমুনার আকার

p= ০.৭০৯ (২০২১ সালে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের অনুপাত)

z= ১.৯৬ (৯৫% confidence interval এ Sample Variate-এর মান)

e= ৫% (স্তরভিত্তিক Margin of Error)

design effect= ৩

এভাবে নির্ধারিত স্তরপ্রতি নমুনার আকার দাঁড়ায় ৯৫১। ৪ শতাংশ তথ্যের অপ্রাপ্ততা (নন-রেসপন্স) বিবেচনায় স্তরপ্রতি সর্বনিম্ন নমুনার আকার দাঁড়ায় ৯৯০টি খানা। অর্থাৎ প্রতিটি স্তর হতে সমানসংখ্যক ৯৫১টি খানা পাওয়ার লক্ষ্যে ৯৯০টি খানা জরিপের জন্য নির্বাচনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

১.৪.২ নমুনার বণ্টন

প্রতিটি স্তর হতে প্রাথমিকভাবে ১২টি খানা চূড়ান্তভাবে জরিপের জন্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন স্তরে আইএমপিএস ফ্রেম অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক পিএসইউ না থাকায় উক্ত স্তরগুলোতে নির্ধারিত খানার সংখ্যায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে কোনো কোনো পিএসইউ হতে ২৪ থেকে ৩২টি খানা নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে রংপুর, ময়মনসিংহ এবং বরিশালের শহরাঞ্চল এলাকাগুলোর পিএসইউ হতে ২৪টি এবং সিলেটের শহরাঞ্চল এলাকাগুলোর পিএসইউ থেকে ৩২টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। এভাবে সর্বমোট ১ হাজার ১৪৯টি পিএসইউ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ছিল ৬৬৪টি এবং শহরাঞ্চলে ৪৮৫টি।

১.৪.৩ জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বণ্টন

জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ এ নমুনায়নের ক্ষেত্রে সর্বমোট ১৫ হাজার ৮৪০টি খানা পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও বিভিন্ন স্তরে পিএসইউ–এর প্রাপ্যতা এবং জরিপ কার্যক্রম সহজতর করতে জরিপের সময় নমুনার আকার বাড়িয়ে সর্বমোট ১৫ হাজার ৯৫২টি খানা পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

চিত্র ১ : একনজরে নমুনায়ন পদ্ধতি

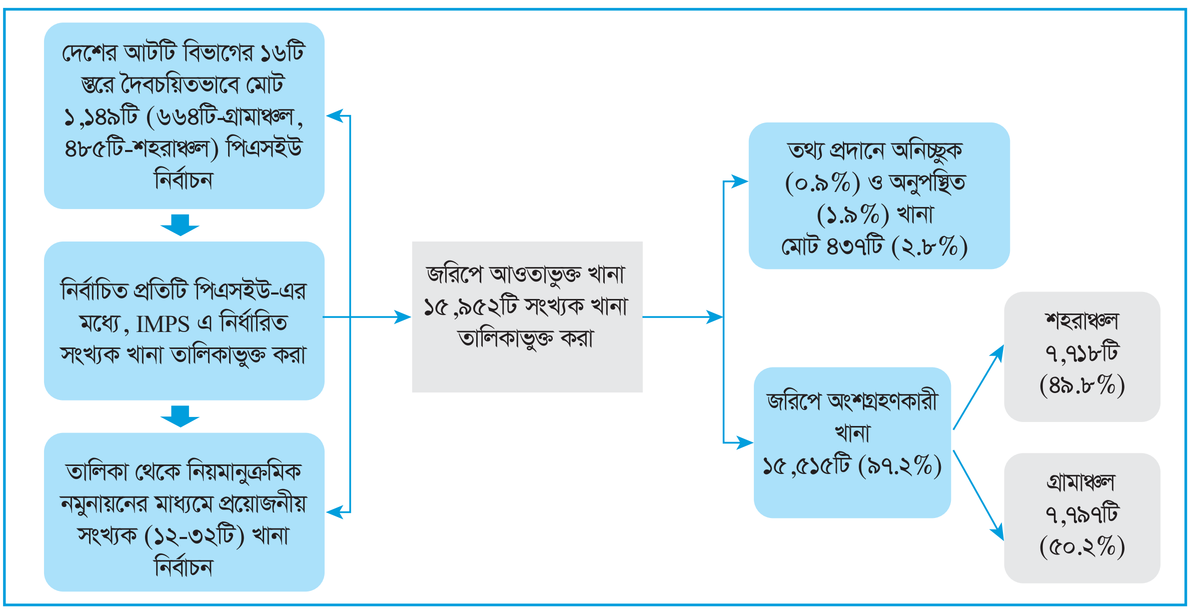

জরিপকালে ৪৩৭টি খানা অনুপস্থিতি থাকা (১ দশমিক ৯ শতাংশ) বা উত্তরদানে অস্বীকৃতি জানানোয় (শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ) চূড়ান্তভাবে ১৫ হাজার ৫১৫টি খানায় জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা জরিপের আওতাভুক্ত মোট খানার ৯৭ দশমিক ২ শতাংশ। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে এসব খানার সংখ্যা যথাক্রমে ৭ হাজার ৭৯৭টি (৫০.২ শতাংশ) ও ৭ হাজার ৭১৮টি (৪৯.৮ শতাংশ)। এসব খানা ৬৪টি জেলার সংশ্লিষ্ট ১ হাজার ১৪৯টি পিএসইউতে বিন্যস্ত (গ্রামঞ্চলে ৬৬৪টি এবং শহরাঞ্চলে ৪৮৫টি)। আটটি বিভাগের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভিত্তিক এ বিভাজনের মাধ্যমে এ জরিপের নমুনায়ন বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রতিনিধিত্ব এবং জরিপের সংখ্যাতাত্ত্বিক উৎকর্ষের মান নিশ্চিত করে। এই জরিপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এভাবে প্রণীত নমুনা থেকে জরিপের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক যেমন বিগত এক বছরে সার্বিকভাবে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হারের উভয়টির ত্রুটির সীমা (Margin of Error) পাওয়া গিয়েছে ±১.৬ শতাংশ।

সারণি ১ : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার বিভাগভিত্তিক বণ্টন

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট খানা
ঢাকা	৯৫৭	৮৯৯*	১,৮৫৬
চট্টগ্রাম	৯৭১	৯৫৯	১,৯৩০
রাজশাহী	৯৬৯	৯৬১	১,৯৩০
খুলনা	৯৭৮	৯৭৩	১,৯৫১
বরিশাল	৯৬৯	৯৭৫	১,৯৪৪
রংপুর	৯৯০	৯৯৫	১,৯৮৫
সিলেট	৯৮৮	৯৮৫	১,৯৭৩
ময়মনসিংহ	৯৭৫	৯৭১	১,৯৪৬
মোট খানা	**৭,৭৯৭**	**৭,৭১৮**	**১৫,৫১৫**

* স্থানীয় কাউন্সিলর ও রাজনৈতিক কর্মী কর্তৃক তথ্য সংগ্রহে বাধা দেওয়ার কারণে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৭ ও ৪৬ নং ওয়ার্ডের ২টি পিএসইউতে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

গবেষণার যথাযথ উৎকর্ষ নিশ্চিতের জন্য এ জরিপে নমুনায়নের পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরে অর্থাৎ প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চল হতে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা পাওয়ার লক্ষ্যে এবং স্তরগুলোর মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য প্রতিটি স্তরে সমানসংখ্যক (equal) খানা নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী জরিপগুলোর ক্ষেত্রে স্তরগুলোতে আনুপাতিক হারে (propotional) খানা বণ্টন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের জনশুমারির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) নতুন এবং উন্নত আইএমপিএস ফ্রেম তৈরি করেছে। জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩-এ ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে খানার সংখ্যাসহ পিএসইউ–এর তালিকা বিবিএস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরদিকে ২০১১ সালের জনশুমারির ওপর ভিত্তি করে যে আইএমপিএস ফ্রেম তৈরি করা হয়েছিলো, তা টিআইবির পূর্ববর্তী তিনটি খানা জরিপে (২০২১, ২০১৭ ও ২০১৫) ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এই খানা জরিপগুলোতে বিবিএস কর্তৃক প্রদত্ত পিএসউই–এর খানার সংখ্যার পরিবর্তে মৌজার খানার সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছিলো।

১.৫ জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ২০২৪ সালের ১৩ মে থেকে ২০২৪ সালের ৩ আগস্ট পর্যন্ত এবং এই সময়কালে জরিপটি ৬৪টি জেলায় পরিচালিত হয়। জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩–এ নির্বাচিত খানাগুলো ২০২৩ সালের মে থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে সেবা গ্রহণে বিভিন্ন সেবাখাতে যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে, তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে জরিপকাজে অভিজ্ঞ ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক, ১০৮ জন তথ্য সংগ্রহকারী এবং ৫ জন "কোয়ালিটি কন্ট্রোলার" নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতামূলক বাছাই-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

নিয়োগকৃতদের ১৩ দিনব্যাপি আবাসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নপত্রটি প্রযোজ্যক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয় এবং জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। ফিল্ড টেস্ট এবং টিআইবির গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর খসড়া প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করে জরিপ পরিচালনায় ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম KoboToolbox ব্যবহার করে স্মার্টফোনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয় এবং টিআইবির PACTAPP সার্ভারে ডেটাবেজ সংরক্ষণ করা হয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার মাধ্যমে উপাত্তের নির্ভুলতা ও মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিটি দলের মাঠ তত্ত্বাবধায়কেরা নিজ নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করার পাশাপাশি কোয়ালিটি কন্ট্রোলাররা প্রতিটি দলের কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করেন। পরবর্তীতে জরিপের সময় পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র টিআইবির তথ্য বিশ্লেষকের মাধ্যমে যাচাই করে মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও কোয়ালিটি কন্ট্রোলার কর্তৃক নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবির নিজস্ব গবেষণা দল সম্পন্ন করেছে। জরিপের বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছয়জন বিশেষজ্ঞের সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে, যারা গবেষণার ধারণাপত্র প্রস্তুত হতে শুরু করে ফলাফল উপাস্থপনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয় পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে জরিপটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মূল কাজ ছিলো পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। SPSS, Python এবং STATA ব্যবহার করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। উপাত্ত বিশ্লেষণের প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্তভাবে ডিজাইন বেইজড (design based) প্রাক্কলন নিরূপণ করার জন্য পরিসংখ্যানিক ভর[৪] (weight) ব্যবহার করা হয়। বিশ্লেষণের সময় মূলত বিভিন্ন সূচক এবং চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। এ ছাড়া জরিপে উল্লিখিত সেবা নেওয়ার সময়ে বাংলাদেশের সবগুলো খানার মোট ও খাতভিত্তিক ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৫] প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)[৬]–এর মান বের করা হয়। তা ছাড়া দুর্নীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি খানার যে কোনো সদস্য যে কোনো খাত থেকে সেবা গ্রহণকালে যদি কমপক্ষে একবার ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেয় বা অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তাহলে সেই খানাকে দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া পরিসংখ্যানিক ভর এবং গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলক আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৮ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ নির্ণয়-পদ্ধতি

প্রথমত, সার্বিকসহ প্রতিটি খাতে খানাপ্রতি গড় ঘুষ নির্ণয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যতগুলো খানা সারাবছরে কোনো না কোনো খাত থেকে একবারও সেবা গ্রহণ করেছে, সেই খানার সংখ্যাকে হর ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ২০২১ সালের জনশুমারি অনুযায়ী খানার সংখ্যা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ওপর ভিত্তি করে জরিপের বিবেচ্য সময়ে (২০২৩-২৪) খানার সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ৪ দশমিক ৩ কোটি।

সর্বশেষে, প্রাক্কলিত খানার সংখ্যাকে গড় ঘুষ দ্বারা গুণ করে প্রাথমিক প্রাক্কলন করা হয়েছে, পরবর্তীতে জরিপের সেবাগ্রহীতা খানার হার দিয়ে গুণ করে চূড়ান্ত প্রাক্কলন করা হয়েছে।

- সার্বিক বা খাতভিত্তিক গড় = মোট ঘুষ/মোট সেবাগ্রহীতা খানা
- প্রাথমিক প্রাক্কলন = গড় ঘুষ x প্রাক্কলিত খানার সংখ্যা
- চূড়ান্ত প্রকলন = প্রাথমিক প্রাক্কলন x সেবাগ্রহীতা খানার হার (Service Interaction)

[8] P1 = Number of HH surveyed (12-32) / Number of HH listed (50-205), P2= Sample PSU per strata (31-83)/Number of IMPS PSU given by BBS (31-392), P3= number of IMPS PSU given by BBS (31-392)/Population PSU-estimated (4368-54930), P=P1*P2*P3, W1=1/P, W2=Weight based on non-response rate, W=W1*W2; পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

[৫] প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে সেবা গ্রহণের অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

[৬] সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু, population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায় যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় যা, SE নামে পরিচিত

১.৯ ২০০৯ থেকে ২০২৪ (এপ্রিল) সময়কালে সর্বমোট ঘুষের প্রাক্কলন-পদ্ধতি

২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ছয়টি খানা জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩ এই ছয়বারের জরিপ থেকে প্রাপ্ত মোট ঘুষের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে মধ্যবর্তী বছরগুলোর ঘুষের পরিমাণ প্রক্কলন করা হয়েছে। “পাইথন” সফটওয়্যারের “পান্ডাস” লাইব্রেরি ব্যবহার করে লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন (Liner Interpolation) পদ্ধতি অনুসরণ করে এই সময়কালের প্রদত্ত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২. খানার বৈশিষ্ট্য

একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে “খানা” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই জরিপে একই পরিবারে অবস্থান করছে এবং ছয় মাস ধরে একই রান্নায়/হাঁড়িতে আহার গ্রহণ করেছে এরূপ ব্যক্তিরা (আত্মীয়-স্বজন এবং গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য–

- ওপরে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী গৃহপরিচারিকা, বাড়ির লজিং মাস্টার, দোকানের কর্মচারী ইত্যাদি ব্যক্তিরা খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।
- পরিবারের কোনো সদস্য যদি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে খানার বাইরে অবস্থান করে, কিন্তু খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, অর্থনৈতিকভাবে উক্ত খানার ওপর নির্ভরশীল হয় এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণে ভূমিকা রাখে (যেমন– কোনো সেবা গ্রহণকালে খানার অর্থ ব্যয় করে) সেইসাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা খানার সদস্য হিসেবে স্বীকৃত হয়, তাহলে এমন ব্যক্তিকেও বর্তমান জরিপে খানার সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
- পরিবারের কোনো সদস্য যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে কিন্তু সে তার পরিবারসহ দেশের ভিন্ন কোনো স্থানে অথবা দেশের বাইরে অবস্থান করে তাহলে সেই সদস্য খানার সদস্য বলে বিবেচিত হয়নি। যেমন– খানার কোনো সদস্য তার পরিবারসহ ঢাকায় অবস্থান করছে এবং গ্রামে তার মা-বাবাকে টাকা পাঠায়, এক্ষেত্রে গ্রামের মা-বাবার কাছে যদি তথ্য সংগ্রহ করতে যাওয়া হয় তাহলে ঢাকায় অবস্থানরত ব্যক্তিটি বা তার পরিবারের সদস্য কেউই উক্ত খানার সদস্য বলে বিবেচিত হয়নি।
- খানার কোনো সদস্য যদি কোনো হোস্টেলে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে আবাসিক থেকে পড়ালেখা করে অথবা চাকরি বা ভর্তি পরীক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে খানার বাইরে অবস্থান করে তাহলে সে খানার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে গত ছয় মাসে এক হাঁড়িতে খেয়েছেন কি-না এ ব্যাপারটি বিবেচিত হয়নি।
- কোনো পরিবারের বাবা-মা যদি সন্তানদের পরিবারের সঙ্গে পালাক্রমে থাকে, সেক্ষেত্রে গত এক বছরের মধ্যে যদি ছয় মাস কোনো পরিবারের সঙ্গে থাকে তাহলে ওই পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। যদি এর কম সময় অবস্থান করে অর্থাৎ দুই মাস করে অথবা তিন মাস করে পালাক্রমে অবস্থান করে, তাহলে সে পরিবার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি বরং অতিথি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই জরিপে খানায় অবস্থান করে খানার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখে, খানা বা এর সদস্যদের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণপ্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে– এ ধরনের সদস্যকে খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই জরিপে নমুনা হিসেবে খানাগুলোকে এমনভাবে নেওয়া হয়েছে, যাতে করে এ নমুনায়ন বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। জরিপে নারী-পুরুষের শতকরা হার যথাক্রমে ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশ, ৫১ দশমিক ৪ শতাংশ, যা জাতীয়ভাবে নারী ও পুরুষের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া তৃতীয় লিঙ্গ রয়েছে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ সদস্য। জরিপকৃত খানার গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ৬ জন।[৭] খানার সদস্যদের গড় বয়স ২৯ দশমিক ১ বছর, এর মধ্যে নারীদের গড় বয়স ২৮ দশমিক ৫ বছর এবং পুরুষের গড় বয়স ৩০ বছর। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় ৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানায় কমপক্ষে একজন প্রতিবন্ধিতাসহ সদস্য আছে।

[৭] জাতীয়ভাবে নারী, পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের শতকার হার যথাক্রমে ৫০ দশমিক ৪৫ শতাংশ, ৪৯ দশমিক ৫৮ শতাংশ ও শূন্য দশমিক ০১ শতাংশ জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন, ১৫ নভেম্বর ২০২৩, বিবিএস; এবং গড় সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ২৬ জন, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০২২ (HIES)।

২.১ খানা প্রধানের ধর্ম ও নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯১ দশমিক ২ শতাংশ খানাপ্রধান ইসলাম ধর্মাবলম্বী, ৮ দশমিক ১ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ অন্যান্য (বিশেষ করে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান) ধর্মাবলম্বী। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের বিবিএস– এর জনশুমারি ও গৃহগণনা জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ইসলাম, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর হার যথাক্রমে ৯১ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ, ৭ দশমিক ৯৬ শতাংশ ও শূন্য দশমিক ৯৭ শতাংশ।[৮] অধিকাংশ খানাপ্রধান বাঙালি নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়ের অধিকারী। জরিপে ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশ খানাপ্রধান বাঙালি এবং ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানাপ্রধান অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (সারণি ২)।

সারণি ২ : খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় (%)

খানাপ্রধানের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়	সার্বিক
বাঙালি	৯৮.৬
অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী	১.৪

২.২ খানাপ্রধানের বয়স, লৈঙ্গিক পরিচয় ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপকৃত খানার খানাপ্রধানের গড় বয়স ৪৭ বছর; এর মধ্যে নারীদের গড় বয়স ৫০ দশমিক ৮ বছর এবং পুরুষদের গড় বয়স ৪৬ দশমিক ৭ বছর। জরিপকৃত খানাগুলোতে সবচেয়ে বেশি খানাপ্রধানের বয়স ৩৬ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে (২৯ দশমিক ১ শতাংশ)। এ ছাড়া ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ, ৪৬ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে ২৪ দশমিক ১ শতাংশ, ৫৬ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে ১৮ দশমিক ২ শতাংশ এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্বে খানাপ্রধানের হার ১৩ শতাংশ। জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৩ দশমিক ১ শতাংশ খানাপ্রধান পুরুষ, ৬ দশমিক ৮ শতাংশ নারী এবং তৃতীয় লিঙ্গের খানাপ্রধান রয়েছে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ।

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্বাধিক (২৫.১ শতাংশ) খানাপ্রধান শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছেন যা গ্রামাঞ্চলে ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৪ দশমিক ১ শতাংশ। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ খানাপ্রধান। ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানাপ্রধান স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং ১১ দশমিক ৮ শতাংশ খানাপ্রধান নিরক্ষর (সারণি ৩)। নারী খানাপ্রধানদের ১৯ দশমিক ১ শতাংশ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করেছেন, ১৯ শতাংশ খানাপ্রধান মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এবং ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ নারী খানাপ্রধান স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। অন্যদিকে পুরুষ খানাপ্রধানদের ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ প্রাথমিক স্তর এবং ২৪ দশমিক ৮ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। পুরুষ খানাপ্রধানদের ২ দশমিক ৪ শতাংশ স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করছেন, এ হার নারী খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ।

সারণি ৩ : খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
নিরক্ষর	২২.৮	১১.০	১৩.৪	৮.৪	১১.৮
স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	২৪.৫	১৮.৪	১৯.৬	১৭.০	১৮.৮
কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই. কিন্তু লিখতে ও পড়তে জানে	০.8	০.১	০.১	০.২	০.২
প্রি-স্কুল	৭.৬	৬.০	৬.৫	৫.৪	৬.১
প্রাথমিক	১৯.১	২৫.৬	২৫.৬	২৪.১	২৫.১
মাধ্যমিক	১৯.০	২৪.৮	২৩.৩	২৬.৯	২৪.৫
উচ্চমাধ্যমিক	৩.৮	৭.২	৬.২	৮.৪	৬.৯
ডিপ্লোমা	০.১	০.২	০.২	০.২	০.২
স্নাতক (সম্মান) বা সমমান	১.৯	৪.১	৩.১	৫.৮	৩.৯
স্নাতকোত্তর বা সমমান	০.৯	২.৪	১.৮	৩.৪	২.৩
উচ্চতর ডিগ্রি (দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা তদূর্ধ্ব)	০.০	০.২	০.১	০.২	০.১

[৮] জাতীয়ভাবে খানার ৯৯ দশমিক শূন্য এক শতাংশ বাঙালি এবং শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ অন্যান্য নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, জনশুমারি ও গৃহগণনা প্রতিবেদন (পৃষ্ঠা ৬৭), ১১ নভেম্বর ২০২৩, বিবিএস।

এলাকাভেদে শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে, গ্রামাঞ্চলের ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানাপ্রধান মাধ্যমিক, এ হার শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ২৬ দশমিক ৯ শতাংশ। অপরদিকে শহরাঞ্চলে ৫ দশমিক ৮ শতাংশ খানাপ্রধান স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন এ হার গ্রামাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে ৩ দশমিক ১ শতাংশ।

২.৩ খানাপ্রধানের পেশা

সার্বিকভাবে ১৭ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা ব্যবসা, ৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা বেসরকারি চাকরি, ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ কৃষি ও মৎস্য চাষ এবং ৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানাপ্রধান দিনমজুর ও ক্ষেতমজুর (সারণি ৪)। এ ছাড়া ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানাপ্রধানের পেশা সরকারি চাকরি, ১ দশমিক ১ শতাংশ শিক্ষকতা এবং ২ শতাংশ জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, কুটির শিল্প, হস্তশিল্প এবং নাপিত ও মুচি।

সারণি ৪ : খানাপ্রধানের পেশা (%)

পেশা	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
ব্যবসা	৬.৫	১৭.৮	২৮.৯	১১.৭	১৭.০
বেসরকারি চাকরি	৪.৮	৯.৭	১৪.৫	২২.৫	৯.৪
কৃষি ও মৎস্য চাষ	১.৯	২৫.০	১৪.০	৭.২	২৩.৪
দিনমজুর ও ক্ষেতমজুর	৩.৮	৮.২	৭.২	৯.৭	৭.৯
পরিবহন শ্রমিক	০.৩	৮.৬	৮.২	৭.৩	৮.০
অবসরপ্রাপ্ত	২.০	৩.৭	৭.০	৬.৫	৩.৬
গৃহকর্ম	৭০.৩	০.০	৬.৩	৪.৭	৫.০
রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, মেকানিক	০.৩	৭.৩	৪.৫	৫.৯	৬.৮
প্রবাসী	০.৫	৬.২	৩.৩	৪.২	৫.৮
সরকারি চাকরি*	০.৬	১.৪	১.০	২.২	১.৪
শিক্ষকতা	০.৪	১.২	১.১	১.২	১.১
জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, নাপিত ও মুচি	০.৬	২.১	৯.৭	৮.৮	২.০
অন্যান্য**	০.৮	০.২	০.৩	০.৩	০.৩

* শিক্ষকতা (সরকারি ও বেসরকারি) ও পেশাজীবী বাদে।
** ইমাম/পুরোহিত/দর্জি/শিক্ষার্থী/পরিচ্ছন্নতা কর্মী ইত্যাদি।

খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে দেখা যায়, নারী খানাপ্রধানদের অধিকাংশ (৭০ দশমিক ৩ শতাংশ) গৃহকর্মের সাথে জড়িত। এ ছাড়া ২ শতাংশ অবসরপ্রাপ্ত, ৪ দশমিক ৮ শতাংশ বেসরকারি চাকরি এবং ৬ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যবসার সাথে জড়িত। অঞ্চলভেদে, গ্রামাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ ব্যবসার সাথে জড়িত, এ হার শহরাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ক্ষেত্রে ১১ দশমিক ৭ শতাংশ। অপরদিকে শহরাঞ্চলের ২২ দশমিক ৫ শতাংশ খানা বেসরকারি চাকরির সাথে জড়িত, এ হার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১৪ দশমিক ৫ শতাংশ। তা ছাড়া শহরাঞ্চলের খানাপ্রধানদের ৭ দশমিক ২ শতাংশ এর পেশা কৃষি বা মৎস্য চাষের সাথে জড়িত, এ হার গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১৪ শতাংশ।

২.৪ তথ্যদাতার বৈশিষ্ট্য

এই জরিপে মূলত খানাপ্রধানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় খানাপ্রধান অনুপস্থিত থাকলে অথবা সক্রিয় সদস্য না হলে, খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। খানার সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য বলতে বোঝানো হয়েছে সেই সদস্যকে যে খানার সকল কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা গ্রহণের বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। সার্বিকভাবে তথ্যদাতাদের প্রায় ৫১ দশমিক ২ শতাংশ নারী এবং ৪৮ দশমিক ৬ শতাংশ পুরুষ (সারণি ৫)।

সারণি ৫ : অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার ধরন (%)

তথ্যদাতার ধরন	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
নারী	৫২.১	৫৬.৬	৫১.২
পুরুষ	৪৭.৯	৪৪.৮	৪৮.৬

২.৫ তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

জরিপে খানার পক্ষে তথ্যদাতাদের সার্বিকভাবে ২২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রাথমিক এবং ২৬ দশমিক ৯ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন (সারণি ৬)। এ ছাড়া ৩ দশমিক ৩ শতাংশ তথ্যদাতা স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। লিঙ্গভেদে তথ্যদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৫ দশমিক ১ শতাংশ নারী প্রাথমিক স্তর এবং ৩২ দশমিক ৬ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন, পুরুষ তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ২১ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ২২ দশমিক ৯ শতাংশ। স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন পুরুষ তথ্যদাতাদের ৪ দশমিক ৭ শতাংশ, এ হার নারী তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে ২ দশমিক ৪ শতাংশ।

সারণি ৬ : লিঙ্গ ও অঞ্চলভেদে তথ্যদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা (%)

শিক্ষাগত যোগ্যতা	নারী	পুরুষ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
নিরক্ষর	৭.০	১০.৩	৯.৩	৫.৮	৮.২
স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	১১.৮	১৬.৮	১৪.৩	১১.৯	১৩.৫
কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই. কিন্তু লিখতে ও পড়তে জানে	০.১	০.২	০.১	০.২	০.২
প্রি-স্কুল	৫.২	৫.৩	৫.৪	৪.৩	৫.০
প্রাথমিক	২৫.১	২১.৭	২৩.৩	২০.৭	২২.৫
মাধ্যমিক	৩২.৬	২২.৯	২৬.০	২৮.৭	২৬.৯
উচ্চমাধ্যমিক	৬.৩	৮.০	৬.৩	৭.৯	৬.৮
ডিপ্লোমা	০.১	০.৩	০.২	০.১	০.২
স্নাতক (সম্মান) বা সমমান	২.৪	৪.৭	২.৪	৫.৩	৩.৩
স্নাতকোত্তর বা সমমান	১.০	২.৬	১.২	২.৬	১.৬
উচ্চতর ডিগ্রি (দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা তদূর্ধ্ব)	০.০	০.২	০.১	০.১	০.১

গ্রামাঞ্চলে খানার পক্ষে তথ্যদাতাদের মধ্যে ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর এবং ২৬ শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন, শহরাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ক্ষেত্রে এ হার যথাক্রমে ২০ দশমিক ৭ শতাংশ এবং ২৮ দশমিক ৭ শতাংশ। স্নাতক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন শহরাঞ্চলের তথ্যদাতাদের ৫ দশমিক ৩ শতাংশ, গ্রামাঞ্চলে এ হার ২ দশমিক ৪ শতাংশ।

২.৬ খানার গড় মাসিক আয়

জরিপকৃত খানার গড় মাসিক আয় ২৬ হাজার ১৫৮ টাকা, গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের গড় মাসিক আয় যথাক্রমে ২৫ হাজার ৫৫ টাকা ও ২৮ হাজার ৫৩৬ টাকা (সারণি ৭)। বিভাগভেদে জরিপে খানার আয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, রংপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাসিক গড় আয় (১৮ হাজার ৬৪২ টাকা) অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কম এবং ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাসিক গড় আয় (৩২ হাজার ৫৪১ টাকা) অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশি। খানার মাসিক গড় আয় বিবেচনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ (যথাক্রমে ২৯ হাজার ৯৯৩ টাকা এবং ২৯ হাজার ৩৭০ টাকা)। আয়ের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত খানাগুলোর মাসিক গড় আয় ২১ হাজার ৮৩১ টাকা। বরিশাল ও খুলনা বিভাগের অন্তর্গত খানাগুলোর গড় মাসিক আয় যথাক্রমে ২৩ হাজার ৭৯৪ টাকা ও ২১ হাজার ১৯ টাকা। অঞ্চলভেদে খানার গড় মাসিক আয়

বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ বিভাগের শহরাঞ্চলের খানাগুলোর আয় বেশি তবে চট্টগ্রাম বিভাগের শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোর গড় মাসিক আয় বেশি।

সারণি ৭ : গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলভেদে খানাপ্রতি মাসিক গড় আয় (টাকা)

বিভাগ	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সার্বিক
বরিশাল	২৩,১৭৮	২৫,৬২৭	২৩,৭৯৪
চট্টগ্রাম	৩০,০১৪	২৯,৯৫৫	২৯,৯৯৩
ঢাকা	৩১,৭৫৮	৩৩,৪৯২	৩২,৫৪১
খুলনা	২০,৬৩৫	২২,১৪৫	২১,০১৯
ময়মনসিংহ	২১,০৮৩	২৪,২৬৭	২১,৮৩১
রাজশাহী	২০,৭৯৯	২১,৫৩৩	২০,৯৮৫
রংপুর	১৭,৮৩৮	২১,৩১৬	১৮,৬৪২
সিলেট	২৮,৮৯৬	৩১,২৮৯	২৯,৩৭০
সার্বিক	২৫,০৫৫	২৮,৫৩৬	২৬,১৫৮

৩. সেবাখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র

সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৬ দশমিক ৭ শতাংশ কোনো না কোনো খাত হতে সেবা নিয়েছে এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা ছিল সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে তাদের ৮৬ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির শিকারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে বিআরটিএ (৮৫.২ শতাংশ) ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৪.৫ শতাংশ)। এরপরেই বিচারিক সেবা (৬২.৩ শতাংশ), ভূমি সেবা (৫১ শতাংশ), স্বাস্থ্য সেবা (৪৯.১ শতাংশ) এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (৪৪.২ শতাংশ) মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ২)।

চিত্র ২ : বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

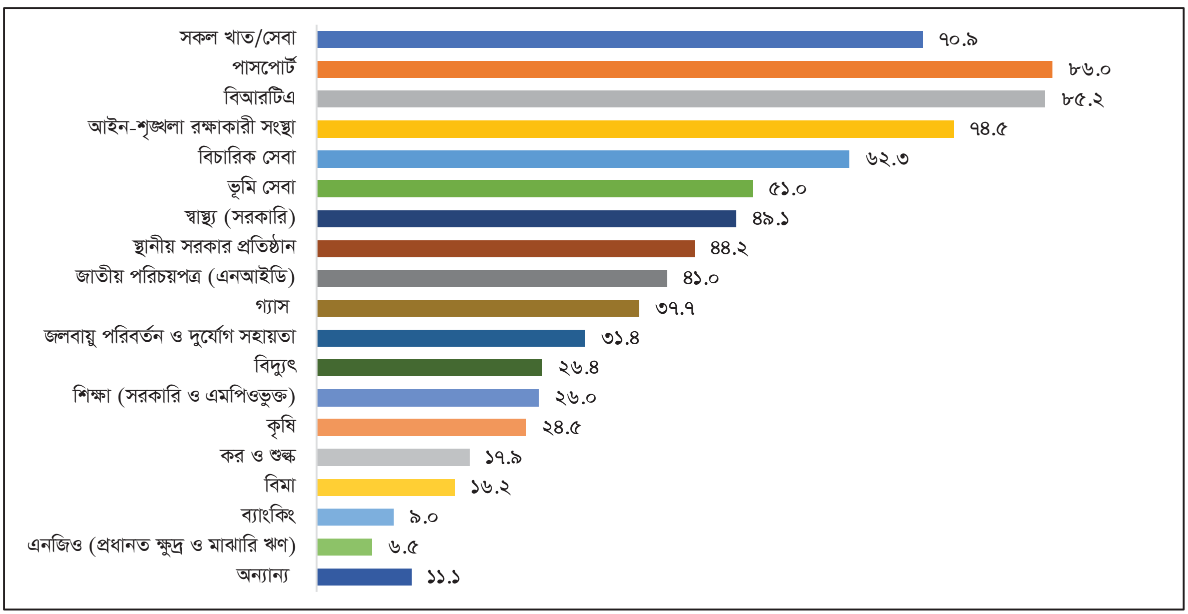

৩.১ দুর্নীতির ধরন

বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে জরিপে অন্তর্ভুক্ত যে সকল খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের ৫০ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। এ ছাড়া খানাগুলো সময়ক্ষেপণ (৪৪.৮ শতাংশ) এবং হয়রানি ও দুর্ব্যবহারসহ (২৭.৩ শতাংশ) বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয় (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩ : সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার*(%)

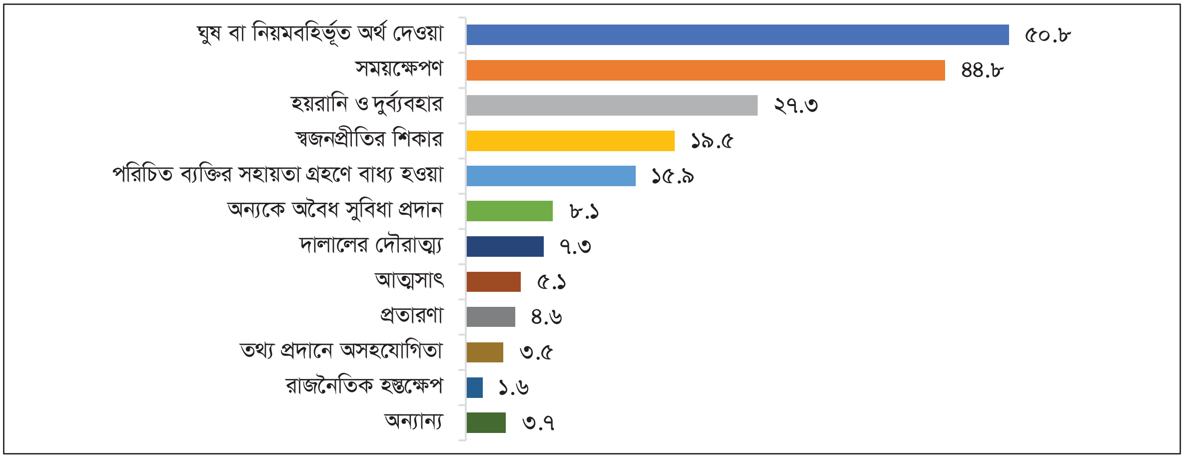

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।

৩.২ বিভাগভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকারের সার্বিক চিত্র

জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ বরিশাল বিভাগে ৮২ শতাংশ খানা কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ৬১ দশমিক ৯ শতাংশ খানা সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে। অন্যদিকে রংপুর বিভাগের ৬০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে। যা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সর্বনিম্ন (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪ : বিভাগভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার (%)

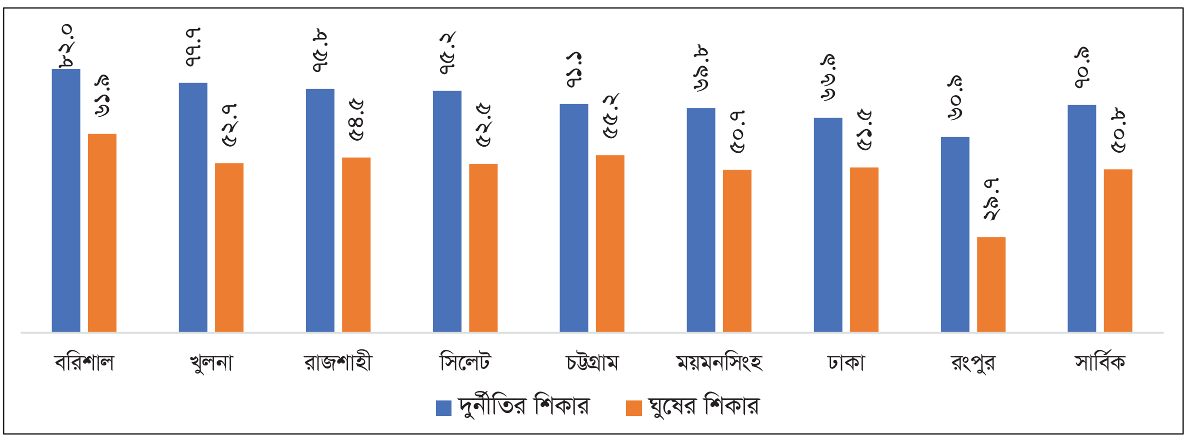

৩.৩ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাগুলো সেবা গ্রহণে সর্বাধিক হারে (৭৪.৮ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে পাসপোর্ট খাতে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে বিআরটিএ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানা যথাক্রমে ৭১ দশমিক ৯ শতাংশ ও ৫৮ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অপরদিকে বিমা (১.২ শতাংশ), ব্যাংকিং (০.৭ শতাংশ) ও এনজিও (০.৫ শতাংশ) সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো থেকে তুলনামূলক কম হারে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৮ : বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার (%) ও পরিমাণ

সেবাখাত	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
সকল খাত/সেবা	৫০.৮	৫,৬৮০
পাসপোর্ট	৭৪.৮	৪,৮৭৯
বিআরটিএ	৭১.৯	৬,৬৫৪
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫৮.৩	৫,২২১
বিচারিক সেবা	৩৪.১	৩০,৯৭২
ভূমি সেবা	৩২.৩	১১,৭৭৬
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৯.৭	৮৮৪
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৯.১	৬০০
গ্যাস	১৬.৭	*
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	১৬.১	৩,০৫১
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	১৪.৮	৭১১
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৮.৩	২,৬৫৬
কৃষি	৭.১	১,৭১৩
বিদ্যুৎ	৫.৮	২,৪৩১
কর ও শুল্ক	২.৩	*
বিমা	১.২	*
ব্যাংকিং	০.৭	৬,৬৮১
এনজিও	০.৫	৩,১৫১
অন্যান্য	১.৮	২,৫৭৮

* নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

জরিপের বিবেচ্য সময়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় সার্বিকভাবে গড়ে ৫ হাজার ৬৮০ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানাকে সবচেয়ে বেশি গড়ে ৩০ হাজার ৯৭২ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বিচারিক সেবা গ্রহণে। এর পরে রয়েছে ভূমি সেবা, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো গড়ে ১১ হাজার ৭৭৬ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতে খানাগুলো যথাক্রমে গড়ে ৭১১ টাকা ও ৬০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৮)।

৩.৪ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ

বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো এক বা একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৭৭ দশমিক ২ শতাংশ খানা ‘ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না’ উল্লেখ করেছে। এ ছাড়া ৪২ শতাংশ খানা নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়, ১৮ দশমিক ৬ শতাংশ খানা যথাসময়ে সেবা পাওয়ার জন্য, এবং ৯ দশমিক ৯ শতাংশ খানা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ৫)।

চিত্র ৫ : ঘুষের শিকার হওয়া খানার ঘুষ দেওয়ার কারণ* (%)

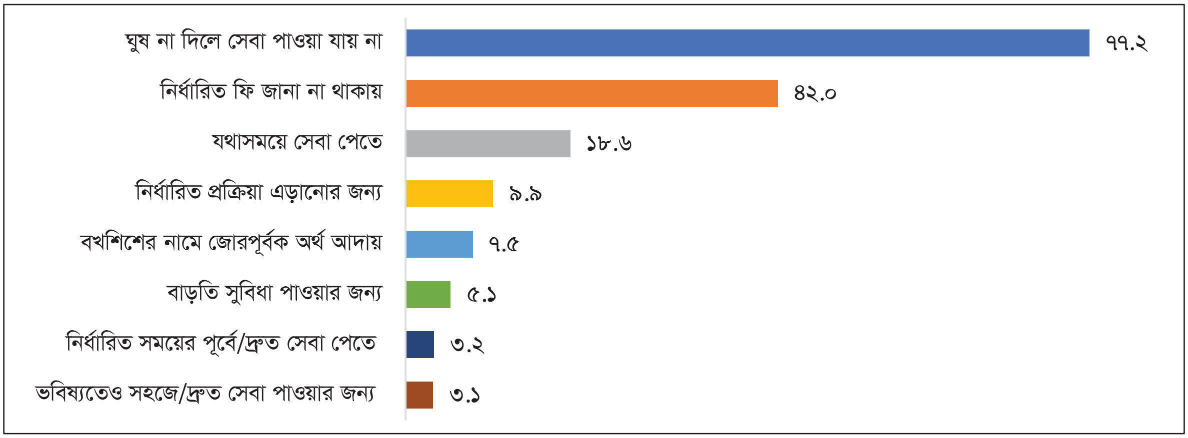

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।

খাতভেদে বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করেছে বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া খানা (৮৬.৮ শতাংশ); এর পরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৯.২ শতাংশ) ও জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা (৭৭.১ শতাংশ)। অন্যদিকে 'নির্ধারিত ফি বা তথ্য জানা না থাকায়' ঘুষ দিতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা (৫৮.১ শতাংশ), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৪১.৬ শতাংশ), এবং স্বাস্থ্য খাত (৩৮.৯ শতাংশ) থেকে সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া খানা। 'যথাসময়ে সেবা পেতে' ঘুষ দিতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে বিচারিক সেবা (২৮ দশমিক ৭ শতাংশ), পাসপোর্ট সেবা (২৬.৬ শতাংশ), এবং বিআরটিএ (২৫.১ শতাংশ) থেকে সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়া খানা (পরিশিষ্ট ১)।

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে, যে হার স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৯৫ দশমিক ৭ শতাংশ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ক্ষেত্রে ৯৪ দশমিক ৩ শতাংশ, এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৮৭ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যদিকে দালালকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে সবচেয়ে বেশি পাসপোর্ট সেবা (৮০.৮ শতাংশ), বিআরটিএ (৭১ শতাংশ), এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) (৩৪.৬ শতাংশ) সেবা নিতে গিয়ে (পরিশিষ্ট ২)। অর্থাৎ এসব খাতের সেবা সবচেয়ে বেশি দালাল-নির্ভর।

৩.৫ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

জরিপে সেবাগ্রহীতার খানাগুলো ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের মে পর্যন্ত সময়ে সেবা গ্রহণে যে পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে তার মোট পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী মোট খানার সংখ্যা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিবেচনা করে ২০২৩ সালে মোট খানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪.৩০ কোটি। এর ওপর ভিত্তি করে দেখা যায়, জরিপে বিবেচিত সময়ে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবাখাত হতে ভিন্ন ভিন্ন সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে যে অর্থ দিয়েছে তার সর্বমোট প্রাক্কলিত পরিমাণ ১০ হাজার ৯০২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা (সারণি ৯)। জাতীয় পর্যায়ে ২০২৩ সালে বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রাক্কলিত মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের এই পরিমাণ চলতি বাজারমূল্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জিডিপির[৯] শূন্য দশমিক ২ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের[১০] ১ দশমিক ৪ শতাংশ। উল্লেখ্য, প্রাক্কলিত নিয়মবহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ শুধু জরিপে অন্তর্ভুক্ত খাতের বিবেচনায় করা হয়েছে, অর্থাৎ এটি বাংলাদেশের সকল সেবাখাতের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত নয়। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সেবা খাতে প্রাক্কলিত মোট আদায়কৃত ঘুষের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি টাকা।

[৯] চলতি বাজার মূল্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জিডিপির আকার ৫০ লক্ষ ৪৮ হাজার ০২৭ কোটি টাকা (সূত্র: জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪)।
[১০] ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা।

সারণি ৯ : ২০২৩ সালে জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ (কোটি টাকা)

সেবাখাত	মোট ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা)
ভূমি	২,৫১৩.০
বিচারিক সেবা	২,৩৫৭.৬
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	১,৫৭০.০
পাসপোর্ট	১,৩৫০.৪
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সরকারি)	৮৪০.৯
বিআরটিএ	৬৭৫.১
বিদ্যুৎ	৩০৯.৬
স্বাস্থ্য	২৩৫.১
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	২১৩.৯
ব্যাংকিং	১২৮.৭
কৃষি	৭৬.৪
এনজিও	২৯.৯
জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন সহায়তা	২৩.৩
অন্যান্য (গ্যাস, বিমা, কর ও শুল্ক, এমএফএস, এনআইডি)	৫৭৮.৪
মোট প্রাক্কলিত ঘুষের পরিমাণ	১০,৯০২.৩

৩.৬ দুর্নীতি ও অনিয়ম : অবস্থান, খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, আয়ের শ্রেণি ও লিঙ্গভেদে পার্থক্য

জরিপে গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের খানার সেবাখাত থেকে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায়। গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৭১ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবা গ্রহণে ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানা শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি। ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানার ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ সেবা গ্রহণে ঘুষ দিয়েছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ হার ৪৭ দশমিক ৪ শতাংশ।

দুর্নীতির ও ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের লিঙ্গভেদে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জরিপে নারী সেবাগ্রহীতা ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতি এবং ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়, এ হার পুরুষ সেবাগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪৭ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ২৯ দশমিক ৫ শতাংশ (চিত্র ৬)।

চিত্র ৬ : খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার খানার হার* (%)

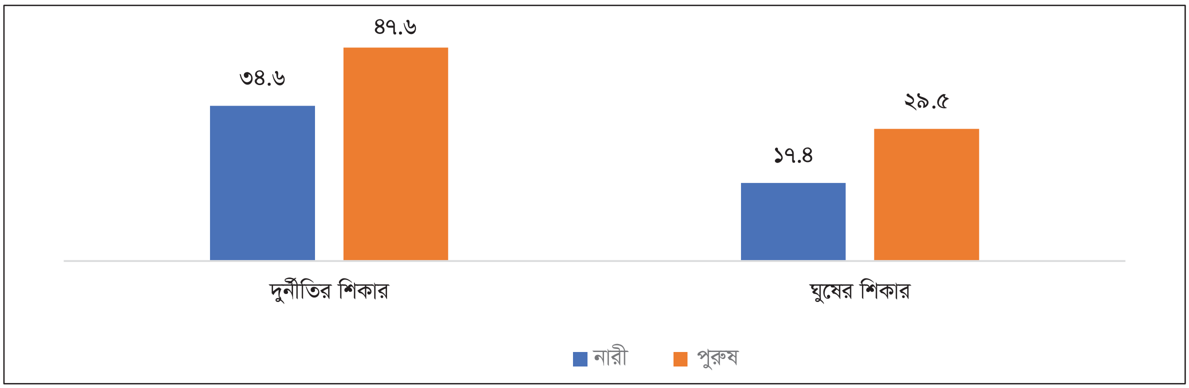

* "Chi-square test" অনুযায়ী খানাপ্রধানের লিঙ্গভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের মাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় ($p<0.05$)

চিত্র ৭ : খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার* (%)

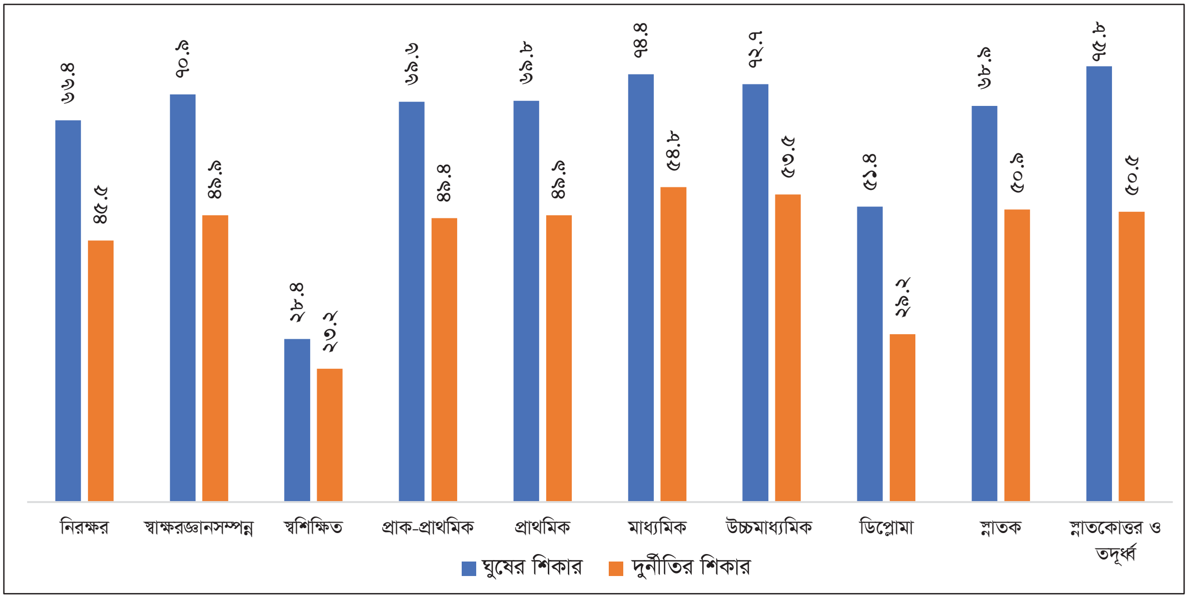

খানাপ্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতাভেদে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হারে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায়। যে সব খানাপ্রধান স্নাতক (সম্মান) বা সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন সেসব খানার দুর্নীতির শিকার ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৬৮ দশমিক ৯ শতাংশ ও ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ। অপরদিকে যে-সব খানার খানাপ্রধানের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই (স্বশিক্ষিত), সেসব খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ২৮ দশমিক ৪ শতাংশ ও ২৩ দশমিক ২ শতাংশ। এই হার উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৫ দশমিক ৮ শতাংশ ও ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ (চিত্র ৭)।

চিত্র ৮ : খানাপ্রধানের পেশাভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)

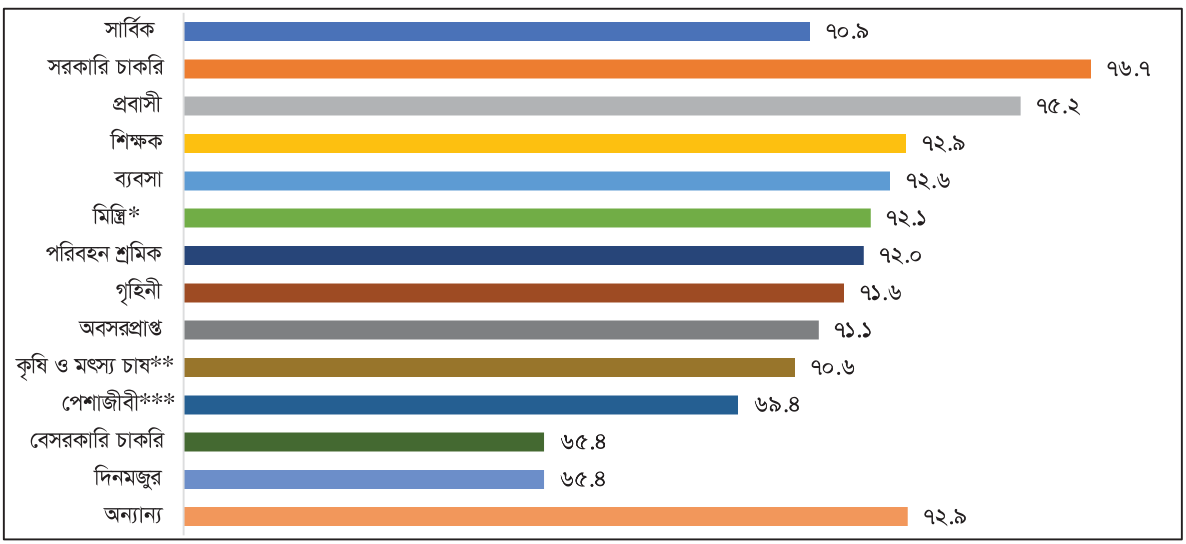

* রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি/মেকানিক

** কৃষি/মৎস্য চাষ/খামারি/পশুপালন

*** ডাক্তার/প্রকৌশলী/আইনজীবী

তবে খানাপ্রধানের পেশার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হারে কিছুটা তারতম্য লক্ষণীয়। বেসরকারি চাকরিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের (আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, ইত্যাদি) তুলনায় অন্যান্য পেশার খানার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার বেশি।

জরিপে যে-সব খানাপ্রধান সরকারি চাকরিজীবী সেসব খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৭৬ দশমিক ৭ শতাংশ, যার পরেই রয়েছে খানাপ্রধান প্রবাসী এমন খানা (৭৫ দশমিক ২ শতাংশ)। যে-সব খানাপ্রধান শিক্ষক এবং ব্যবসায়ী সেসব খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৭২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ। এ হার পরিবহন শ্রমিক এবং গৃহিণীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭২ শতাংশ এবং ৭১ দশমিক ৬ শতাংশ। কৃষি বা মৎস্য চাষ ৭০ দশমিক ৬ শতাংশ এবং বেসরকারি চাকরির সঙ্গে জড়িত খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে ৬৫ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৮)।

চিত্র ৯ : খানাপ্রধানের পেশাভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার (%)

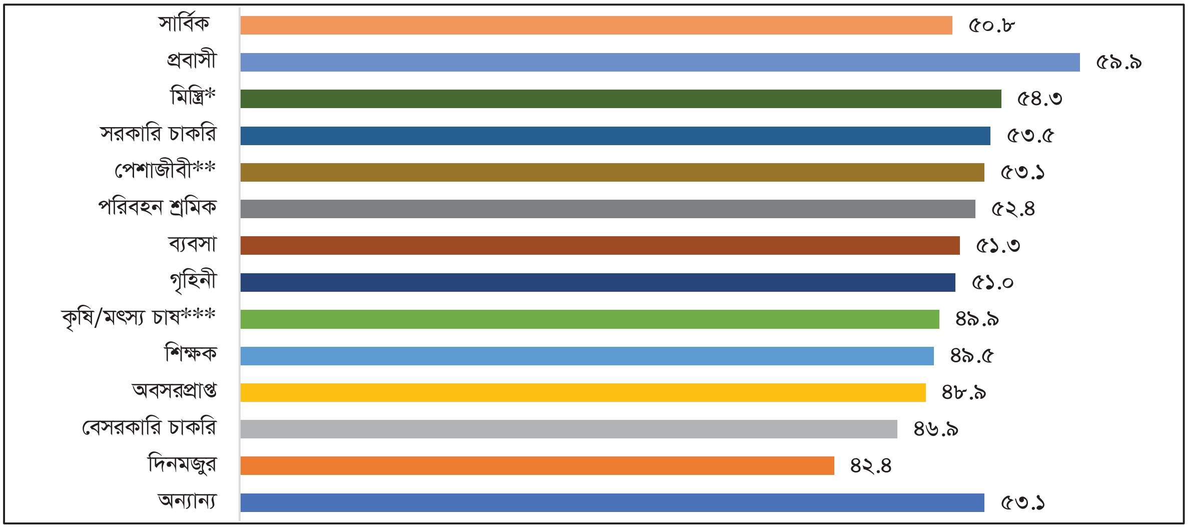

* রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি/মেকানিক
** ডাক্তার/প্রকৌশলী/আইনজীবী
*** কৃষি/মৎস্য চাষ/খামারি/পশুপালন

অনুরূপভাবে ঘুষের শিকার খানার হারের ক্ষেত্রে, যে-সব খানাপ্রধান গৃহিনী, কৃষি ও মৎস্য চাষী, শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত, বেসরকারি চাকরিজীবী সেসব খানার তুলনায়, প্রবাসী, মিস্ত্রি, সরকারি চাকরিজীবী, পরিবহন শ্রমিক, ব্যবসা পেশার সঙ্গে জড়িত খানাগুলোর ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার বেশি। প্রবাসী, পরিবহন শ্রমিক খানাপ্রধান এমন খানাগুলোর ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৫৯ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ, যেখানে এ হার বেসরকারি চাকরিজীবী ও দিনমজুর পেশার সঙ্গে জড়িত খানাপ্রধানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪৬ দশমিক ৯শতাংশ এবং ৪২ দশমিক ৪ শতাংশ (চিত্র ৯)।

চিত্র ১০ : সেবাগ্রহীতা আদিবাসী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও নারীর দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার (%)

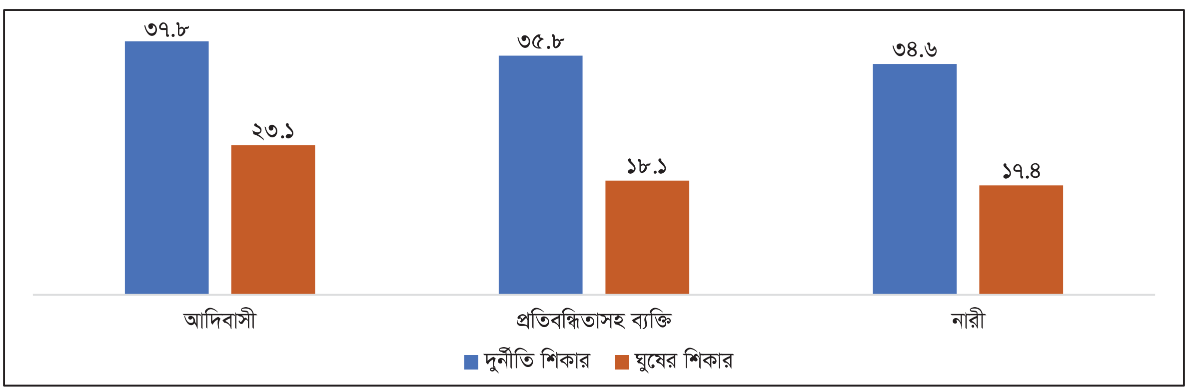

বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে, এরকম সেবাগ্রহীতার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার তথ্য জরিপে উঠে এসেছে। জরিপে প্রতিবন্ধিতা রয়েছে, এরকম সেবাগ্রহীতার দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ১৮ দশমিক ১ শতাংশ (চিত্র ১০)। অন্যদিকে আদিবাসী সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ২৩ দশমিক ১ শতাংশ, এ হার নারীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৪ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোকে গড়ে তাদের বার্ষিক আয়ের ১ দশমিক ৭ শতাংশ ঘুষ দিতে হয়। আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক একই রকম হলেও ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের আপেক্ষিক বোঝা (relative cost of corruption) দরিদ্র খানাগুলোর ওপর বেশি। আটটি ভিন্ন ভিন্ন আয়ের শ্রেণিতে খানাগুলোর ঘুষের পরিমাণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে-সব খানার মাসিক আয় ২৪ হাজার টাকার কম তাদের তুলনায় যে-সব খানার মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকা বা এর বেশি তাদের ওপর ঘুষের বোঝা কম (চিত্র ১১)। যে-সব খানার মাসিক আয় ২৪ হাজার টাকার নিচে সেসব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ অর্থ ঘুষ হিসেবে দেয়, তা তাদের মোট বার্ষিক আয় শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ। অন্যদিকে যে-সব খানার মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে তাদের মোট বার্ষিক আয় শূন্য দশমিক ২ শতাংশ করে ঘুষ হিসেবে দিতে বাধ্য হয়েছে।

চিত্র ১১ : আয়ের তুলনায় ঘুষের বোঝা (%)

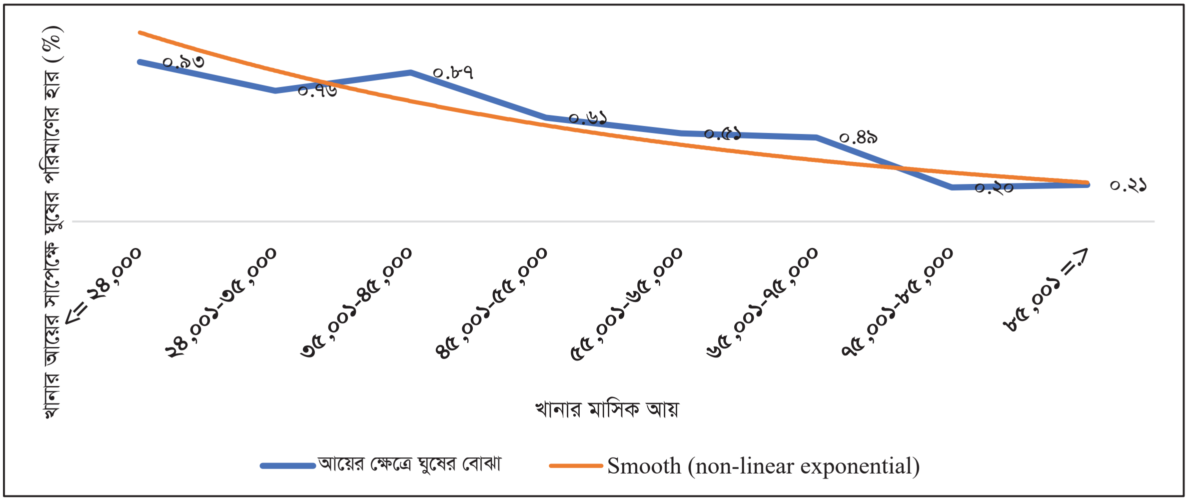

৩.৭ খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর লৈঙ্গিক পরিচয় ও বয়সভেদে দুর্নীতি

পরিসংখ্যান টেস্টে সেবা গ্রহণকারীর দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক পরিচয়ভেদে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। জরিপে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৫১ দশমিক ২ শতাংশ নারী এবং ৪৪ দশমিক ৪ শতাংশ পুরুষ। সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ, যেখানে পুরুষদের ৫৭ দশমিক ৯ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত উপাত্তের পরিসংখ্যান টেস্টে দেখা যায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা খাতগুলো থেকে সেবা নিতে গিয়ে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ১২)। তবে ভূমি ও জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা গ্রহণে পুরুষ সেবা গ্রহণকারী নারী সেবা গ্রহণকারীর তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

চিত্র ১২ : খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারী নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার* (%)

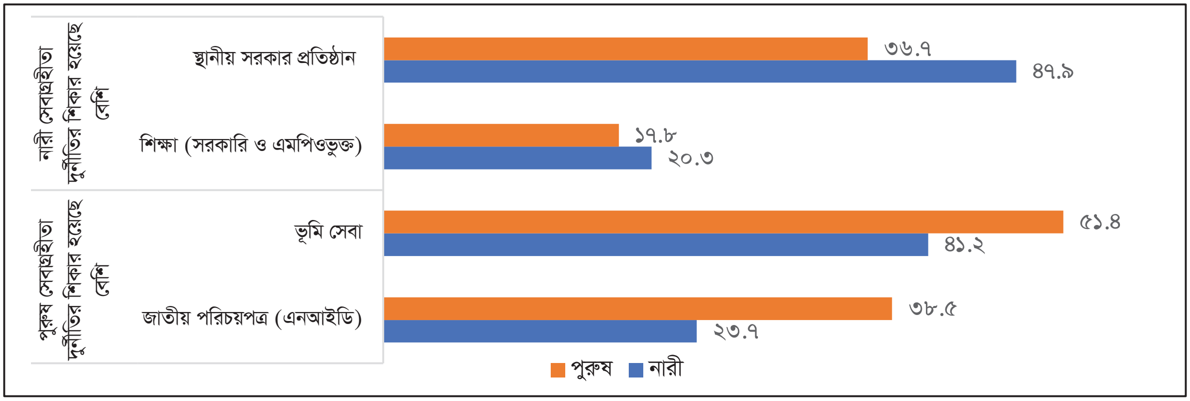

* "Chi-square test" অনুযায়ী সার্বিকভাবে ও উপরোক্ত খাতগুলোতে নারী-পুরুষের দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারে তারতম্য লক্ষ করা যায়।

সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় কম দুর্নীতির শিকার হয়। ৪৬ থেকে ৫৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা সর্বোচ্চ (৭১.৯ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ হার ৫৬ থেকে ৬৫ বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৭১ দশমিক ২ শতাংশ এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের সেবা গ্রহণকারীর ৭০ দশমিক ৮ শতাংশ (চিত্র ১৩)।

চিত্র ১৩ : খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার* (%)

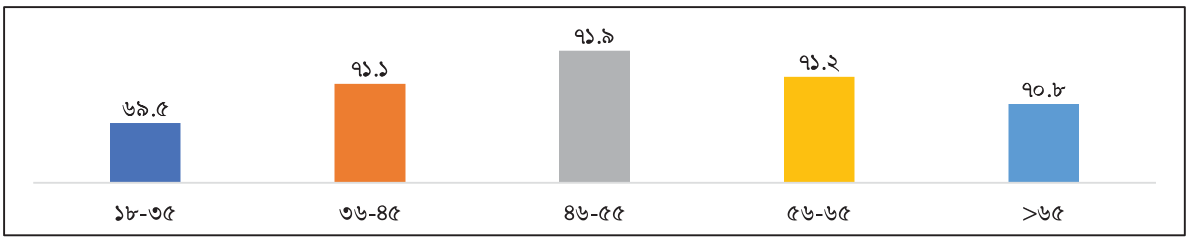

৩.৮ দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা-সম্পর্কিত তথ্য

জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ৫৯ দশমিক ৬ শতাংশ খানার দুর্নীতি প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে সেই সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। এ ছাড়া ৩০ দশমিক ১ শতাংশ খানা দুদকে অভিযোগ করার ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানে, ১৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে, ৪ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ৩ দশমিক ২ শতাংশ যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, হটলাইন এবং তথ্য অধিকার আইন-এ অভিযোগ করার ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানে। মাত্র ২ শতাংশ খানা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সম্পর্কে জানে (চিত্র ১৪)।

চিত্র ১৪ : দুর্নীতির অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার হার (%)

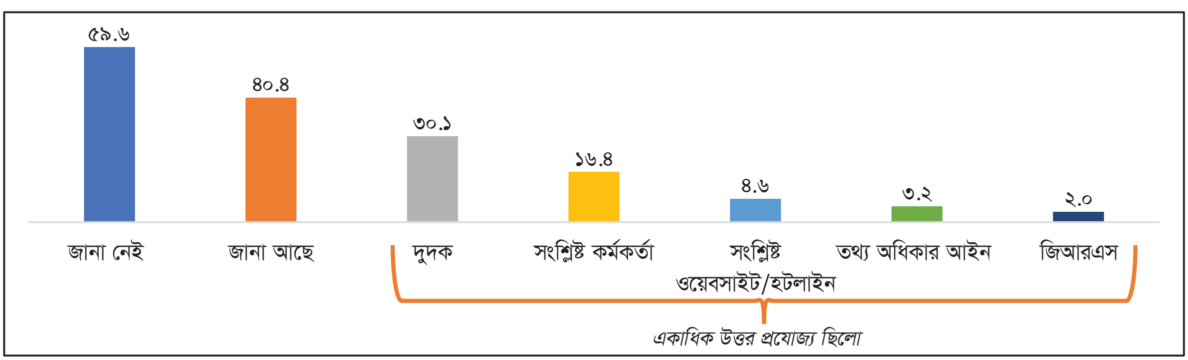

অপরদিকে ৩০ শতাংশ খানার দুদক সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও মাত্র শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়ে দুদকে অভিযোগ করেছে, ৮৭ দশমিক ৮ শতাংশ খানা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ করেছে, জনপ্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করেছে ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম - জিআরএস) মাধ্যমে অভিযোগ জানানো খানার হার শূন্য দশমিক ০০১ শতাংশেরও কম (চিত্র ১৫)।

চিত্র ১৫ : দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যম (%)

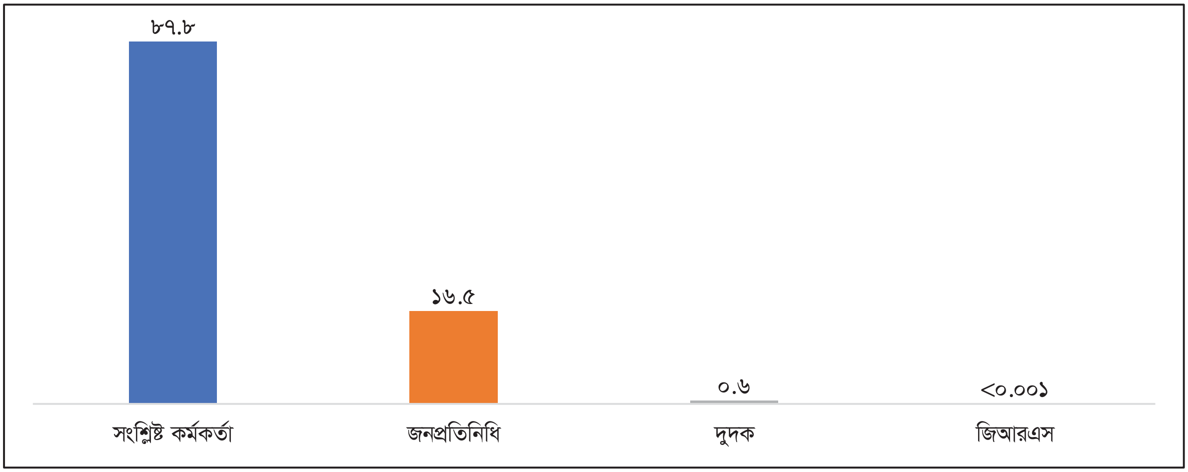

দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ জানানোর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৮ দশমিক ৫ শতাংশ খানা অভিযোগ দায়ের করেছে, যা গ্রামাঞ্চলে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১১ শতাংশ (চিত্র ১৬)।

চিত্র ১৬ : দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ করার হার (%)

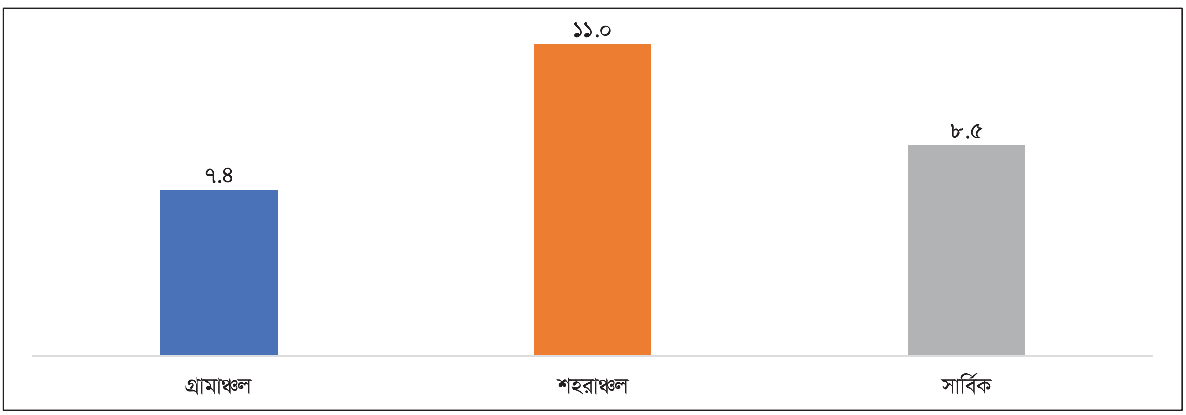

৩.৯ খাতভিত্তিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের

দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়ে যে-সকল খানা অভিযোগ করেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (১৮ দশমিক ৪ শতাংশ) খানা অভিযোগ দায়ের করেছেন বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়ে (চিত্র ১৭)। এ ছাড়া গ্যাস ও বিমা সেবার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ ও ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, স্বাস্থ্য ও পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে যথাক্রমে ১ দশমিক ৮ শতাংশ, ১ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ১ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে কর এবং শুল্ক সেবা গ্রহণে যে-সকল খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনো খানা অভিযোগ দায়ের করেনি।

চিত্র ১৭ : খাতভিত্তিক দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ করার হার (%)

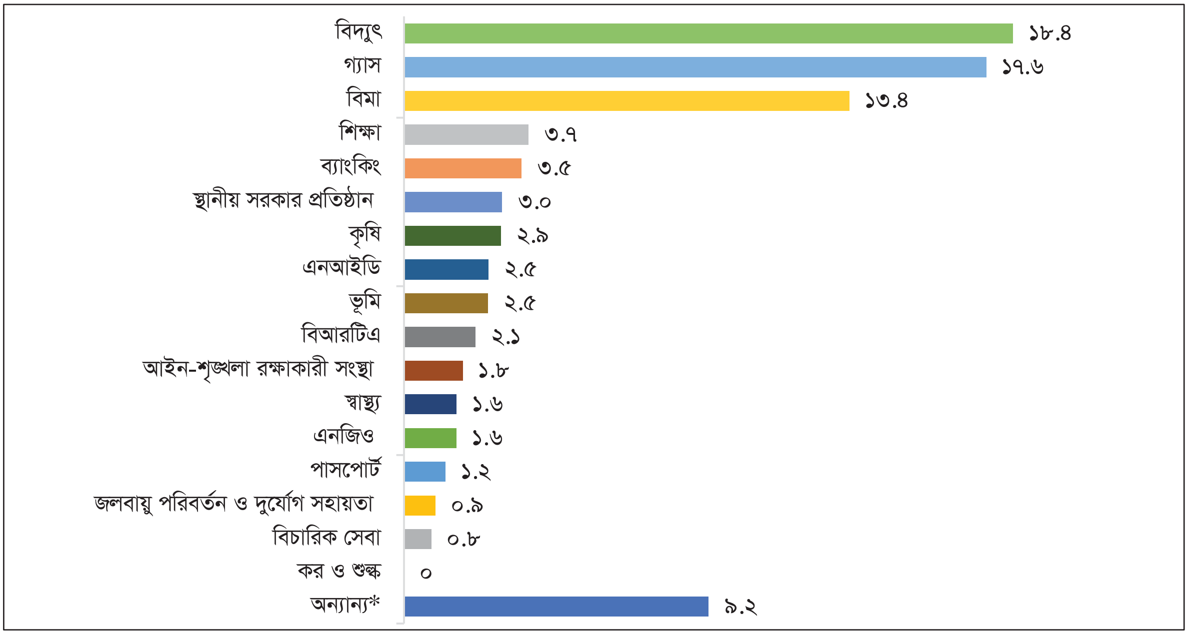

* এমএফএস, ওয়াসা, অনলাইন শপিং ইত্যাদি।

সেবা গ্রহণে যে-সকল খানা দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ করেছে, তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করেছে সবচেয়ে বেশি বিআরটিএ (৯৩.৫ শতাংশ), বিমা (৯০.৬ শতাংশ) এবং স্বাস্থ্য খাত (৮৩.৮ শতাংশ) হতে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো। এ ছাড়া দুর্নীতির শিকার হয়ে জনপ্রতিনিধির কাছে অভিযোগ করেছে সবচেয়ে বেশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৬৫.১ শতাংশ), আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (২৮.১ শতাংশ), এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) (২৪.১ শতাংশ) খাত থেকে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো (পরিশিষ্ট ০৩)।

যে-সব খানা অভিযোগ করেছে, তাদের অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, ১৯ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি এবং ৭ দশমিক ৯ শতাংশ ক্ষেত্রে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে (চিত্র ১৮)। তবে শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ খানা জানিয়েছে যে, অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে।

চিত্র ১৮ : দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ* (%)

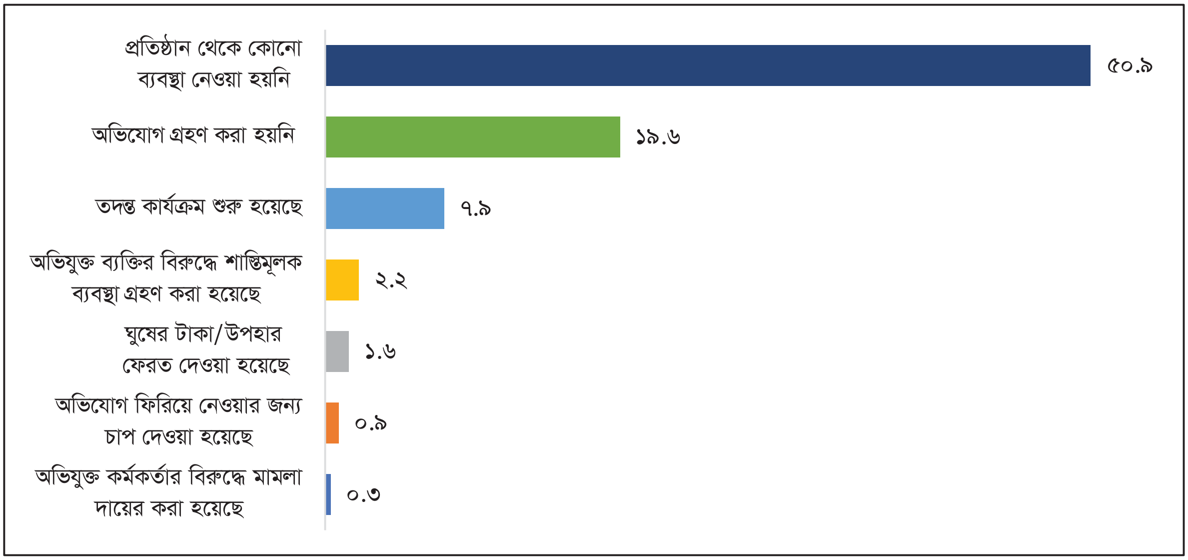

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।

অপরদিকে যে-সব খানা অভিযোগ করেনি, তারা অভিযোগ দায়ের না করার একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন (চিত্র ১৯)। অভিযোগ দায়ের না করার কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সেবা দেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই প্রয়োজন মনে করিনি (৪৫ শতাংশ), ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা উল্লেখ করেছেন কীভাবে ও কোথায় অভিযোগ করতে হয় জানা নেই এবং ঝামেলা, হয়রানি ও নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে অভিযোগ করেনি ২৮ শতাংশ খানা। এ ছাড়া অভিযোগ করলে কোনো কাজ হয় না এবং অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই বলে মন্তব্য করেন যথাক্রমে ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ২১ দশমিক ২ শতাংশ খানা।

দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়েরের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি সবচেয়ে বেশি বিআরটিএ থেকে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ক্ষেত্রে (৬৩.১ শতাংশ), এর পরেই রয়েছে বিদ্যুৎ (৫৩.৩ শতাংশ) ও বিমা খাত (৪৭.৩ শতাংশ) (পরিশিষ্ট ০৪)। অন্যদিকে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি সবচেয়ে বেশি জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) (৪১.৬ শতাংশ) সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে, যার পরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৩১.৪ শতাংশ) এবং বিআরটিএ (২৮.৮ শতাংশ)।

চিত্র ১৯ : দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার অভিযোগ দায়ের না করার কারণ* (%)

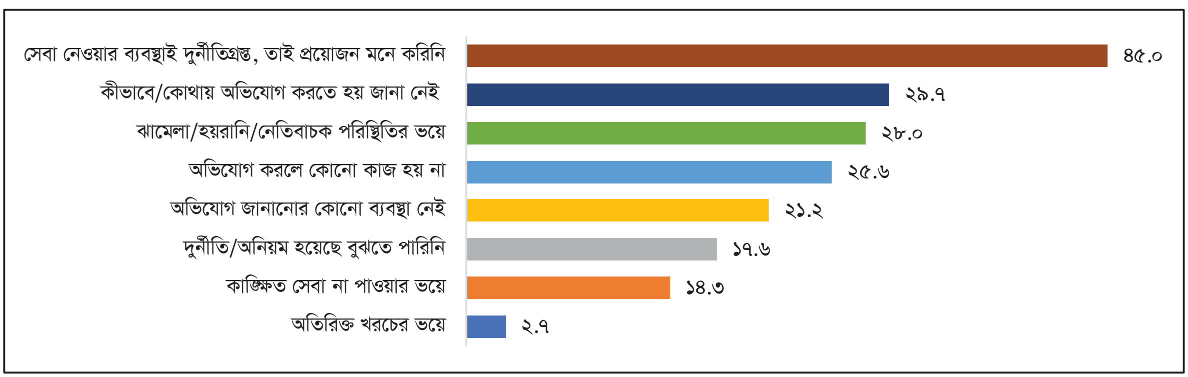

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।

দুর্নীতির শিকার হয়ে অভিযোগ দায়ের না করার কারণ হিসেবে ‘সেবা দেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই অভিযোগ করার প্রয়োজন মনে করিনি’ বলে উল্লেখ করেছেন সবচেয়ে বেশি ৫০ দশমিক ৪ শতাংশ খানা এনজিও থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে। এ হার বিআরটিএ থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ৪৫ দশমিক ১ শতাংশ এবং পাসপোর্ট থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে ৪৪ দশমিক ৮ শতাংশ। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানা ঝামেলা, হয়রানি বা নেতিবাচক পরিস্থিতির ভয়ে এবং কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার ভয়ে ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ খানা অভিযোগ জানায়নি।

৩.১০ দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয়

দুর্নীতি প্রতিরোধের করণীয় হিসেবে জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৫৪ দশমিক ৫ শতাংশ মতামত দিয়েছে যে, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। মনিটরিং জোরদার করার কথা বলেছে ২২ দশমিক ১ শতাংশ এবং ২১ শতাংশ খানা মতামত প্রকাশ করে যে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুললে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। এ ছাড়া অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং কার্যকর করলে, সরকারি জনবলের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করলে এবং নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে বলে মতামত প্রকাশ করেন যথাক্রমে ১৪ শতাংশ, ৬ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ৩ দশমিক ৫ শতাংশ তথ্যদাতা।

সারণি ১০ : দুর্নীতি প্রতিরোধে খানার মতামত*

মতামত	খানার হার (%)
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	৫৪.৫
মনিটরিং জোরদার করা	২২.১
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন	২১.০
অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং কার্যকর করা	১৪.০
সরকারি জনবলের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করা	৬.৮
নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন	৩.৫
নিরুত্তর	৫.৩

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।

৪. খাতওয়ারি দুর্নীতির চিত্র

৪.১ পাসপোর্ট

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, হজ পালন, চিকিৎসা ও ভ্রমণসহ বিভিন্ন কারণে মানুষের বহির্গমনের হার বৃদ্ধির ফলে দেশে পাসপোর্টের চাহিদা ক্রমশ বেড়েছে। সরকার পাসপোর্ট সেবা সহজতর করতে ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে ইতোমধ্যে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও পরবর্তীতে ই-পাসপোর্টের প্রচলন করেছে। ই-পাসপোর্টের ব্যবহার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনবল বৃদ্ধি, অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু, সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকে ফি জমাদান, সেবার মানোন্নয়নে পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ পালন এবং জেলা পর্যায়ের কার্যালগুলোতে পাসপোর্ট সেবা সম্প্রসারণ করেছে। ফলে পাসপোর্ট তৈরির সামগ্রিক প্রক্রিয়া সহজতর হওয়া এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফি’র বিনিময়ে সহজ উপায়ে পাসপোর্ট পাওয়ার প্রত্যাশাও বেড়েছে। কিন্তু এসব ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও পাসপোর্ট তৈরির বিভিন্ন ধাপে নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ৯ দশমিক ৩ শতাংশ পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৯ দশমিক ৯ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৭ দশমিক ১ শতাংশ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং ১২ দশমিক ৯ শতাংশ খানা বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস হতে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ নতুন ই-পাসপোর্ট, ১৬ দশমিক ১ শতাংশ নতুন (এমআরপি) পাসপোর্ট এবং ৯ দশমিক ২ শতাংশ খানা রি-ইস্যু সেবা নিয়েছে। আবেদনের ধরনের ক্ষেত্রে ৯৩ দশমিক ৭ শতাংশ খানা সাধারণ (১৫ কর্মদিবস), ৫ দশমিক ৯ শতাংশ খানা জরুরি আবেদন

(৭ কর্মদিবস), শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ খানা অতীব জরুরি (২ কর্মদিবস, ই-পাসপোর্ট) পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছে। উল্লেখ্য, জরিপে স্পেশাল ব্রাঞ্চ কর্তৃক ভেরিফিকেশন সেবা ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি-সম্পর্কিত তথ্য পাসপোর্ট সেবাখাতে বিশ্লেষণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : জরিপে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৬ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮৮ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৮১ শতাংশ। পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৪ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষের শিকার হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৮০ দশমিক ৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬৪ দশমিক ৩ শতাংশ। এছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো সময়ক্ষেপণ (৪৬.৫ শতাংশ), দালালের সহযোগিতা নিতে বাধ্য হওয়া (৩৯.৪ শতাংশ), হয়রানি (১৮.১ শতাংশ) এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলা (৯.৮ শতাংশ) শিকার হয়েছে (চিত্র ২০)। সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৮৭৯ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের খানাগুলোকে গড়ে ৪ হাজার ৯৮৪ টাকা ও শহরাঞ্চলের খানাগুলোকে গড়ে ৪ হাজার ৬৩১ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

চিত্র ২০ : পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

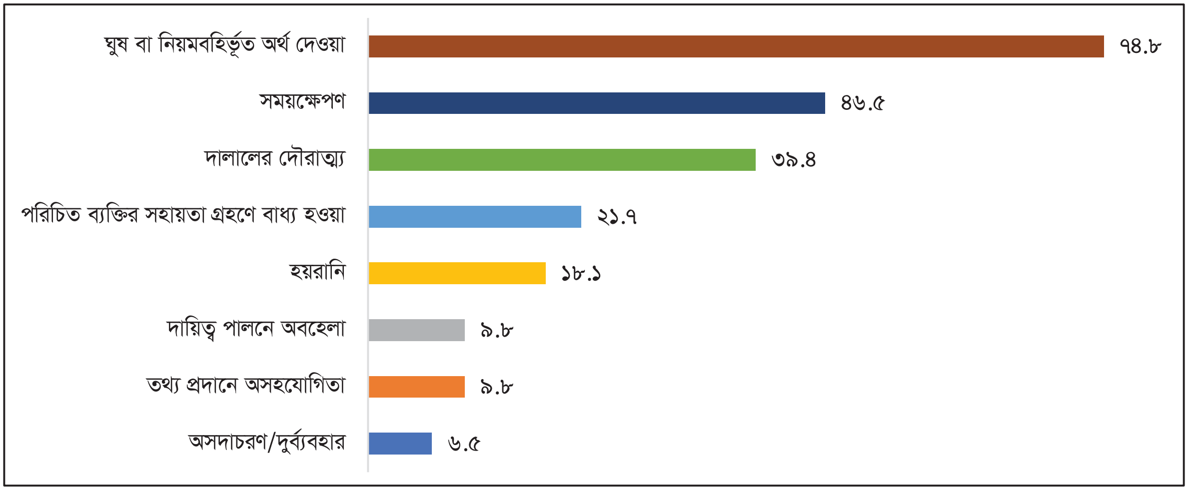

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অফিসভেদে দুর্নীতি : বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানা তুলনামূলক কম দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৬ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে এ হার বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৩ শতাংশ। ঘুষের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৬ দশমিক ৬ শতাংশ খানা গড়ে ৪ হাজার ৯১৬ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসের ক্ষেত্রে ঘুষের শিকার হওয়ার হার ৬২ দশমিক ৪ শতাংশ এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ৪ হাজার ৫৪১ টাকা।

পাসপোর্ট ও আবেদনের ধরনভেদে দুর্নীতি : নতুন পাসপোর্ট (এমআরপি) আবেদনকারীদের ৮৪ দশমিক ৩ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, নতুন ই-পাসপোর্ট আবেদনকারীদের ৮৭ দশমিক ৯ শতাংশ, এ হার রি-ইস্যু সেবা গ্রহণকারী খানার ৭১ দশমিক ৬ শতাংশ (চিত্র ২১)। নতুন পাসপোর্ট (এমআরপি) সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৮১৩ টাকা, নতুন ই-পাসপোর্ট সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৯২০ টাকা এবং রি-ইস্যু সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৪ হাজার ১৬ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। পাসপোর্টের জন্য সাধারণ (১৫ কর্মদিবস) আবেদনকারী খানার ৬৭ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা জরুরি (৭ কর্মদিবস) আবেদনকারী খানার ৭৭ দশমিক ৬ শতাংশ। অপরদিকে সাধারণ (১৫ কর্মদিবস) আবেদনের ক্ষেত্রে খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৮৪১ টাকা, জরুরি (৭ কর্মদিবস) আবেদনের ক্ষেত্রে খানাকে গড়ে ৪ হাজার ৯৪৬ টাকা।

চিত্র ২১ : পাসপোর্টের ধরন ও আবেদনের ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

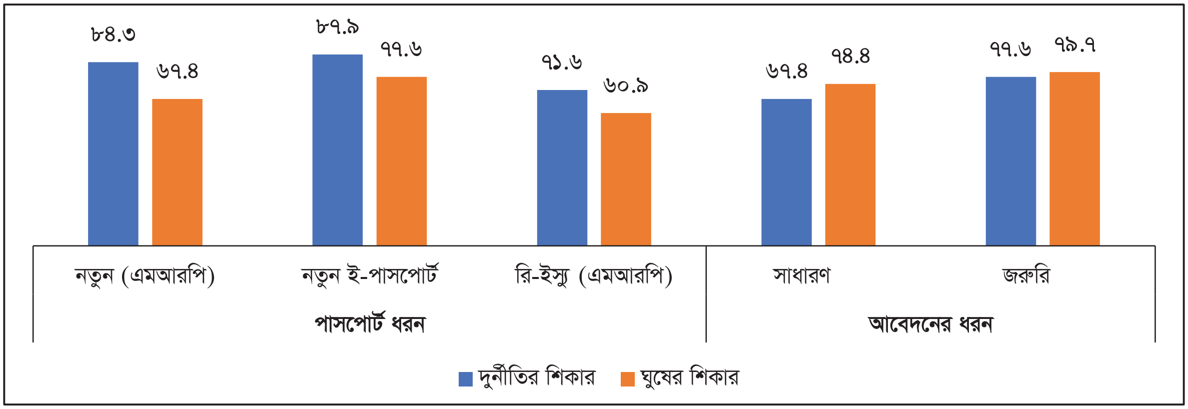

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.২ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

বাংলাদেশে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ মোটরযান সংশ্লিষ্ট সকল সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। এই প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত সেবাগুলের মধ্যে রয়েছে, মোটরযান নিবন্ধনসহ মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স, ট্যাক্স টোকেন, ফিটনেস সনদ, রাইডশেয়ারিং তালিকাভুক্তকরণ, রুট পারমিট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, মোরটযানের মালিকানা বদল, ড্রাইভিং স্কুল নিবন্ধন ইত্যাদি। পাশাপাশি, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পত্রিকা ও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচার করার মাধ্যমে গণসচেতনাতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের করসহ বিভিন্ন ফি আদায় বাবদ বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে (২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪ হাজার ৪২৫ দশমিক ৭৫ কোটি টাকা) রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে থাকে।[১১] সেবা কার্যক্রমকে ঘিরে বিআরটিএ'র কর্মী, মোটরযান শ্রমিক ও মালিক সংগঠন (ট্রেড ইউনিয়ন), স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশের মধ্যে সৃষ্ট সিন্ডিকেট, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ইত্যাদির কারণে দুর্নীতি ও গ্রাহক সেবা বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[১২]

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৩ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৫ দশমিক ১ শতাংশ। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে মোটরযান চালক হিসেবে ৭৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং মোটরযান মালিক হিসেবে সেবা গ্রহণ করেছে ২৫ দশমিক ৭ শতাংশ খানা। জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর গৃহীত সেবার মধ্যে নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (৪৪.৪ শতাংশ), ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (৩০.২ শতাংশ), শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (১৫.৫ শতাংশ), মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন/নিবন্ধন (১৩.৩ শতাংশ), ডোপটেস্ট সংক্রান্ত (৬.২ শতাংশ), ট্যাক্স টোকেন সংগ্রহ/নবায়ন (৫.৬ শতাংশ), রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়ন (২.০ শতাংশ), ফিটনেস সনদ (১.৯ শতাংশ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিআরটিএ হতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৮৫ দশমিক ২ শতাংশ কোনো না কোনো সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে; গ্রামাঞ্চল (৮৪ শতাংশ) অপেক্ষা শহরাঞ্চলের (৮৬.৬ শতাংশ) সেবাগ্রহীতা খানাগুলো বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অপরদিকে মোটরযান মালিক (৮৩.৩ শতাংশ) অপেক্ষা মোটরযান চালক সংশ্লিষ্ট সেবায় (৮৯.১ শতাংশ)

[১১] বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩, বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://brta.gov.bd/sites/default/files/files/brta.portal.gov.bd/annual_reports/9c5532fd_05da_4e14_9feb_d606ce97bbbf/2023-11-01-08-44-d71a318c9e1f579dbb115d83edbeb110.pdf, (পৃষ্ঠা নং ১৪ দ্রষ্টব্য) ২০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে সংগৃহীত।

[১২] মো. রেজাউল করিম, "রোড সেফটি এন্ড ট্রাফিক কনজেসশন", দ্য ডেইলি স্টার, ঢাকা, বিস্তারিত দেখুন: http://www.thedailystar.net/news-detail-110877, ২২ অক্টোবর ২০০৯; দ্য ফাইনানশিয়াল এক্সপ্রেস, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮, https://thefinancialexpress.com.bd/views/columns/brta-makes-it-to-the-top-of-bribery-chart-1536681163

দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার বেশি। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে ৭১ দশমিক ৯ শতাংশ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ দিয়েছে বা তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করা হয়েছে।

বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, তার মধ্যে দালালের দৌরাত্ম্য (৩৬.৬ শতাংশ), সময়ক্ষেপণ (৩৫.২ শতাংশ), হয়রানি (২০.১ শতাংশ), তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা (১২.৫ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ২২)। বিআরটিএ হতে সেবা নিতে গিয়ে যে-সকল খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, তারা গড়ে ৬ হাজার ৬৫৪ টাকা দিয়েছে।

চিত্র ২২ : বিআরটিএ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

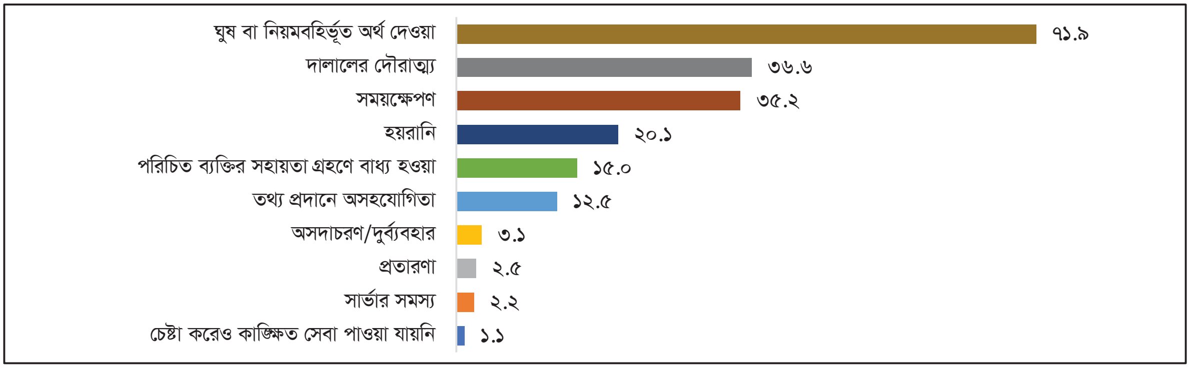

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিল।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিআরটিএ থেকে সেবাগ্রহণে নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৮৮ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই সেবাটি নিতে ঘুষের শিকার হয়েছে ৭৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানা, যারা গড়ে ৬ হাজার ১৭২ টাকা ঘুষ বা নিয়মবর্হির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ১১)।

সারণি ১১ : বিআরটিএ হতে গৃহীত সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকারের হার* ও গড় ঘুষের পরিমাণ

সেবার ধরন	সেবার সেবা গ্রহণের হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু	৪৪.৪	৮৮.০	৭৯.৪	৬,১৭২
মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন	১৩.৩	৮৭.৫	৬৮.২	৭,০৯৯
ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন	৩০.২	৮৬.৯	৭৫.৪	৫,৯০৬
শিক্ষানবীশ ড্রাইভিং লাইসেন্স	১৫.৫	৬৪.০	৩৩.৯	৩,৯৫০

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.৩ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতি সাধনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের (থানা পুলিশ, র‍্যাব, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সিআইডি, আনসার ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর দায়িত্ব রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা। এ লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, সমাজের বিভিন্ন অংশীজনকে নিরাপত্তা সেবা দেয়, অপরাধ ও অপরাধী চিহ্নিত করে এবং অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসে। এ ছাড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ও এ সংক্রান্ত আইন-কানুন প্রয়োগ করে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতারা বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ১৩ দশমিক ১ শতাংশ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলের ১২ শতাংশ খানা এবং শহরাঞ্চলের ১৫ দশমিক ৪ শতাংশ খানা এ সেবা গ্রহণ

করেছেন। এ খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে থানা পুলিশের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৭৫.২ শতাংশ) খানা সেবা নিয়েছে; এরপরেই রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ (১৪.৫ শতাংশ), ট্রাফিক পুলিশ (১০.৬ শতাংশ) ও হাইওয়ে পুলিশ (১.৬ শতাংশ)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ হার ৭৫ দশমিক ১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭৩ দশমিক ৪ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৫৮ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (চিত্র ২৩)। এ ছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলো হয়রানি (২২.৩ শতাংশ), অবহেলা (২১.১ শতাংশ), স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব (৯.৫ শতাংশ), সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৮.৪ শতাংশ), তথ্য প্রদানে অসহযোগিতাসহ (৪.৯ শতাংশ) অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে-সব খানা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, তাদেরকে গড়ে ৫ হাজার ২২১ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ২৩ : আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)**

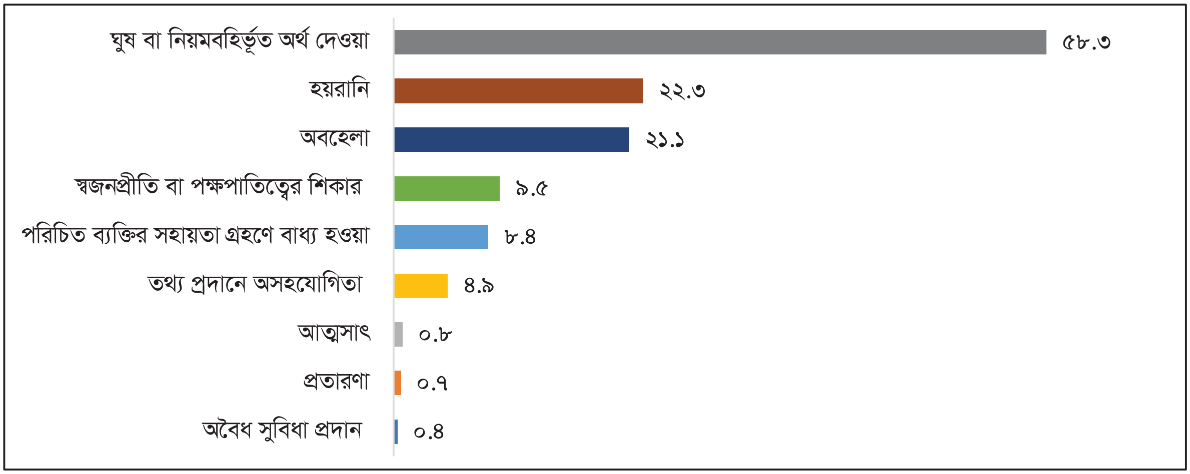

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সংস্থাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : সংস্থাভেদে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা এসবি (৯০.৫ শতাংশ) দ্বারা। ট্রাফিক পুলিশ থেকে সেবা নিতে গিয়ে ৮০ দশমিক ১ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ ছাড়া থানা পুলিশ হতে সেবা নিতে গিয়ে ৭০ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ১২)।[১৩]

সারণি ১২ : আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সংস্থার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
স্পেশাল ব্রাঞ্চ	১৪.৫	৯০.৫	৮০.০	১,২৩১
ট্রাফিক পুলিশ	১০.৬	৮০.১	৫৭.৯	৫,১২৯
হাইওয়ে পুলিশ	১.৬	৭৪.৮	৭৪.৮	৪,০৬৫
থানা পুলিশ	৭৫.২	৭০.২	৭০.২	৫,৮৮২

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।

** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[১৩] র‌্যাব ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সেবা গ্রহণকারী খানার সংখ্যা কম হওয়ায় আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা স্পেশাল ব্রাঞ্চের বা এসবি থেকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে (৮০ শতাংশ)। সবচেয়ে কম ঘুষের শিকার হয়েছে ট্রাফিক পুলিশ থেকে সেবা গ্রহণকারী খানা (৫৭.৯ শতাংশ)। সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে থানা পুলিশকে যা গড়ে ৫ হাজার ৮৮২ টাকা এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে যা গড়ে ১ হাজার ২৩১ টাকা। ঘুষ বা নিয়মবহিভূত অর্থ দেওয়ার পরিমাণের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ট্রাফিক পুলিশ, যার পরিমাণ গড়ে ৫ হাজার ১২৯ টাকা (সারণি ১২)।

সেবাভেদে ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ : আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে নেওয়া সেবাগুলোর মধ্যে পুলিশ ভেরিফিকেশনের (পাসপোর্ট) জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৮৪.৫ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ১৩)। এরপরে রয়েছে ট্রাফিকসংক্রান্ত সেবা (৮১.৭ শতাংশ), গ্রেফতার-সংক্রান্ত সেবা (৭৪.৭ শতাংশ)। অন্যদিকে, পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট) সেবা নেওয়া খানাগুলো সবচেয়ে বেশি হারে ঘুষের শিকার হয়েছে (৭৫.১ শতাংশ) এবং সবচেয়ে কম ঘুষের শিকার হয়েছে জিডি করার ক্ষেত্রে (৩৮.৭ শতাংশ)। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ঘুষ দিতে হয়েছে গ্রেফতার-সংক্রান্ত সেবার জন্য (গড়ে ১৬ হাজার ৬৫ টাকা) এবং সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে জিডি করার জন্য (গড়ে ১ হাজার ৯ টাকা)।

সারণি ১৩ : আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
পুলিশ ভেরিফিকেশন (পাসপোর্ট)	৩৩.৫	৮৪.৫	৭৫.১	১,২৭৯
ট্রাফিক-সংক্রান্ত	১২.১	৮১.৭	৬০.১	৫,১২৯
গ্রেপ্তার	৫.২	৭৪.৭	৫৭.২	১৬,০৬৫
পুলিশ ক্লিয়ারেন্স	৭.১	৭৪.৪	৬৯.১	২,১১৫
এফআইআর/কেস ফাইল	৬.৫	৭০.০	৪৪.১	৮,৮৭৮
তদন্ত	১০.৫	৬৮.৯	৫২.১	৭,৮৯২
জিডি করা	২৪.৬	৬৩.২	৩৮.৭	১,০০৯

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.৪ বিচারিক সেবা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালত (সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহ ইত্যাদি) বিদ্যমান। বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ বা অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য দেশের জনগণকে এই আদালতগুলোতে এবং মামলা পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট তথা আইনি সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিদের কাছে যেতে হয়। তবে মামলা পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিচারপ্রার্থীদের নানা ধরনের হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হয়, যা বিচারিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার ৬ দশমিক ৫ শতাংশ বিভিন্ন মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারিক সেবা নিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ৬ দশমিক ৫ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের খানার ৬ দশমিক ৬ শতাংশ। জরিপে দেখা গেছে, বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মামলাগুলো দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সর্বোচ্চ সংখ্যক খানা (৬৫.৭ শতাংশ) দেশের বিভিন্ন জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ, বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ৯ দশমিক ৩ শতাংশ, এবং উচ্চ আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ১ দশমিক ৭ শতাংশ।

মামলার বিষয়বস্তু : জরিপকৃত খানাসমূহের বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে জমি বা সম্পত্তি-বিষয়ক মামলার হার সবচেয়ে বেশি (৫৮ শতাংশ) (সারণি ১৪)। এ ছাড়া বেআইনি সমাবেশ, দাঙ্গা ও মারামারি (১২ শতাংশ), নারী ও শিশু নির্যাতন (৬.৪ শতাংশ), পারিবারিক সহিংসতা (৪ শতাংশ), হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড (৫.১ শতাংশ), প্রতারণা-সংক্রান্ত, অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ (৫.৮ শতাংশ), মাদক-সংক্রান্ত (৩.৪ শতাংশ) মামলা দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন।

সারণি ১৪ : বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার ধরনভেদে* সেবা গ্রহণকারী খানার হার**

মামলার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)
জমি ও সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধ	৫৮.০
ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, চুরি	১৪.৬
বেআইনি সমাবেশ, দাঙ্গা ও মারামারি	১২.০
নারী ও শিশু নির্যাতন	৬.৪
প্রতারণা ও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ	৫.৮
হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড	৫.১
পারিবারিক সহিংসতা	৪.০
মাদক-সংক্রান্ত	৩.৪

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিচারিক সেবা গ্রহণ করা খানার ৬২ দশমিক ৩ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ৩৪ দশমিক ১ শতাংশ গড়ে ৩০ হাজার ৯৭২ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। খানাগুলোকে মামলা পরিচালনার জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ ছাড়াও আরও নানা ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানার ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ অবহেলাকে অন্যতম অনিয়ম হিসেবে উল্লেখ করেছে (চিত্র ২৪)। এ ছাড়া বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩১ শতাংশ হয়রানি এবং ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ খানা প্রতারণা এবং ১০ শতাংশ খানা স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছে।

চিত্র ২৪ : বিচারিক সেবা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

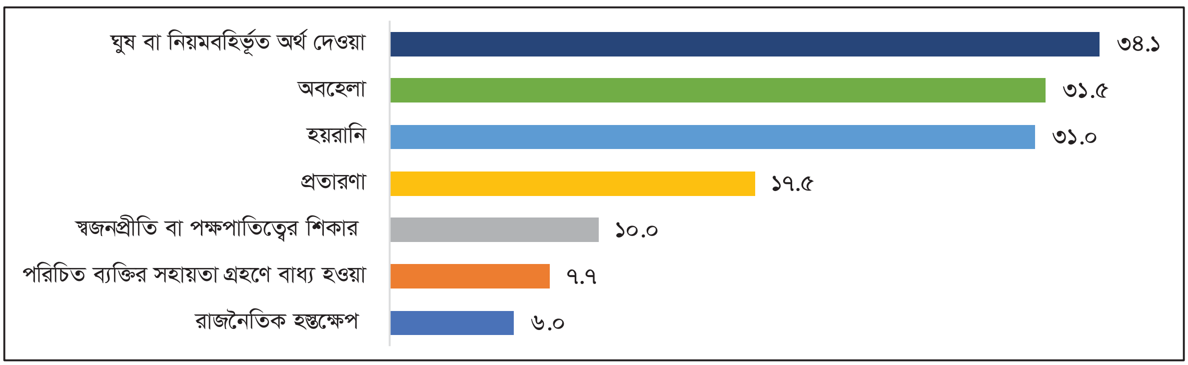

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আদালত ভেদে দুর্নীতি : আদালতভেদে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হয়েছে বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য ৬৮ শতাংশ খানা। এর পরেই রয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য ৬৪ দশমিক ১ শতাংশ খানা এবং জজ কোর্ট ও দেওয়ানি আদালতসমূহ বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য ৬০ দশমিক ২ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ১৫)।

সারণি ১৫ : আদালতভেদে বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার খানার হার* ও গড় ঘুষের পরিমাণ

আদালত	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার খানার হার (%)	ঘুষের পরিমাণ (গড় টাকা)
বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল	৯.৩	৬৮	৪২.১	৩৯,৮২৬
ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ফৌজদারি আদালত	২৪.৬	৬৪.১	৩৮	৩৬,১৬১
জজ কোর্ট ও দেওয়ানি আদালত	৬৫.৭	৬০.২	৩০.৭	২৩,৩০৮

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অপরদিকে, খানাগুলো গড়ে সর্বোচ্চ ৩৯ হাজার ৮২৬ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনাল থেকে সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচারিক সেবাগ্রহণকারী খানার ৩৮ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, যার গড় পরিমাণ ৩৬ হাজার ১৬১ টাকা। সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালতে বিচারাধীন মামলায় বিচারিক সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে– ৩০ দশমিক ৭ শতাংশ খানার দেওয়া গড় ঘুষের পরিমাণ ২৩ হাজার ৩০৮ টাকা।

৪.৫ ভূমি সেবা

মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণ, সামাজিক রীতিনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ভূমি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে ভূমি হস্তান্তর-প্রক্রিয়া সম্পাদন, রেজিস্ট্রেশন, ভূমি জরিপ, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে ভূমি প্রশাসনের সেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যালয় যেমন ইউনিয়ন ভূমি অফিস/তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখা, এসএ শাখা, ভিপি শাখা এবং জেলা রেকর্ডরুম ভূমিসংক্রান্ত নানা ধরনের সেবা দেয়। সম্প্রতি ভূমিসংক্রান্ত বেশ কিছু সেবার ডিজিটালাইজেশন হলেও বাংলাদেশের খানাগুলো ভূমি প্রশাসনে সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। খানার অবস্থানভেদে গ্রামাঞ্চলে ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ খানা এবং শহরাঞ্চলে ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে সবচেয়ে বেশি (৬২.৯ শতাংশ) খানা ভূমি সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানার ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনাসংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : জরিপে ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে সার্বিকভাবে ৫১ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (৫১ দশমিক ৫ শতাংশ গ্রামাঞ্চল ও ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ শহরাঞ্চলের খানা)। বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩২ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৩১ শতাংশ। এ ছাড়া সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ৪৮ দশমিক ৪ শতাংশ খানা সময়ক্ষেপণ, ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে, ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা সেবা প্রদানকারী কর্তৃক হয়রানি, ৯ দশমিক ৭ শতাংশ খানা দালাল বা উমেদারের মাধ্যমে সেবা নিতে বাধ্য হয়েছে। (চিত্র ২৫)।

ভূমি সেবা নিতে গিয়ে যে-সব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের গড়ে ১১ হাজার ৭৭৬ টাকা দিতে হয়েছে। এই ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের গড় গ্রামাঞ্চলে ৯ হাজার ৫৮০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১৪ হাজার ৯৭৯ টাকা।

চিত্র ২৫ : ভূমি সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

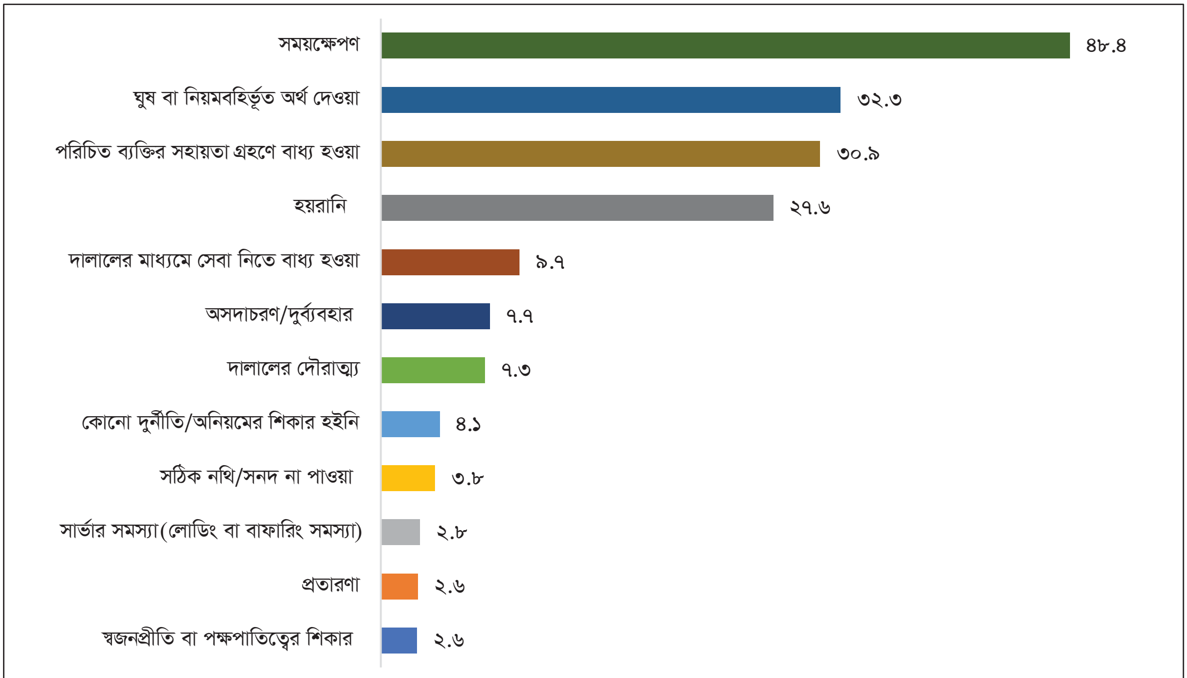

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা উপজেলা ভূমি অফিসে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (৮২.৯ শতাংশ)। এ ছাড়া উপজেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৬৬ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ৪২ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ১৬)।

ভূমি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণের সময় সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোকে ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে সেবা নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি যে প্রতিষ্ঠানে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে, সেটি হচ্ছে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ, উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে ৪১ দশমিক ২ শতাংশ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে ২২ দশমিক ২ শতাংশ খানাকে সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ দিতে হয়েছে। খানাগুলোকে উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস থেকে সেবা গ্রহণের সময় গড়ে ১৩ হাজার ৭৪৬ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে সেবা গ্রহণে গড়ে ৬ হাজার ৬৫৯ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে (সারণি ১৬)।

সারণি ১৬ : বিভিন্ন ভূমি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হার ও ঘুষের পরিমাণ**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
উপজেলা ভূমি অফিস	১৩.১	৮২.৯	৬২.৭	৬,৬৫৯
উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস	১৬.২	৬৬.৬	৪১.২	১৩,৭৪৬
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৬২.৯	৪২.০	২২.২	৮,২৩২
হেডম্যান	৩.৭	১.১	১.১	***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে নামজারিতে (মিউটেশন) সর্বাধিক (৮৯.৭ শতাংশ) খানা অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ ছাড়া ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে ৭০ দশমিক ৩ শতাংশ, দলিল রেজিস্ট্রেশনে (সাব কবলা, আম মোক্তারনামা, হেবা, উইল বা দানপত্র) ৬৩ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ১৭)।

সারণি ১৭ : ভূমিসংক্রান্ত সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হার ও ঘুষের পরিমাণ**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
নামজারি (মিউটেশন)	১৭.২	৮৯.৭	৭৭.৪	১২,৭১৯
ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি	৯.৫	৭০.৩	৪৬.৯	১,৬৯৯
দলিল রেজিস্ট্রেশন (সাব কবলা, আম মোক্তারনামা, হেবা, উইল বা দানপত্র)	১৩.৩	৬৩.৬	৩৩.৬	১৯,০৩৭
ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা বা দাখিলা	৫৫.৮	৩২.১	১২.৩	৩,৫৭৪

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে নামজারি ও ভূমি অধিগ্রহণ সেবা গ্রহণে ৭৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এ ছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানে ১২ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ঘুষ দিয়েছে। সেবা গ্রহণের সময় খানাগুলোকে সবচেয়ে বেশি ঘুষ দিতে হয়েছে দলিল রেজিস্ট্রেশন-সংক্রান্ত সেবায় যার পরিমাণ গড়ে ১৯ হাজার ৩৭ টাকা। নামজারি (মিউটেশন) এর কাজে গড়ে ১২ হাজার ৭১৯ টাকা, ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা বা দাখিলা সেবায় ৩ হাজার ৫৭৪ টাকা। এ ছাড়া সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশি সেবায় গড়ে ১ হাজার ৬৯৯ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে ।

৪.৬ স্বাস্থ্যসেবা

জনগণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সাধনের জন্য সরকার বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আছে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ইউএসসি), ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (ইউএইচএফডব্লিউসি) এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। মাধ্যমিক পর্যায়ে রয়েছে জেলা সদর হাসপাতাল এবং তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য বিশেষায়িত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের একাংশের দুর্নীতি, অনিয়ম ও দায়িত্বে অবহেলার জন্য জনগণ অনেকাংশে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়নও ব্যাহত হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার ৮১ দশমিক ৬ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে, যার ৬১ দশমিক ৪ শতাংশ সরকারি, ৬৫ দশমিক ১ শতাংশ বেসরকারি, ১ দশমিক ২ শতাংশ এনজিও প্রতিষ্ঠান ও শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ খানা দেশের বাইরে থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে। সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহীতাদের মধ্যে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার হার যথাক্রমে ৮১ দশমিক ৪ শতাংশ এবং ৮২ শতাংশ। উল্লেখ্য, এ জরিপে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের দেওয়া স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চিত্র ২৬ : স্বাস্থ্যসেবার ধরনভেদে* সেবাগ্রহীতার হার (%)**

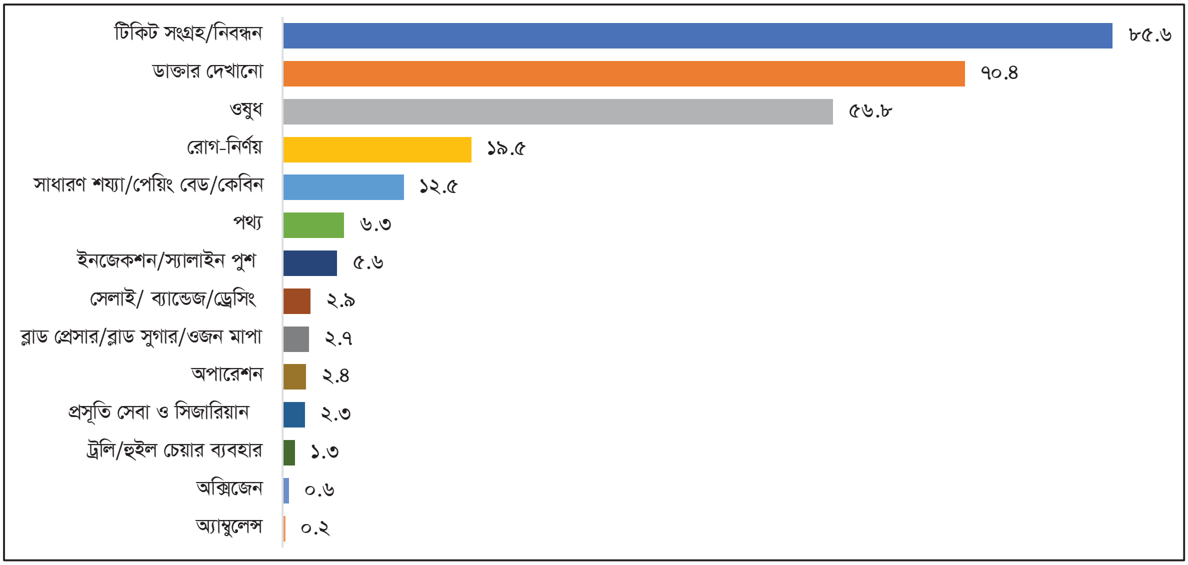

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে ডাক্তার দেখানো ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করেছে ৭০ দশমিক ৪ শতাংশ খানা এবং টিকিট সংগ্রহ বা নিবন্ধন করেছে ৮৫ দশমিক ৬ শতাংশ খানা (চিত্র ২৬) । ওষুধ সেবা ও রোগ নির্ণয় সেবা গ্রহণ করেছে যথাক্রমে ৫৬ দশমিক ৮ শতাংশ ও ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ। এ ছাড়া প্রসূতি সেবা ও সিজারিয়ান করিয়েছে ২ দশমিক ৩ শতাংশ।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে ৪৯ দশমিক ১ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির ধরন অনুযায়ী (চিত্র ২৭) সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও ওষুধ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ, ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে ১৯ দশমিক ১ শতাংশ, চিকিৎসায় অবহেলা ও হয়রানির শিকার হয়েছে ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ এবং অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছে ১১ দশমিক ৯ শতাংশ খানা।

চিত্র ২৭ : স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিভিন্ন ধরনের* অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

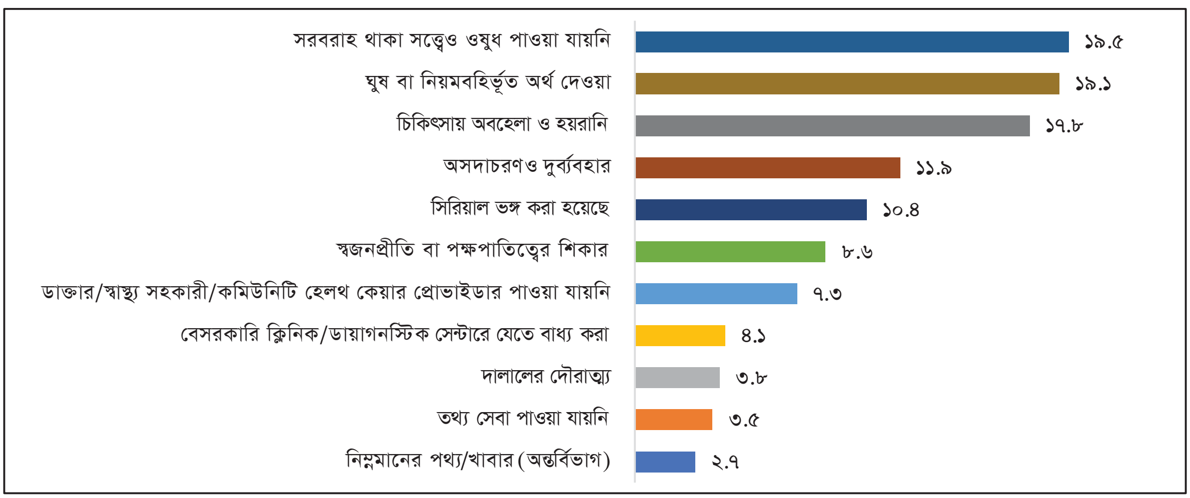

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যে-সব খানা স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, তাদের গড়ে ৬০০ টাকা দিতে হয়েছে। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৫৮১ টাকা এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৬৫৮ টাকা।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৫৬.১ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেবা নিতে গিয়ে, যদিও সেবা গ্রহণের হার সবচেয়ে বেশি ছিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (৩৪.৯ শতাংশ) (সারণি ১৮)। ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার সর্বাধিক ছিলো কমিউনিটি ক্লিনিকে (২৩.৮ শতাংশ)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, খানাপ্রতি গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি ছিলো বিশেষায়িত হাসপাতাল বা ক্লিনিকে (খানাপ্রতি গড়ে ৪ হাজার ১৭৮ টাকা) এবং সর্বনিম্ন কমিউনিটি ক্লিনিকে (খানাপ্রতি গড়ে ৩৭ টাকা)।

সারণি ১৮ : স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে প্রতিষ্ঠানের ধরন* অনুযায়ী দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ও পরিমাণ**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশ্ববিদ্যালয়	১৬.৬	৫৬.১	১৭.১	১,১২৩
জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল	২৪.১	৫১.৬	১৫.১	৪৭২
কমিউনিটি ক্লিনিক	২৬.৯	৪৬.৭	২৩.৮	৩৭
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৩৪.৯	৪৩.৬	১৭.১	১৬২
বিশেষায়িত হাসপাতাল/ক্লিনিক (জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়)	৮.৮	৪১.৫	১৪.৬	৪,১৭৮
ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪.৯	৩১.২	৬.১	১৯৩
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	৩.১	২৯.০	৯.৫	৫৫০

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির শিকার হওয়া এবং ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে ট্রলি ও হুইল চেয়ার ব্যবহারে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার সর্বাধিক (৭৩.২ শতাংশ)। এ ছাড়া সেলাই, ব্যান্ডেজ ও ড্রেসিং সেবায় ৪৮ দশমিক ২ শতাংশ এবং প্রসূতি বা সিজারিয়ান সেবায় ৪৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ১৯)। অপারেশন সেবার ক্ষেত্রে ৪৩ শতাংশ, রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ, পথ্য সেবায় ৩৫ দশমিক ১ শতাংশ, ওষুধ সেবায় প্রায় ৩৪ শতাংশ, শয্যায় ৩২ দশমিক ১ শতাংশ, অক্সিজেন সেবায় ৩০ দশমিক ৯ শতাংশ, টিকিট সংগ্রহ ২৯ দশমিক ১ শতাংশ, ডাক্তার দেখানোতে ২৬ দশমিক ১ শতাংশ খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তুলনামূলক সবচেয়ে কম দুর্নীতির শিকার হয়েছে ব্লাড প্রেসার বা ব্লাড সুগার সেবা গ্রহণ করতে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ।

সারণি ১৯ : স্বাস্থ্যসেবার ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ও পরিমাণ

সেবার ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ দেওয়া খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ট্রলি ও হুইল চেয়ার ব্যবহার	১.৩	৭৩.২	৭০.৪	৫৫৫
সেলাই, ব্যান্ডেজ ও ড্রেসিং	২.৯	৪৮.২	৩৪.৭	৭৩৩
প্রসূতি সেবা ও সিজারিয়ান	২.৩	৪৬.৫	৩১.৭	১,৪২৪
অপারেশন	২.৪	৪৩.০	২৬.৮	*
রোগ-নির্ণয়	১৯.৫	৩৭.৩	৭.৫	৬৭০
পথ্য	৬.৩	৩৫.১	১.১	*
ওষুধ	৫৬.৮	৩৩.৯	৩.৬	৭১
সাধারণ শয্যা, পেয়িং বেড ও কেবিন	১২.৫	৩২.১	১৩.৯	১,৮৪২
অক্সিজেন	০.৬	৩০.৯	২২.৩	*

পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন....

.... পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

সেবার ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ দেওয়া খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
টিকিট সংগ্রহ ও নিবন্ধন	৮৫.৬	২৯.১	১৩.৫	৩৪
ডাক্তার দেখানো	৭০.৪	২৬.১	১.২	২৯২
ইনজেকশন ও স্যালাইন পুশ	৫.৬	২৩.২	৭.৪	৫১০
ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার ও ওজন মাপা	২.৭	১১.৬	৪.৯	*

* অপর্যাপ্ত নমুনার কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

ঘুষের শিকার বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার সর্বাধিক ছিলো ট্রলি ও হুইল চেয়ার সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে (৭০.৪ শতাংশ), যেখানে খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ ৫৫৫ টাকা। এ ছাড়া সেলাই বা ব্যন্ডেজ সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩৪ দশমিক ৭ শতাংশ (খানাপ্রতি গড় ঘুষ ৭৩৩ টাকা), প্রসূতি সেবা বা সিজারিয়ান সেবা পেতে ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ (খানাপ্রতি গড় ঘুষ ১ হাজার ৪২৪ টাকা) ঘুষের শিকার হয়। এ ছাড়া অক্সিজেন সেবা ২২ দশমিক ৩ শতাংশ, সাধারণ শয্যায় ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ (খানাপ্রতি গড়ে ১ হাজার ৮৪২ টাকা) খানা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষের শিকার হয়। অন্যদিকে ডাক্তার দেখানো সেবায় ১ দশমিক ২ শতাংশ খানা (খানাপ্রতি গড়ে ২৯২ টাকা) ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে।

৪.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মৌলিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে বর্তমানে ৪ হাজার ৫৮০টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ৩৩০টি পৌরসভা, ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক পরিষদ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ) রয়েছে।[১৪] স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে এসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও এখনো এসব প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান, যার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক সাফল্য ও অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের যেসব কার্যক্রম এ জরিপের আওতাভুক্ত হয়েছে সেগুলো হলো– বিভিন্ন ধরনের সনদ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন সেবা, গ্রাম আদালতের অধীন বিচার ও সালিশ, কর সংগ্রহ, বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স প্রদানসহ ইত্যাদি সেবা। উল্লেখ্য, এ জরিপে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদের সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সেবা গ্রহণের হার: জরিপকৃত খানার ৭৭ দশমিক ৭ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ছিল ইউনিয়ন পরিষদ (৮৩.৩ শতাংশ), পৌরসভা (১১.৮ শতাংশ), সিটি কর্পোরেশন (৫.৩ শতাংশ) এবং উপজেলা পরিষদ (০.৬ শতাংশ)। সেবা গ্রহণকারী খানাসমূহের ৮০ দশমিক ৭ শতাংশ গ্রামাঞ্চল এবং ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ শহরাঞ্চলে অবস্থিত।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ৪৩ দশমিক ৮ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের খানার ৪৫ দশমিক ১ শতাংশ। খানা পর্যায়ে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে ২৯ দশমিক ৭ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৩০ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২৮ দশমিক ৮ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এ ছাড়া ১৮ দশমিক ১ শতাংশ দায়িত্বে অবহেলা, ৮ দশমিক ৬ শতাংশ হয়রানি বা অসদাচরণ এবং ৭ দশমিক ৩ শতাংশ স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ২৮)। উল্লেখ্য, সেবা গ্রহণের সময় যে-সব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, তাদের গড়ে ৮৮৪ টাকা দিতে হয়েছে।

[১৪] স্থানীয় সরকার বিভাগ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪। [https://lgd.gov.bd/site/page/732ddfb3-f05a-41d7-9c01-027485b4e15d]

চিত্র ২৮ : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

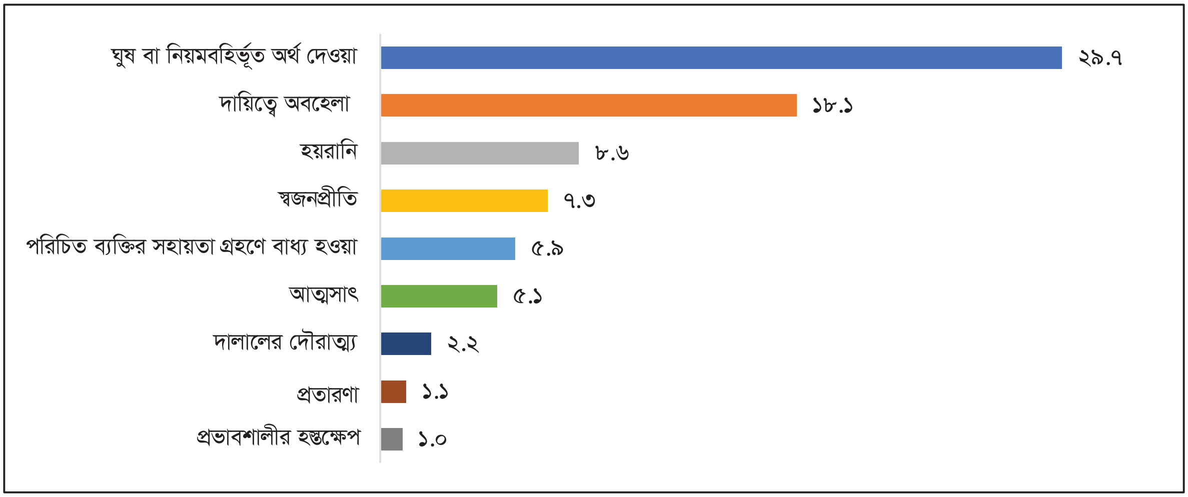

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে সিটি কর্পোরেশন থেকে সেবা নিতে গিয়ে। সেবাগ্রহীতা খানার ৫৫ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতি এবং ৩৪ দশমিক ৯ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে, যা ছিলো গড়ে ১ হাজার ৩৯২ টাকা। সবচেয়ে কম দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে পৌরসভা থেকে সেবা নিতে গিয়ে– এখানে সেবাগ্রহীতা খানার ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতি এবং ২৩ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের শিকার হয়েছে, যা গড়ে ৯১২ টাকা। উপজেলা পরিষদে যে-সব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, তারা গড়ে ১ হাজার ৫৯৩ টাকা দিয়েছে। তবে সবচেয়ে কম ঘুষ দিতে হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদে সেবা নিতে গিয়ে গড়ে ৮৩৬ টাকা (সারণি ২০)।

সারণি ২০ : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার**

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
সিটি কর্পোরেশন	৫.৩	৫৫.৬	৩৪.৯	১,৩৯২
উপজেলা পরিষদ	০.৬	৪৬.২	২৩.৫	১,৫৯৩
ইউনিয়ন পরিষদ	৮৩.৩	৪৩.৮	৩০.২	৮৩৬
পৌরসভা	১১.৮	৪০.৬	২৩.৪	৯১২

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন বহুমুখী ও বিস্তৃত। এই জরিপে বিভিন্ন সনদ সংগ্রহ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, দুর্যোগ সহায়তা, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য (পানি সেবা, প্ল্যান পাশ, রিক্সা, ভ্যান. অটো লাইসেন্স, তথ্য) সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা হয়েছে (সারণি ২১)। সবচেয়ে বেশি খানা সনদ সংগ্রহে দুর্নীতি (৭৬.৯ শতাংশ) এবং ঘুষের (৬৪.৫ শতাংশ) শিকার হয়েছে। এরপরে বিচার ও সালিশে ৫৩ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

সারণি ২১ : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন ধরনের* সেবা গ্রহণে দুর্নীতির শিকার খানার হার** ও গড় ঘুষের পরিমাণ				
প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
সনদ সংগ্রহ	৪২.২	৭৬.৯	৬৪.৫	৫৮৭
বিচার ও সালিশ	১.৩	৫৩.৪	১২.১	১৪,৯০২
সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি	২৯.৬	৩৮.১	৭.২	২,০৩৫
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	০.৯	৩৮.১	১০.২	২,৯৫০
নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা ও নবায়ন	২.৫	৩১.৪	১৫.৯	২,৯২৮
হোল্ডিং বা চৌকিদারি করসংক্রান্ত	৬৯.৫	৫.৭	১.৪	১,১৬৭

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.৮ জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা

বাংলাদেশের নাগরিকদের দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের জন্য বাধ্যতামূলক একটি নথি হলো জাতীয় পরিচয়পত্র বা এনআইডি। জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন ও বিতরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা ২০০৮ সাল থেকে সরবরাহ করা শুরু হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সেবাগুলো হলো, নতুন আইডি কার্ড তৈরি, রি-ইস্যু, তথ্য পরিবর্তন (যেমন– নাম, জন্ম তারিখ, বৈবাহিক অবস্থা ও ঠিকানা পরিবর্তন) করা। ২০১৬ সাল থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র সেবায় নতুন সংযোজন হয় ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত স্মার্ট আইডি কার্ড। এর ধারাবাহিকতায়, ২০২০ সাল থেকে জাতীয় পরিচয়পত্রের বিভিন্ন সেবা অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা শুরু হয়। এসব উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও, একজন ব্যক্তির একাধিক এনআইডি কার্ড থাকা, বিভিন্ন ফর্ম পূরণের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, সার্ভারের ধীরগতি, সেবাগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহের পরেও কাঙ্ক্ষিত সেবা পেতে ব্যর্থ হওয়ার মত অনিয়ম ও দুর্নীতির দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ জাতীয় পরিচয়পত্র সেবাসংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র-সংক্রান্ত সেবা গ্রামাঞ্চলে ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ খানা সেবা গ্রহণ করেছে। জাতীয় পরিচয়পত্র গ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৪০.৮ শতাংশ) স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ সেবা নিয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার মধ্যে সার্বিকভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে ৪১ শতাংশ খানা। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৯ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৪৩ দশমিক ৪ শতাংশ। জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা গ্রহণকারী খানার ১৬ দশমিক ১ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং সেবা গ্রহণে অবহেলার শিকার হয়েছে ২৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানা (চিত্র ২৯)।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলের খানার ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ১৭ দশমিক ২ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। যে-সব খানা জাতীয় পরিচয়পত্র-সংক্রান্ত সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, তাদের গড়ে ৩ হাজার ৫১ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ২৯ : জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)**

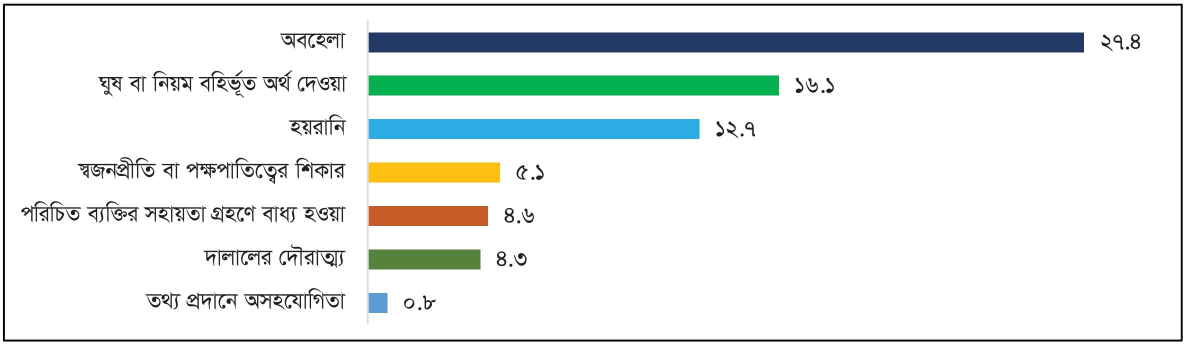

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিভিন্ন জাতীয় পরিচয়পত্র-সংক্রান্ত সেবার ধরন অনুযায়ী তথ্য পরিবর্তন সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (৭৬.৪ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ২২)। অপরদিকে রি-ইস্যু ও নতুন আইডি কার্ড করা সেবার ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ ও ৩৭ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। তথ্য পরিবর্তন সেবার ক্ষেত্রে, সেবাগ্রহীতা খানা গড়ে ৪ হাজার ১৪ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে তথ্য পরিবর্তনে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (৩৬.৫ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ২২ : জাতীয় পরিচয়পত্র সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

জাতীয় পরিচয়পত্রের সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ (টাকা)
তথ্য পরিবর্তন	২৬.৩	৭৬.৪	৩৬.৫	৪,০১৪
রি-ইস্যু	২.৪	৫০.৫	২১.৮	১,২০১
নতুন আইডি কার্ড করা	৩১.৮	৩৭.৪	১৩.২	৩,০৭১
স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ	৪০.৮	২০.৭	৪.৪	২৬৯

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.৯ গ্যাস

গ্যাস শিল্প উৎপাদন ও গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি। ক্রমবর্ধনমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে জ্বালানি হিসেবে এককভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর অধীন ছয়টি কোম্পানি জুন ২০২৩ পর্যন্ত দেশে ৪৩ দশমিক ২২ লক্ষ[15] গ্রাহককে গ্যাসসংক্রান্ত বিপণন ও বিতরণ কার্যক্রম সেবা প্রদান করেছে যার অধিকাংশ গৃহস্থালী পর্যায়ের সংযোগ। তবে বিতরণকৃত গ্যাসের মাত্র ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ গৃহস্থালী পর্যায়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে গৃহস্থালীতে নতুন সংযোগ বন্ধ থাকলেও খানা পর্যায়ে পুনঃসংযোগ, সংযোগ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন ফি ও বিল প্রদান ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করা হয়। এসব সেবা কার্যক্রম স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক এবং গ্রাহকবান্ধব করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন, বিধি, নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হলেও, এসব সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

[15] https://petrobangla.portal.gov.bd/sites/default/files/files/petrobangla.portal.gov.bd/annual_reports/22137eda_60d5_4f48_be2d_8ae973e87ffc/2024-12-04-11-04-31d5f6a0fc3eb6d8f0ab8c17c71e3060.pdf

জরিপের সময়কাল অনুযায়ী গ্যাস বিপণন ও বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার হার ১ দশমিক ৩ শতাংশ। গ্যাস সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে ৩৭ দশমিক ৭ শতাংশ, যার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের ৫০ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ। দুর্নীতির শিকার এসব খানার মধ্যে ঘুষ দিয়েছে বা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ খানা (গ্রামাঞ্চলে ২৯ দশমিক ১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১০ দশমিক ৬ শতাংশ)। এসব খানার দেওয়া গড় ঘুষের পরিমাণ ৮ হাজার ১৪৫ টাকা।

সেবাগ্রহীতা দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলোর ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ তিতাস গ্যাস কোম্পানি লি. থেকে এবং ২১ দশমিক ৭ শতাংশ জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি. থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই দুটি গ্যাস কোম্পানি থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলো ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে এমন খানার হার যথাক্রমে ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ ও ৮ দশমিক ৬ শতাংশ (সারণি ২৩)।

সারণি ২৩ : সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হার

সেবা প্রদানকারা প্রতিষ্ঠানের নাম	দুর্নীতির শিকার খানার হার	ঘুষের শিকার খানার হার
তিতাস গ্যাস কোম্পনি লি.	৪০.৬	১৬.৮
জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রি. কোম্পানি লি.	২১.৭	৮.৬

৪.১০ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ মানুষের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ক্রান্তীয় অবস্থান এবং বৃহৎ তিনটি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই দুর্যোগের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগগুলোর মধ্যে দুর্যোগ-বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ অন্যতম। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এবং সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান-এ অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ দুর্যোগে সাড়া প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছে। দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি, জরুরি সাড়া প্রদান এবং দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য করণীয় সম্পর্কে সরকারি আইন, নীতিমালা, আদেশ ও দিক-নির্দেশনা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাম্প্রতিক বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এই খানা জরিপে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা-বিষয়ক দুর্নীতির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণকৃত জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা ছাড়া)।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ২ দশমিক ৫ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবা গ্রহণ করেছে; এ হার গ্রামাঞ্চলে ২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২ দশমিক ১ শতাংশ। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা-সংক্রান্ত সেবাগ্রহণকারী খানার ৫৮ দশমিক ৮ শতাংশ উপজেলা প্রশাসন, ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৪ দশমিক ৯ শতাংশ জেলা প্রশাসন, ৪ শতাংশ উপজেলা বা জেলা মৎস্য অফিস হতে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা গ্রহণকারী খানাগুলো ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই সহায়তা পেয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : এ খাতে সেবাগ্রহীতা খানার ৩১ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহণকারী খানার ৩৩ দশমিক ৯ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের সেবাগ্রহণকারী খানার ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ।

বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ৮ দশমিক ৩ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে; এ হার গ্রামাঞ্চলে ৯ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৬ শতাংশ। এ ছাড়া সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ১১ দশমিক ৫ শতাংশ স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব, এবং ১১ দশমিক ৪ শতাংশ প্রতারণার (যেমন-ত্রাণের পরিমাণ কম পাওয়া) শিকার হয়েছে (চিত্র ৩০)। উল্লেখ্য, সেবা গ্রহণের সময় যে-সব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, তাদের গড়ে ২ হাজার ৬৫৬ টাকা দিতে হয়েছে।

চিত্র ৩০ : জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা খাতে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

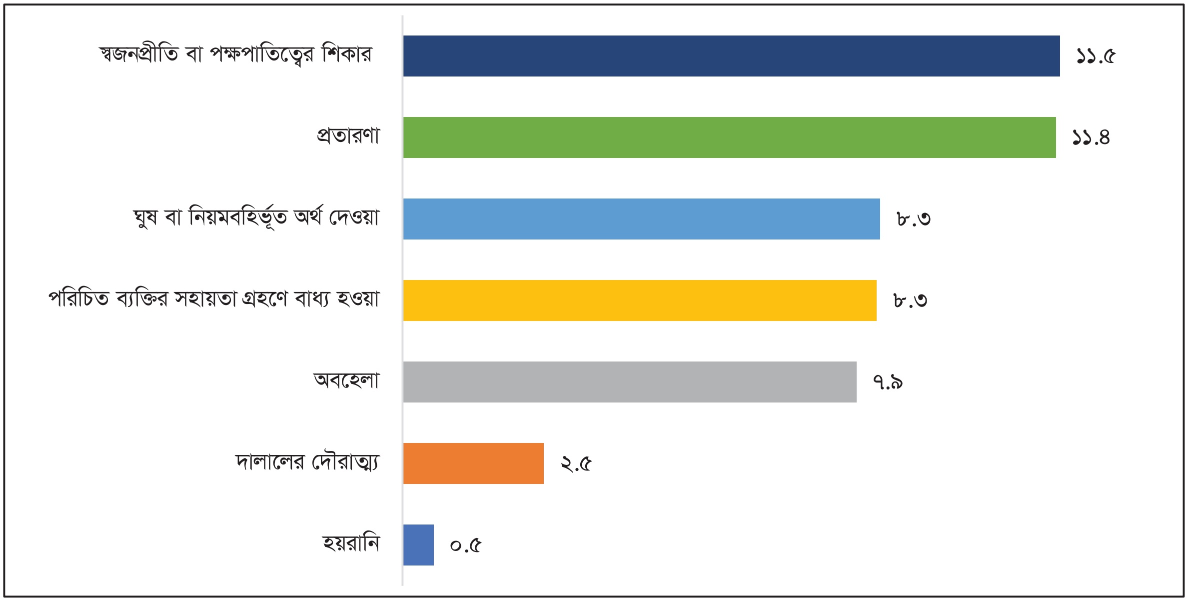

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে উপজেলা বা জেলা মৎস্য অফিস থেকে সবচেয়ে বেশি খানা দুর্নীতি (৮৯ শতাংশ) ও ঘুষের (২৫.৫ শতাংশ) শিকার হলেও উপজেলা প্রশাসন থেকে ঘুষের শিকার (৩.৭ শতাংশ) হওয়া খানাগুলোকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে, যা গড়ে ২ হাজার ১১০ টাকা। জেলা প্রশাসন হতে সেবা নিতে গিয়ে ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ২৪)।

সারণি ২৪ : জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তায় প্রতিষ্ঠানভেদে* সেবাগ্রহণ ও দুর্নীতির শিকার খানা**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
উপজেলা বা জেলা মৎস্য অফিস	৪	৮৯	২৫.৫	২৯৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	১৬.৯	৩০.৩	***	***
উপজেলা প্রশাসন	৫৮.৮	২৪.১	৩.৭	২,১১০
জেলা প্রশাসন	৪.৯	১৭.৬	***	***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত নমুনার কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তার সেবাভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা (নলকূপ, পয়ঃনিস্কাশন সামগ্রী, খাওয়ার পানির ব্যবস্থা, পানি শোধনকারী ওষুধ ও প্রযুক্তি, দুর্যোগকালীন জরুরি ওষুধ সেবা ইত্যাদি) নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৪৭.৮ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে এবং এই সেবা নিতে ২৭ দশমিক ১ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে, যা গড়ে ৩ হাজার ৫০ টাকা। ত্রাণ সেবা (দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য সহায়তা, অর্থ সহায়তা এবং গৃহনির্মাণ সহায়তা) নিতে গিয়ে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানাকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে এবং এই সেবা নিতে ১ দশমিক ৬ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ২৫)।

সারণি ২৫ : জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সেবা/দুর্যোগ সহায়তা ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা	২৫.৯	৪৭.৮	২৭.১	৩,০৫০
ত্রাণ***	৬৯	২৬.৪	১.৬	****
পুনর্বাসন	৪.৬	১১.২	-	****
অন্যান্য*****	৬.১	২২.৯	২.০	****

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** খাদ্য সহায়তা, শিশুখাদ্য, গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি।
**** অপর্যাপ্ত নমুনার কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।
***** প্রশিক্ষণ প্রদান, সোলার হোম প্যানেল, পরিবেশবান্ধব চুলা, শস্য বিমা, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইত্যাদি।

৪.১১ বিদ্যুৎ

উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশের উৎপাদন ও গৃহস্থালী কাজে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্যমতে, ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫১০ কিলোমিটার লাইনের মাধ্যমে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমান বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ১০০ শতাংশ।[১৬]

সারাদেশে বিদ্যুৎ বিতরণ সেবা প্রদানে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে– বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), নর্দার্ন ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন সংযোগ গ্রহণ, মেরামত ও বিল প্রদান-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সেবা নেওয়ার সময় সেবাগ্রহীতারা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হন।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে, এমন খানার হার ৫৩ দশমিক ৭ শতাংশ। বিদ্যুৎ সেবাগ্রহীতা খানার ৮৩ দশমিক ৬ শতাংশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা তার অধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে সেবা নিয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ, ওজোপাডিকো থেকে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ এবং নেসকো থেকে ১ দশমিক ২ শতাংশ খানা সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ২৬)।

সেবাগ্রহীতা খানার ৯৮ দশমিক ৮ শতাংশ আবাসিক এবং ১ দশমিক ৯ শতাংশ খানা বাণিজ্যিক গ্রাহক হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলো থেকে সংযোগ গ্রহণ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ১২ দশমিক ৯ শতাংশ নতুন সংযোগ, পুনঃসংযোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও উপকরণ পরিবর্তন ও ক্রয়সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার ২ দশমিক ৩ শতাংশ নতুন সংযোগের জন্য আবেদন, ২ দশমিক ২ শতাংশ নতুন সংযোগ গ্রহণ, ১ দশমিক ৬ শতাংশ বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন, সরবরাহ ও মিটার মেরামত, ২ দশমিক ৩ শতাংশ পুনঃসংযোগ, ৩ দশমিক ৮ শতাংশ সাব-মিটার সংযোজন এবং ১ দশমিক ৬ শতাংশ খানা মিটার সংযোগ বা পরিবর্তন করেছে। মিটার রিডিং, বিল ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেছে ৯২ দশমিক ২ শতাংশ খানা, যেখানে ৪৮ দশমিক ৩ শতাংশ খানা মিটার রিডিং, ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বিল দেওয়া ও কার্ড রিফিল করা সেবা গ্রহণ করেছে।

[১৬] https://powerdivision.gov.bd/site/page/6cd25d49-3150-482a-8bd0-701d18136af7/এক নজরে
/https://powerdivision.gov.bd/site/page/6cd25d49-3150-482a-8bd0-701d18136af7/

অনিয়ম ও দুর্নীতি : যে-সব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা নিতে গিয়েছে বা মিথস্ক্রিয়া হয়েছে তার মধ্যে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। যে-সব খানা বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে ঘুষের শিকার খানার হার ৫ দশমিক ৮ শতাংশ। এ ছাড়া অন্যান্য দুর্নীতির ধরনের মধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহারের চেয়ে অতিরিক্ত বিল প্রদান (৫৮ শতাংশ), মিটার না দেখেই বিল প্রদান (২৬.৬ শতাংশ), সময়ক্ষেপণ (২৪.৫ শতাংশ), অতিরিক্ত বিল পরবর্তীতে সমন্বয় না করা (১৮.৮ শতাংশ) এবং তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা (১২.৪ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য। ঘুষের শিকার খানাগুলোকে গড়ে ২ হাজার ৪৩১ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : ওজোপাডিকো থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ৩৮ শতাংশ এবং নেসকো থেকে সেবাগ্রহীতা খানার ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। ঘুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেবাগ্রহীতা খানার ৮ দশমিক ৬ শতাংশ খানা বিপিডিপি এবং ৫ দশমিক ৬ শতাংশ খানা নেসকো থেকে সেবা নিতে ঘুষের শিকার হয়েছে। বিপিডিপি হতে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষের শিকার হয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ৪ হাজার ৮৫৭ টাকা, ওজোপাডিকোর ক্ষেত্রে গড়ে ২ হাজার ৭৫৬ টাকা, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্ষেত্রে গড়ে ১ হাজার ৯৪৭ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ২৬)।

সারণি ২৬ : বিদ্যুৎ খাতে প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির* শিকার হওয়া খানার হার**

প্রতিষ্ঠান	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
ওজোপাডিকো	৪.৩	৩৮	৪.৪	২,৭৫৬
নেসকো[১৭]	১.২	২৭.৩	৫.৬	***
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	৮৩.৬	২৫	৫.৫	১,৯৪৭
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)	৯.৮	৩.৮	৮.৬	৪,৮৫৭

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেছে কিংবা বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন বা সংযোজন করেছে, এমন খানাগুলোর মধ্যে ৫৭ দশমিক ৩ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার এবং ৪১ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে (সারণি ২৭)। বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান থেকে মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে এমন খানার ২১ দশমিক ৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার এবং ১ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। যে-সব খানা সংযোগ-সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে ঘুষের শিকার হয়েছে, সেসব খানাকে গড়ে ২ হাজার ৭০৯ টাকা এবং মিটার-সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করতে খানাকে গড়ে ৮৭৮ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ২৭ : বিদ্যুৎ খাতে সেবাভেদে দুর্নীতির শিকার* হওয়া খানার হার**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
সংযোগ সেবা	১২.৯	৫৭.৩	৪১.০	২,৭০৯
মিটার রিডিং, বিল ও অন্যান্য সেবা	৯২.২	২১.৭	১.০	৮৭৮

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১২ শিক্ষা

শিক্ষা রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে একটি অভিন্ন, গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।[১৮] স্বাধীনতার পর

[১৭] নেসকোর গড় ঘুষের পরিমাণ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় নমুনার অভাবের কারণে উল্লেখ করা হয়নি।
[১৮] "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে ... নাগরিকদের জন্য ... অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা...।" [গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫ (ক)]।

থেকে রাষ্ট্রের নানামুখী উদ্যোগের ফলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থে শিক্ষাবিষয়ক নীতি পরিবর্তন করার মাধ্যমে একটি বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষা খাতে বিদ্যমান নানাবিধ সীমাবদ্ধতা এবং বহুমুখী অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ সুশাসনের চ্যালেঞ্জের কারণে মানসম্মত, যুগোপযোগী, সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সরকারি, এমপিওভুক্ত, বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন, স্বায়ত্তশাসিত ও এনজিও পরিচালিত) হতে সেবা নিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলের খানার ৬৮ দশমিক ৯ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৬৫ দশমিক ৩ শতাংশ। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহনকারী খানার হার ৪৭ দশমিক ৮ শতাংশ, বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন (এমপিওভুক্ত) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার হার ৪০ দশমিক ৫ শতাংশ এবং বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন (নন-এমপিওভুক্ত) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানা (চিত্র ৩১)।

চিত্র ৩১ : অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)*

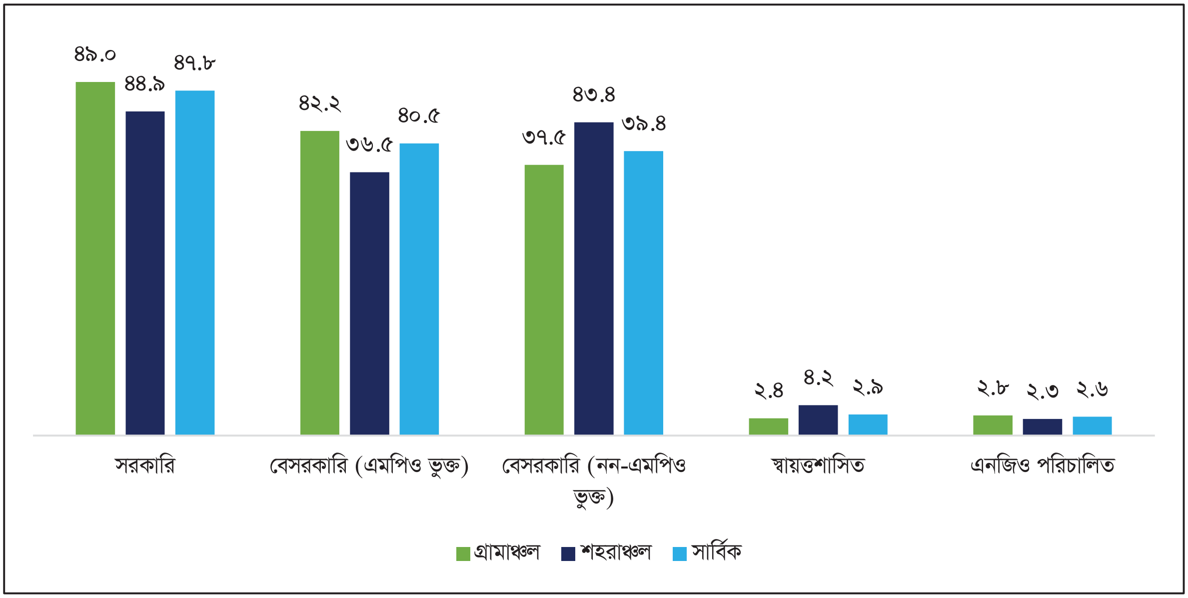

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সার্বিকভাবে জরিপে শিক্ষা খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪ দশমিক ২ শতাংশ প্রাক-প্রাথমিক স্তর, ৪৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রাথমিক স্তর, ৬২ দশমিক ৪ শতাংশ মাধ্যমিক স্তর, ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ উচ্চমাধ্যমিক স্তর, ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ স্নাতক স্তর, ১ দশমিক ৪ শতাংশ স্নাতকোত্তর এবং ২ দশমিক ৫ শতাংশ খানা হাফেজিয়া/কওমি থেকে শিক্ষা সেবা নিয়েছে (চিত্র ৩২)

চিত্র ৩২ : অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা স্তর থেকে সেবাগ্রহীতা খানার হার* (%)

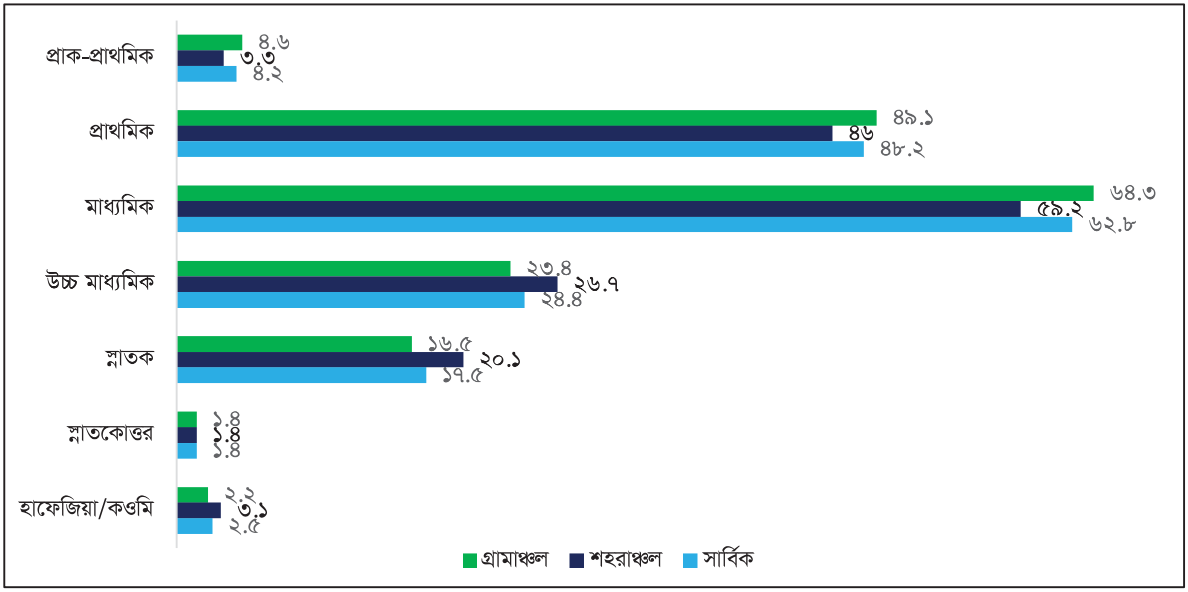

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সার্বিকভাবে সেবাগ্রহণকারী খানার ৭৯ শতাংশ জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা, ২৯ দশমিক ২ শতাংশ মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি, ৬ দশমিক ৭ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি, ২ দশমিক ৪ শতাংশ কারিগরি, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পাঠ্যসূচি, শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি এবং শূন্য দশমিক ১ শতাংশ বিদেশি পাঠ্যসূচি- ইংরেজির শিক্ষার্থী রয়েছে (চিত্র ৩৩)। উল্লেখ্য, শিক্ষা সেবার দুর্নীতি বিশ্লেষণে নন-এমপিওভুক্ত বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এনজিও হতে শিক্ষা সেবাগ্রহীতা খানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

চিত্র ৩৩ : শিক্ষার স্তরভেদে সরকারি শিক্ষা সেবা (সরকারি, এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) গ্রহণের হার (%)*

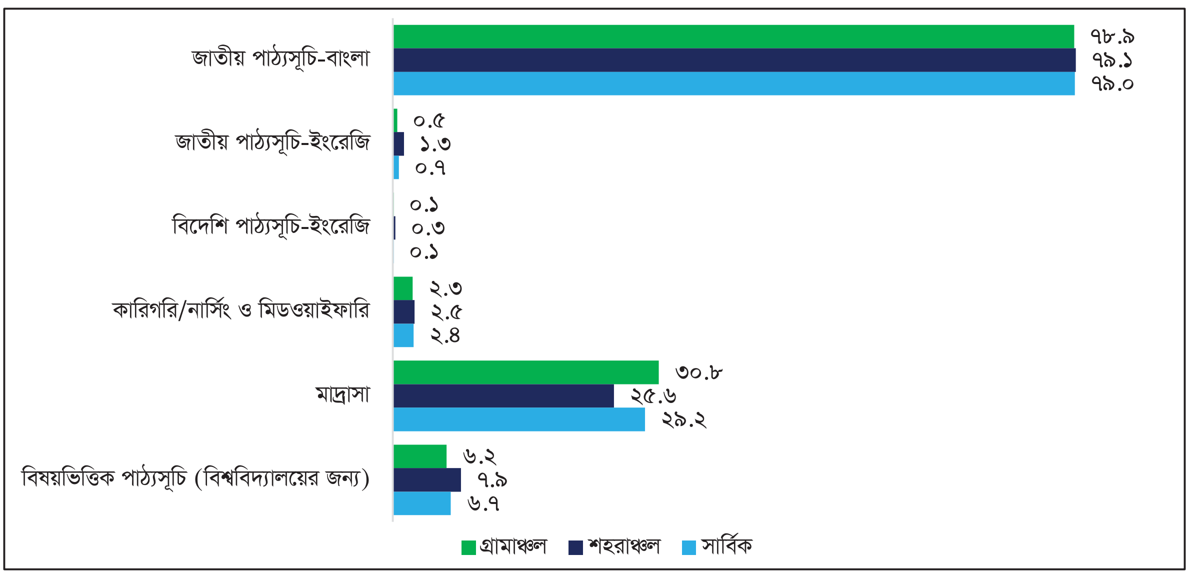

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

যে-সকল খানা নির্ধারিত সময়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান (সরকারি, বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড/এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) থেকে শিক্ষা সেবা নিয়েছে তাদের ৬৩ দশমিক ৪ শতাংশ সরকারি, ৫৩ দশমিক ৭ শতাংশ এমপিওভুক্ত বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং ৩ দশমিক ৯ শতাংশ স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ২৮)। সরকারি প্রতিষ্ঠান (সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড/এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) হতে শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৩ দশমিক ২ শতাংশ প্রাক-প্রাথমিক, ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ প্রাথমিক, ৫০ দশমিক ২ শতাংশ মাধ্যমিক, ১৭ দশমিক ১ শতাংশ উচ্চমাধ্যমিক, ১২ দশমিক ৮ শতাংশ স্নাতক এবং ১ দশমিক ৪ শতাংশ স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ২৯)। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (সরকারি, এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) হতে সেবাগ্রহণকারী খানার ৮৭ দশমিক ৬ শতাংশ জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা, ১১ দশমিক ৪ শতাংশ মাদ্রাসা, ৭ দশমিক ৯ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি এবং ৩ শতাংশ কারিগরি, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংশ্লিষ্ট পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত (সারণি ৩০)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : যে-সব খানা সরকারি, এমপিওভুক্ত এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা সেবা নিয়েছে তাদের ২৬ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবা গ্রহণকারী খানার ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ। শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে খানার ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ১৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ১২ দশমিক ২ শতাংশ। এছাড়া ৩৫ দশমিক ১ শতাংশ খানা নিয়মিত ক্লাস না হওয়া, ২৬ দশমিক ৯ শতাংশ সম্পূর্ণ ক্লাস না হওয়া, ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের কাছে কোচিং/প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হওয়া, ২৬ শতাংশ নির্দিষ্ট স্থান হতে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে বাধ্য হওয়া (পোশাক/বই/খাতা) সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৩৪)। যে-সব খানা এ খাতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে গড়ে ৭১১ টাকা দিতে হয়েছে, গড় নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলের খানার ক্ষেত্রে ৬৯৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ৭৫৬ টাকা।

চিত্র ৩৪ : শিক্ষাখাতে সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

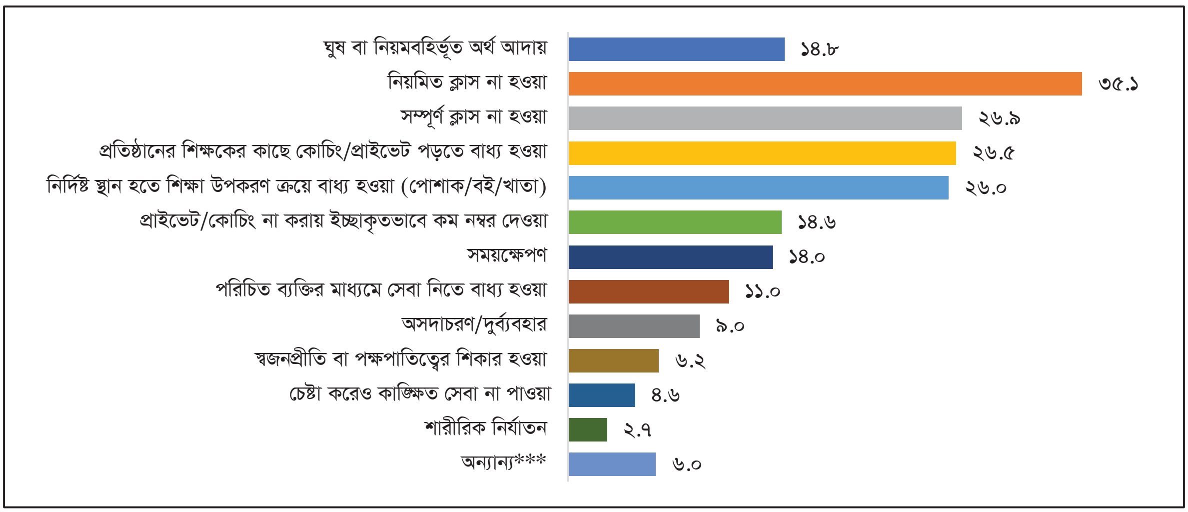

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** শারীরিক নির্যাতন, প্রশ্ন ফাঁস, ঘুষ/অতিরিক্ত অর্থ দাবি, সামাজিক/রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক খারাপ আচরণের শিকার ইত্যাদি।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতির হার : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দেখা যায় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক বেশি। জরিপে স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ৯ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে এ হার এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৫ দশমিক ৫ শতাংশ এবং সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২১ দশমিক ৩ শতাংশ (সারণি ২৮)। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী

খানার ১৩ দশমিক ২ শতাংশ, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৩ শতাংশ এবং স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানার ২ দশমিক ৩ শতাংশ নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। যে-সব খানা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তা বিশ্লেষণে দেখা যায়, এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ১ হাজার ৪৮ টাকা এবং সরকারি শিক্ষপ্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী খানাকে গড়ে ৩৭৯ টাকা দিতে হয়েছে।

সারণি ২৮ : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
সরকারি	৬৩.৪	২১.৩	১৩.০	৩৭৯
বেসরকারি/ব্যক্তিমালিকানাধীন (এমপিওভুক্ত)	৫৩.৭	২৫.৫	১৩.২	১,০৪৮
স্বায়ত্তশাসিত	৩.৯	৯.৪	২.৩	***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির হার : শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হারের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষার প্রাথমিক স্তর (প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক) ও উচ্চ স্তরের (স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর) তুলনায় শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে (মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক) দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি। জরিপে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানার ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানার ২০ দশমিক ৪ শতাংশ (সারণি ২৯)। অনুরূপভাবে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার মাধ্যমিক স্তরে সেবা গ্রহণকারী খানার ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ, যা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সেবা গ্রহণকারী খানার ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ। এ ছাড়া উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সেবা গ্রহণকারী খানাসমূহ অন্যান্য স্তরের তুলনায় অধিক হারে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সেবা গ্রহণকারী খানাসমূহকে গড়ে ১ হাজার ১৩৯ টাকা এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানাসমূহ গড়ে ৯১০ টাকা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ২৯ : শিক্ষার স্তরভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার* ও গড় নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ**

শিক্ষার স্তর	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
প্রাক-প্রাথমিক	৩.২	৯.৬	৭.৯	**
প্রাথমিক	৪৯.৫	১৮.৫	১১.০	১৮৯
মাধ্যমিক	৫০.২	২৬.৪	১৩.৮	৯১০
উচ্চমাধ্যমিক	১৭.১	২০.৪	১৩.৩	১,১৩৯
স্নাতক	১২.৮	১২.২	৩.১	৭১৪
স্নাতকোত্তর	১.৪	১৫.১	৪.৭	**

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

পাঠ্যসূচির ধরনভেদে দুর্নীতির হার : শিক্ষা পাঠ্যসূচি/পাঠক্রমের ধরনভেদে সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার তারতম্য লক্ষণীয়। জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজির সেবা গ্রহণকারী খানার তুলনায় জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলার সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক বেশি। জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলার সেবা গ্রহণকারী খানার ২৬ দশমিক ৪ শতাংশ, কারিগরি/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পাঠ্যসূচির (টিচার ট্রেনিং কলেজ, নার্সিং কলেজ ইত্যাদি) সেবা গ্রহণকারী খানার ২১ শতাংশ এবং মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি সেবা গ্রহণকারী খানার ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৩০)। এক্ষেত্রে, জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলার সেবা গ্রহণকারী খানা (১৫.১ শতাংশ) অন্যান্য পাঠ্যসূচির তুলনায় অধিক হারে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ

দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এ হার কারিগরি/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পাঠ্যসূচির ক্ষেত্রে ১২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং মাদ্রাসা পাঠ্যসূচির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ। তবে কারিগরি/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি পাঠ্যসূচির সেবা গ্রহণকারী খানাসমূহ অন্যান্য পাঠ্যসূচির সেবা গ্রহণকারী খানার তুলনায় বেশি পরিমাণে (গড়ে ৯৭৩ টাকা) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৩০)।

সারণি ৩০ : পাঠ্যসূচির ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার ও গড় ঘুষের* পরিমাণ

পাঠ্যসূচির ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (সরকারি ও এমপিওভুক্ত) (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়া খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
জাতীয় পাঠ্যসূচি-বাংলা	৮৭.৬	২৬.৪	১৫.১	৬৯৬
জাতীয় পাঠ্যসূচি-ইংরেজি	০.৫	৪.৩	৪.৩	***
মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি	১১.৪	১৫.৯	১০.০	৭৩৫
কারিগরি/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি	৩.০	২১.০	১২.৩	৯৭৩
বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যসূচি	৭.৯	১২.১	৩.৭	৫৫১

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
** অপর্যাপ্ত নমুনা সংখ্যার কারণে গড় নির্ণয় করা হয়নি।

সেবাভেদে দুর্নীতির হার : শিক্ষা খাতে (সরকারি, এমপিওভুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত) সেবা গ্রহণকারী খানার সর্বোচ্চ ৫২ দশমিক ২ শতাংশ ভর্তি/পুনঃ ভর্তি সেবা, ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ মাসিক বেতন/সেশন ফি/পরীক্ষা ফি জমা, ৪১ দশমিক ১ শতাংশ বই প্রাপ্তি, ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ প্রবেশপত্র সংগ্রহ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং ২০ দশমিক ১ শতাংশ পাঠদান (সশরীরে বা অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক) সেবা নিয়েছে (সারণি ৩১)। জরিপে শিক্ষা সেবা গ্রহণকারী খানার ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কশিট উত্তোলনে, ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যবহারিক পরীক্ষায়, ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ) এবং ১৭ দশমিক ১ শতাংশ কোচিং/প্রাইভেট টিউশন সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়।

সারণি ৩১ : শিক্ষা সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ দেওয়া খানার হার (%)	নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
ভর্তি ও পুনঃভর্তি	৫২.২	১০.২	৫.৩	৪২০
মাসিক বেতন/সেশন ফি/পরীক্ষা ফি	৫১.৩	১২.৩	৬.১	৫৩৮
বই প্রাপ্তি (সরকারি)	৪১.১	৩.৮	১.৯	১৯৩
প্রবেশপত্র সংগ্রহ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ	৩২.৭	৪.১	১.৬	৩১৭
পাঠদান (সশরীরে বা অনলাইন ক্লাস/হোম-ওয়ার্ক)	২০.১	১১.৭	০.০	০০
উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি	১৬.৮	১১.৬	৩.৬	২৬২
পরীক্ষার নিবন্ধন (ফরম ফিলআপ)	১৪.৮	২৪.৪	২০.৬	১,০৪২
মূল্যায়ন (পরীক্ষা দ্বারা/পরীক্ষা ছাড়া)	৯.১	৪.৯	১.২	***
নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন)	৪.০	১৪.৭	১২.১	৭৮৪
কোচিং/প্রাইভেট টিউশন	৩.৭	১৭.১	২.০	***
শিক্ষা উপকরণ ক্রয় (বই, খাতা, স্কুল ড্রেস ইত্যাদি)	২.৫	১৫.৫	১.২	***
সনদ উত্তোলন (টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কসিট ইত্যাদি)	২.০	৩৯.৬	৩৪.১	৪০০
ব্যবহারিক পরীক্ষা	১.৪	৩০.৫	২৭.০	৩৯১
অ্যাসাইনমেন্ট/প্রজেক্ট জমা দেওয়া	১.০	৭.৬	৩.৩	***
অন্যান্য****	৮.১	২১.৯	৮.১	৪৬৩

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

*** অপর্যাপ্ত নমুনা সংখ্যার কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।
**** ছাত্রাবাসে সিট বরাদ্দ, হোস্টেল/হল ফি, বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ (সরকারি বই ছাড়া), সহপাঠ কার্যক্রম (গণিত অলিম্পিয়াড, ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, ভাষা প্রতিযোগ ইত্যাদি), মিড-ডে মিল ইত্যাদি।

সেবাভেদে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়া খানার হার বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৩৪ দশমিক ১ শতাংশ খানা টিসি/সার্টিফিকেট/মার্কশিট নিতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, এ হার ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ২৭ শতাংশ, পরীক্ষার নিবন্ধনে বা ফরম ফিল-আপে ২০ দশমিক ৬ শতাংশ এবং নিবন্ধনে (রেজিস্ট্রেশন) ১২ দশমিক ১ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়। পরীক্ষার নিবন্ধন বা ফরম ফিলআপ করতে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হওয়া খানাগুলোকে অন্যান্য সেবা গ্রহণকারী খানার তুলনায় অধিক পরিমাণ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, এ অর্থের পরিমাণ গড়ে ১ হাজার ৪২ টাকা। এ ছাড়া নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) সেবা গ্রহণকারী যে-সকল খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে সেসব খানা গড়ে ৭৮৪ টাকা এবং মাসিক বেতন/সেশন ফি/পরীক্ষার ফি জমা দিতে গিয়ে যে-সকল খানা অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, তাদেরকে গড়ে ৫৩৮ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে (সারণি ৩১)।

৪.১৩ কৃষি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য সরকারি সেবাগুলো হলো কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ ছাড়া ঋণ বিতরণ এবং সারাদেশে কৃষক পরিবারকে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা, কৃষকদের সার ও বীজ সরবরাহ, কৃষিবিষয়ক পরামর্শ এবং কৃষি খামার প্রদর্শনী করা হয়। তবে তদারকি ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে সেবাগুলো পেতে কৃষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপকৃত খানাগুলোর ১৫ দশমিক ২ শতাংশ কৃষিসংক্রান্ত সেবা নিয়েছে; এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। জেলা বা উপজেলা কৃষি অফিসের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৪৯ দশমিক ২ শতাংশ খানা কৃষি সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৩২)। সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৩৪ দশমিক ২ শতাংশ খানা সারসংক্রান্ত সেবা নিয়েছে (সারণি ৩৩)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : সার্বিকভাবে এ খাত হতে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ২৪ দশমিক ৫ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এবং ৭ দশমিক ১ শতাংশ খানাকে সেবা পেতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে। কৃষি সেবায় যে-সব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে ১ হাজার ৭১৩ টাকা দিতে হয়েছে। এ পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ক্ষেত্রে ১ হাজার ৬৫৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে বসবাসকারী খানার ক্ষেত্রে ২ হাজার ১৪১ টাকা।

কৃষি সেবাগ্রহণকারী খানাগুলো সবচেয়ে বেশি পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন (২৭.২ শতাংশ)। এ ছাড়া অন্যান্য দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে নিম্নমানের সার/বীজ প্রাপ্তি (২১.৫ শতাংশ), সময়ক্ষেপণ (১৮.২ শতাংশ), সময়মতো সার/বীজ/কীটনাশক সরবরাহ না পাওয়া (১৭.৮ শতাংশ), এবং সময়মতো পরামর্শ না পাওয়া (৯.৩ শতাংশ) (চিত্র ৩৫)।

চিত্র ৩৫ : কৃষি সেবায় সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

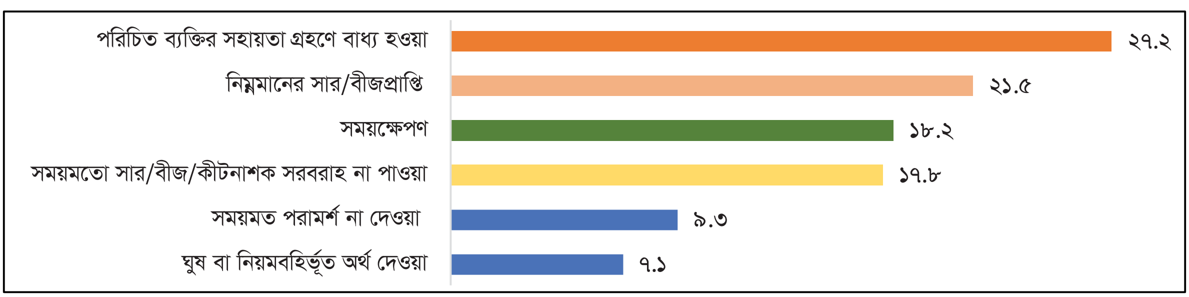

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : প্রতিষ্ঠানভেদে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে যারা বিএডিসির মাধ্যমে সেবা নিয়েছে তারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি (৩২.৪ শতাংশ)। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়ার শিকার হয়েছে সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে সেবা নিতে গিয়ে (১৮.৯ শতাংশ) এবং তাদেরকে গড়ে ১ হাজার ২৭৪ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে (সারণি ৩২)।

সারণি ৩২ : কৃষি সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকারের হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ

শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
বিএডিসি	৩.৭	৩২.৪	০.৬	**
সরকার অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা	২১.৩	২৭.২	১৮.৯	১,২৭৪
ডিলার	১৮.৪	২৬.০	১০.২	**
জেলা বা উপজেলা কৃষি অফিস	৪৯.২	২১.৩	০.৯	**

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : সর্বাধিক খানা বীজ সেবা পেতে (২৪.২ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার ও সার পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি (১০.৩ শতাংশ) ঘুষের শিকার হয়েছে (সারণি ৩৩)। এ ছাড়া বীজ পাওয়ার জন্য ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানাকে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে বীজ পেতে (গড়ে ৭,৬০৫ টাকা)।

সারণি ৩৩ : কৃষি সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকারের হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ*

সেবার ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
বীজ প্রাপ্তি	৩২.৭	২৪.২	১.৪	৭,৬০৫
সার প্রাপ্তি	৩৪.২	২৩.৮	১০.৩	১,১২৪
কৃষিবিষয়ক পরামর্শ	১৫.২	১৪.৪	**	**
কৃষিবিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪.০	৪.৯	**	**

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** নমুনার সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

৪.১৪ কর ও শুল্ক

বিভিন্ন ধরনের কর এবং শুল্ক সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের একটি প্রধান উৎস। বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কর (যেমন– আয়কর, বিদেশ ভ্রমণ কর) এবং পরোক্ষ করের (যেমন– মূল্য সংযোজন কর, মূসক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক) মাধ্যমে সরকার অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ করে। কর এবং শুল্ক ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে সরকার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে “ওয়ান স্টপ” সেবার মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং আয়কর প্রদানের জন্য স্পট অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি, আয়কর-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য কণিকা, আয়কর রিটার্ন ফরম সহজে পূরণ করার পদ্ধতি, আয়কর আইনের ধারাসমূহের সহজ বিবরণ ওয়েবসাইটে এবং পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে তা জনগণের জন্য সহজলভ্য করা, আয়কর মেলা এবং অনলাইনে ই-টিআইএন নিবন্ধন এবং কর প্রদান, অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ও রিটার্ন জমাদানের পদ্ধতি প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। তবে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও কর এবং শুল্কসংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা কার্যক্রমে সেবাগ্রহীতাদের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হতে হয়।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ২ দশমিক ৩ শতাংশ কর ও শুল্কসংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিয়েছে। এ হার গ্রামাঞ্চলের খানার ১ দশমিক ৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৪ শতাংশ। সেবাগ্রহণকারী খানার ৭৭ দশমিক ৪ শতাংশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং ২২ দশমিক ৬ শতাংশ বাণিজ্যিক পর্যায়ে[১৯] বিভিন্ন কর ও শুল্ক সেবা নিয়েছে। কর ও শুল্ক সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (৭৬.৩ শতাংশ) আয়কর সেবা নিয়েছে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : কর ও শুল্ক সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে সার্বিকভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে ১৭ দশমিক ৯ শতাংশ খানা। এ হার গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহণকারী খানার ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। কর ও শুল্ক সেবাগ্রহণকারী খানার ২ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে এবং ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ খানা সেবা নিতে গিয়ে সময়ক্ষেপণের শিকার হয়েছে। যে-সব খানা কর ও শুল্কসংক্রান্ত সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৬ হাজার ৭৪৯ টাকা দিতে হয়েছে।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিভিন্ন কর ও শুল্কসংক্রান্ত সেবার মধ্যে আয়কর সেবার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো সবচেয়ে বেশি (১৬.৪ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনুরূপভাবে সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে আয়কর সেবাগ্রহীতা খানাগুলো (১.৮ শতাংশ) সবচেয়ে বেশি ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

৪.১৫ বিমা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে বিমা খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মোট ৮১টি বিমা কোম্পানি মোট ৭ হাজার ৯৬৭টি (জীবন বিমা ৬ হাজার ৩৬২টি এবং সাধারণ বিমা ১ হাজার ৬০৫টি) শাখা কার্যালয় এবং ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৩৬০টি এজেন্টের মাধ্যমে সারাদেশে বিমা সেবা প্রদান করছে। ২০২২ সালে বিমা কোম্পানিগুলোর বাৎসরিক মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ১৭ হাজার ১৪০ দশমিক ৫৯ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ৬৩ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা।[২০] বিমা খাতের জন্য বাংলাদেশ সরকার "বীমা আইন, ২০১০" এবং "বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০" প্রণয়ন করেছে। এ ছাড়া বিমা খাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে "জাতীয় বীমা নীতি, ২০১৪" প্রণীত হয়েছে।

বিমা খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও এ খাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে "বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ" সম্প্রতি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে বিমা দাবি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন, বিমা খাতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বিমাসেবার সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন, জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিমা মেলার আয়োজন, এজেন্টদের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা, বিমা একাডেমিকে ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে পরিণত করার কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রিমিয়াম জমা ও বিমা দাবি গ্রহণসহ পাঁচ হাজার টাকার অধিক সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা, অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ, এবং বিমা আইন লঙ্ঘনকারী কোম্পানিকে শুনানির মাধ্যমে শাস্তির বিধান করা। ফলে বিমা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসলেও সেবা গ্রহণকারীদের এখনো অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয় বলে জরিপে উঠে এসেছে।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ১১ দশমিক ৯ শতাংশ বিমা সেবা গ্রহণ করেছে, এ হার গ্রামাঞ্চলে ১১ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১২ দশমিক ১ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানার ১০ দশমিক ৮ শতাংশ সরকারি বিমা কোম্পানি, ৮৯ শতাংশ বেসরকারি বিমা কোম্পানি এবং শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ বিদেশি বিমা কোম্পানি হতে বিমাসংক্রান্ত সেবা নিয়েছে (সারণি ৩৫)। বিমা স্কিমের ধরনের ক্ষেত্রে জীবন বিমাসংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ৫৫ দশমিক ৯ শতাংশ খানা, সঞ্চয় বিমাসংক্রান্ত সেবা নিয়েছে ৪২ দশমিক ১ শতাংশ খানা, শিক্ষা বিমা নিয়েছে ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা, মোটরযান বিমা নিয়েছে শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ খানা এবং অন্যান্য (আগুন এবং দুর্ঘটনা বিমা, অবসর বিমা, আবাসন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমা ইত্যাদি) বিমা সেবা নিয়েছে ১ দশমিক ২ শতাংশ খানা।

---

[১৯] খানার সদস্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে সেবা নেয়।

[২০] বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ হতে ২০২২-২০২৩; https://idra.org.bd/sites/default/files/files/idra.portal.gov.bd/annual_reports/1ae70def_47b0_4f34_9fc8_abe3f064f0df/2023-10-14-04-35-bdb549bfd1c39ffa2f7366cb958dbd49.pdf (প্রকাশের তারিখ ১২-১০-২০২৩) ওয়েবসাইট থেকে ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সংগৃহীত।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিমা খাতে সেবা নেওয়া খানার ১৬ দশমিক ২ শতাংশ দুর্নীতি শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চলে ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ। বিমা সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ বিমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে, ৬৩ দশমিক ৯ শতাংশ স্বাস্থ্য বিমা, ৫৬ দশমিক ৯ শতাংশ বিমার মেয়াদ পূর্ণ হলে টাকা উত্তোলন করতে গিয়ে, ৩১ দশমিক ৯ শতাংশ বিমার লভ্যাংশ উত্তোলন করতে গিয়ে এবং ৯ শতাংশ কিস্তির টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতারণা ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছে (সারণি ৩৪)।[২১]

সারণি ৩৪ : বিমা সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার**

সেবার ধরন	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)
বিমার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা উত্তোলন	৬৫.৫
স্বাস্থ্য বিমা, শিক্ষা বিমা, ইত্যাদি বিমার দাবি করা	৬৩.৯
বিমার মেয়াদ পূর্ণ হলে টাকা উত্তোলন	৫৬.৯
বিমার লভ্যাংশ উত্তোলন	৩১.৯
কিস্তি জমা দেওয়া	৯.০

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিমা খাতে সার্বিকভাবে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর ১ দশমিক ২ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের খানার ১ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ১ দশমিক ৩ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যার পরিমাণ গড়ে ২১ হাজার ১২৬ টাকা (গ্রামাঞ্চলে গড়ে ২২ হাজার ১১ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ২০ হাজার ৮৫ টাকা)।

বিমা খাতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা খানাগুলো যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে সময়ক্ষেপণ (৬ শতাংশ), হয়রানি (৪.৯ শতাংশ), কিস্তির টাকা/বিমার টাকা আত্মসাৎ (৪.৯ শতাংশ), এবং তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা (৪.৩ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৩৬)।

চিত্র ৩৬ : বিমা সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

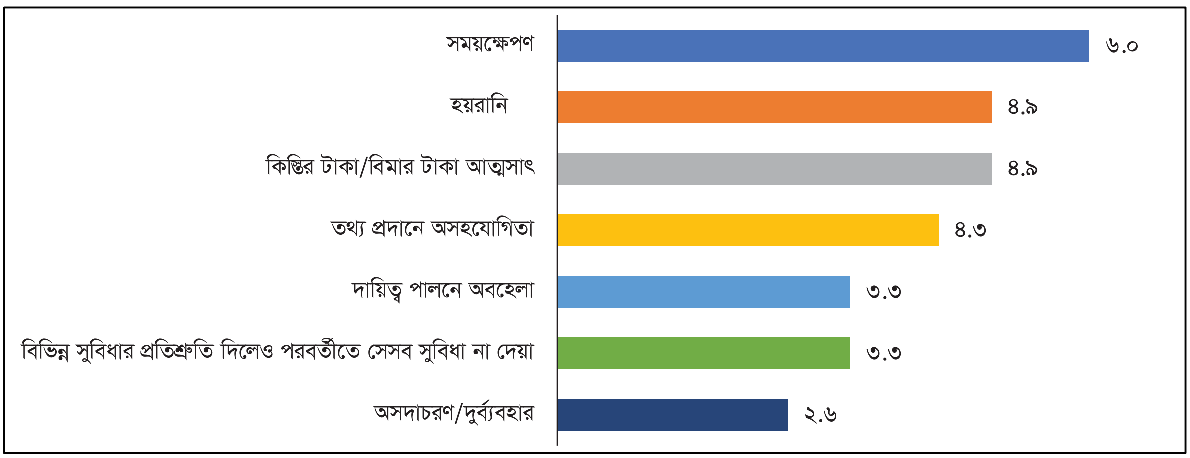

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[২১] দায়িত্ব পালনে অবহেলা বলতে বোঝাচ্ছে বিমার দাবি পরিশোধে দীর্ঘসূত্রতা/সময়ক্ষেপণ; প্রতারণা বলতে বোঝাচ্ছে তথ্য গোপন করা, বিমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পর্ণভাবে প্রকাশ না করা, মৌখিকভাবে আংশিক তথ্য প্রদান করা, বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে সেসব সুবিধা না দেওয়া; অর্থ আত্মসাৎ বলতে বোঝাচ্ছে কিস্তির টাকা আত্মসাৎ, বিমার টাকা আত্মসাৎ; অসদাচরণ ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানি বলতে বোঝাচ্ছে অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা দলিল জমা দিতে চাপ প্রদান।

বিমা প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : বেসরকারি বিমা কোম্পানি হতে সেবাগ্রহণকারী খানার ১৭ দশমিক ২ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি এবং ১ দশমিক ৪ শতাংশ ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে (সারণি ৩৫), যেখানে সরকারি বিমা কোম্পানি থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার দুর্নীতি শিকার হওয়ার হার ৯ দশমিক ৩ শতাংশ। বেসরকারি বিমা কোম্পানি হতে সেবাগ্রহণকারী খানা গড়ে ৪৬ হাজার ৫২৭ টাকা ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়।

সারণি ৩৫ : বিমা সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার* হওয়া খানার হার (%)**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবাগ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
বেসরকারি	৮৯.০	১৭.২	১.৪	৪৬,৫২৭
সরকারি	১০.৮	৯.৩	***	***
বিদেশি	০.৮	***	***	***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

বিমার ধরনভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : বিমার ধরনভেদে ১৯ দশমিক ৩ শতাংশ খানা জীবন বিমা সেবায়, ১৯ দশমিক ১ শতাংশ খানা স্বাস্থ্য বিমা সেবায়, ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ খানা শিক্ষা বিমা সেবায়, ১১ দশমিক ৯ শতাংশ খানা সঞ্চয় বিমা সেবায় দুর্নীতির শিকার হয়েছে। জীবন বিমা সেবা গ্রহণকারী খানার ১ দশমিক ৩ শতাংশ, সঞ্চয় বিমায় ১ দশমিক ১ শতাংশ ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার হয়েছে (সারণি ৩৬)। জীবন বিমায় ঘুষ বা অর্থ আত্মসাতের শিকার খানা গড়ে ২৯ হাজার ৪৩১ টাকা এবং সঞ্চয় বিমায় খানা গড়ে ৪ হাজার ৮৬৯ টাকা দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৩৬ : বিমা সেবার ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার* ও গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষ/অর্থ আত্মসাতের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
জীবন বিমা	৫৫.৯	১৯.৩	১.৩	২৯,৪৩১
সঞ্চয় বিমা	৪২.১	১১.৯	১.১	৪,৮৬৯

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১৬ ব্যাংকিং

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাংকিং একটি অন্যতম সেবাখাত। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা দুই ধরনের– তফসিলি ব্যাংক[২২] (মোট ৬২টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান) এবং অ-তফসিলি ব্যাংক[২৩] (মোট পাঁচটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠান) রয়েছে। তফসিলি ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, তিনটি বিশেষায়িত উন্নয়ন ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, নয়টি বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং একটি ডিজিটাল ব্যাংক নিয়ে গঠিত। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে থাকে। ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের (সঞ্চয়ী হিসাব, বিশেষ হিসাব, বিশেষ স্কিম প্রভৃতি) আমানত সংগ্রহ করে থাকে এবং জনগণকে বিভিন্ন ধরনের (ব্যক্তিগত ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ, কৃষি ঋণ প্রভৃতি) ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া ব্যাংক হিসাব ও এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রাপ্ত ভাতা উত্তোলন, বেতন, ভাতা পেনশনের টাকা উত্তোলন প্রভৃতি সেবা প্রদান করে থাকে। কিন্তু এই খাত থেকে সেবা গ্রহণের সময় সাধারণ জনগণের নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

[২২] যে-সব ব্যাংক, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (সংশোধিত, ২০১৩) দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের তফসিলি ব্যাংক বলা হয়; https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php
[২৩] যে-সব ব্যাংক কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় এবং ঐ সকল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য প্রচলিত আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের অ-তফসিলি ব্যাংক বলা হয়; https://www.bb.org.bd/fnansys/bankfi.php

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৬৩ দশমিক ৯ শতাংশ ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। এ হার গ্রামাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬২ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৬ দশমিক ১ শতাংশ। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ, রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৪৬ দশমিক ৮ শতাংশ, কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৪ দশমিক ৭ শতাংশ, অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে ১ দশমিক ২ শতাংশ, এবং শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ খানা বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৩৭)। এ ছাড়া যে সকল খানার সদস্যরা ব্যাংক থেকে যেসব সেবা নিয়েছে তার মধ্যে ৫১ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, ৩৩ দশমিক ৩ শতাংশ খানা টাকা উত্তোলন, ২৪ দশমিক ৯ শতাংশ খানা টাকা জমা, ১০ দশমিক ২ শতাংশ খানা ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ৮ দশমিক ১ শতাংশ খানা বেতন ও ভাতা উত্তোলন, ৭ দশমিক ৩ শতাংশ খানা রেমিট্যান্স উত্তোলন এবং ৬ দশমিক ৮ শতাংশ খানা ব্যাংকের মাধ্যমে হিসাব খোলার সেবা নিয়েছে (সারণি ৩৮)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : এই খাত থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৯ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হওয়ার এই হার গ্রামাঞ্চলে ৯ দশমিক ১ শতাংশ ও শহরাঞ্চলে ৮ দশমিক ৭ শতাংশ। সেবাগ্রহণকারী খানার শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং যে-সব খানা ব্যাংকিং সেবায় ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৬ হাজার ৬৮১ টাকা দিতে হয়েছে। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে ৬ দশমিক ৪ শতাংশ সময়ক্ষেপণ, ১ দশমিক ২ শতাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অবহেলা, ১ দশমিক ১ শতাংশ সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ খানা সেবাপ্রদানে আসহযোগীতাসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৩৭)।

চিত্র ৩৭ : ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%)**

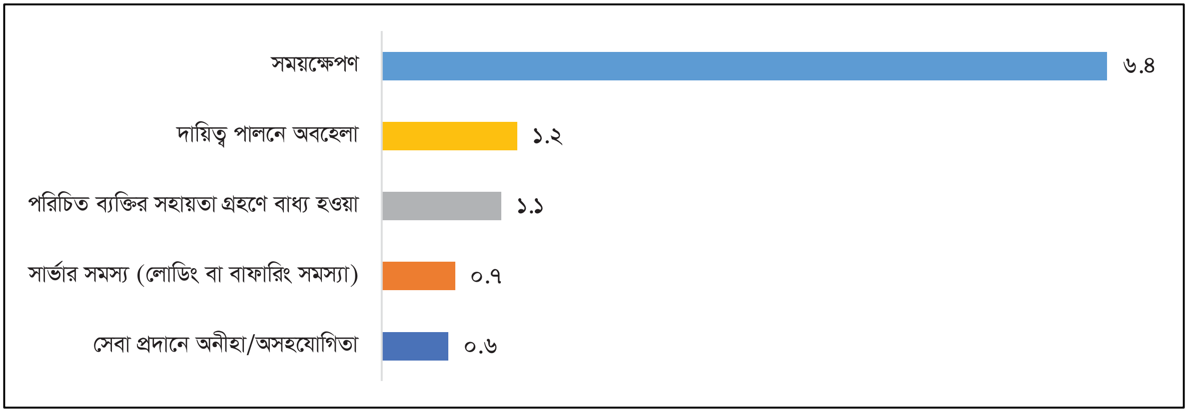

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : ব্যাংকিং খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ খানা অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক, ১০ দশমিক ৮ শতাংশ খানা রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৯ দশমিক ৫ শতাংশ খানা কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ৪ শতাংশ খানা এবং অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে দুই দশমিক ১ শতাংশ খানা ঘুষের শিকার হয়েছে। ব্যাংকের ধরনভেদে ঘুষের শিকার হওয়া খানাপ্রতি গড় ঘুষের পরিমাণ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৯ হাজার ২১৫ টাকা, অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৪ হাজার ২৮৮ টাকা এবং রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ৪ হাজার ১৮৩ টাকা (সারণি ৩৭)।

সারণি ৩৭ : ব্যাংকিং সেবায় প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার ও গড় ঘুষের পরিমাণ**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক	১.২	১৪.১	২.১	৪,২৮৮
রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৬.৮	১০.৮	০.৪	৪,১৮৩
কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৯.৫	৯.৫	৪.০	৯,২১৫
গ্রামীণ ব্যাংক	৪.৭	৫.৮	০.৫	১,১২২
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৫২.৪	৪.৬	০.২	২,৬৩৬
বৈদেশিক বাণিজ্যিক ব্যাংক	০.৬	৩.৩	***	***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : দেখা যায়, ২৯ দশমিক ৪ শতাংশ খানা কৃষি ঋণসংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে, ১০ দশমিক ৭ শতাংশ খানা ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ৬ দশমিক ৮ শতাংশ খানা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ-সংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং ৬ দশমিক ৭ শতাংশ খানা হিসাব খোলাসংক্রান্ত সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৩৮)।

সারণি ৩৮ : ব্যাংকিং সেবার ধরনভেদে* দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার খানার হার ও ঘুষের পরিমাণ**

সেবার ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)
কৃষি ঋণ	২.২	২৯.৪	১৩.১
ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ	১০.২	১০.৭	৩.১
বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	৫১.৮	৬.৮	০.১
হিসাব খোলা	৬.৮	৬.৭	০.৪
রেমিট্যান্স উত্তোলন	৭.৩	৬.৩	***
টাকা উত্তোলন	৩৩.৩	৫.৩	***
টাকা জমা	২৪.৯	৪.৪	***
বেতন ও ভাতা উত্তোলন	৮.১	৪.২	***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** অপর্যাপ্ত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।

৪.১৭ এনজিও

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠন থেকে শুরু করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিওগুলো প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত এনজিও ২ হাজার ৬৩৮টি (২ হাজার ৩৬৪টি দেশি ও ২৭৪টি বিদেশি)।[২৪] দেশের প্রায় সিংহভাগ দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন এনজিও থেকে সেবা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে উপকৃত হয়। নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তা তৈরি, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-বান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়নে এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর ৫০ দশমিক ৪ শতাংশ বিভিন্ন এনজিও থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশই বিভিন্ন এনজিও'র ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ এবং সঞ্চয় (৯৬.৯ শতাংশ) এবং আয়বর্ধনমূলক (যেমন– কৃষি,

[২৪] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, তথ্য হালনাগাদ, অক্টোবর ২০২৪, https://ngoab.gov.bd/site/page/f7b78fbe-5cb4-479b-ab51-416351d08f5b/- , সংগৃহীত ২৯ নভেম্বর ২০২৪।

জীবন-জীবিকা, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরণ, মৌমাছি পালন ইত্যাদি) কার্যক্রমের (১.৯ শতাংশ) সাথে সম্পৃক্ত। জরিপে দেখা যায়, এনজিও থেকে সেবাগ্রহীতা খানার অধিকাংশ জাতীয় পর্যায়ের এনজিও কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত (৮২.৬ শতাংশ)। এ ছাড়া ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ খানা স্থানীয় এনজিও এবং ১ দশমিক ৪ শতাংশ খানা আন্তর্জাতিক এনজিও'র সঙ্গে সম্পৃক্ত (সারণি ৪০)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার মধ্যে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানা কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এনজিও থেকে গৃহীত সেবার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের খানার ৬ দশমিক ২ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের খানার ৭ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হয়েছে। যে-সব খানা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩ হাজার ১৫১ টাকা দিতে হয়েছে। এ ছাড়া সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে সেবার জন্য পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া (৪৩.৫ শতাংশ), সময়ক্ষেপণ (২২.৭ শতাংশ), অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার (১৫.২ শতাংশ) ইত্যাদি ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৩৯)।

সারণি ৩৯ : এনজিও খাতে সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার* হওয়া খানার হার**

দুর্নীতির ধরন	দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)
পরিচিত ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হওয়া	৪৩.৫
সময়ক্ষেপণ	২২.৭
অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার	১৫.২
ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদান	০.৫

*একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
**সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এনজিও'র ধরনভেদে দুর্নীতি : স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও থেকে সেবা নিয়েছে এমন খানার ৬ শতাংশ এবং জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র সঙ্গে সম্পৃক্ত খানার ৬ দশমিক ৬ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে (সারণি ৪০)। স্থানীয় এনজিও থেকে সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে এমন খানাগুলো গড়ে ১০ হাজার ৬২ টাকা ঘুষ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

সারণি ৪০ : এনজিও'র ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার খানার হার* ও গড় ঘুষের পরিমাণ

এনজিও'র ধরন	সেবাগ্রহীতা খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানার হার (%)	ঘুষের শিকার খানার হার (%)	ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
জাতীয়	৮২.৬	৬.৬	০.৪	১,২১৬
স্থানীয়	১৫.৯	৬.০	০.৬	১০,০৬২
আন্তর্জাতিক	১.৪	৩.১	**	**

* সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
** নমুনা সংখ্যা কম হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়নি।

৪.১৮ অন্যান্য

সেবা গ্রহণের হার : জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৬০ দশমিক ৩ শতাংশ অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণ করেছে; এ হার গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে সমান। জরিপে সেবাগ্রহণকারী ২ দশমিক ১ শতাংশ খানা থেকে প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি অন্যান্য খাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে।

সেবা গ্রহণের খাত বা প্রতিষ্ঠান : অন্যান্য সেবা খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবাগ্রহণকারী খানার ৮৯ দশমিক ৯ শতাংশ মোবাইল আর্থিক সেবা বা এমএফএস, ১১ দশমিক ৬ শতাংশ অনলাইন শপিং, ৮ দশমিক ৬ শতাংশ বাংলাদেশ রেলওয়ে, ৩ দশমিক ৮ শতাংশ সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং ১ দশমিক ৩ শতাংশ টিসিবি থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেছে (সারণি ৪১)।

অনিয়ম ও দুর্নীতি : অন্যান্য খাতে সেবাগ্রহীতা খানার ১১ দশমিক ১ শতাংশ দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যান্য খাতে যেসব খানা সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ১ দশমিক ৮ শতাংশ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে, যার পরিমাণ গড়ে ২

হাজার ৫৭৮ টাকা। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে হয়রানি ২৯.৪ শতাংশ, অযথা বিলম্ব বা সময়ক্ষেপণ ২৬.৯ শতাংশ, ভুল পণ্য দেওয়া ও পরিবর্তন না করা ১৭.৭ শতাংশ এবং প্রতারণা ১৭.১ শতাংশ (চিত্র ৩৮)।

চিত্র ৩৮ : অন্যান্য খাতে সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের* দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

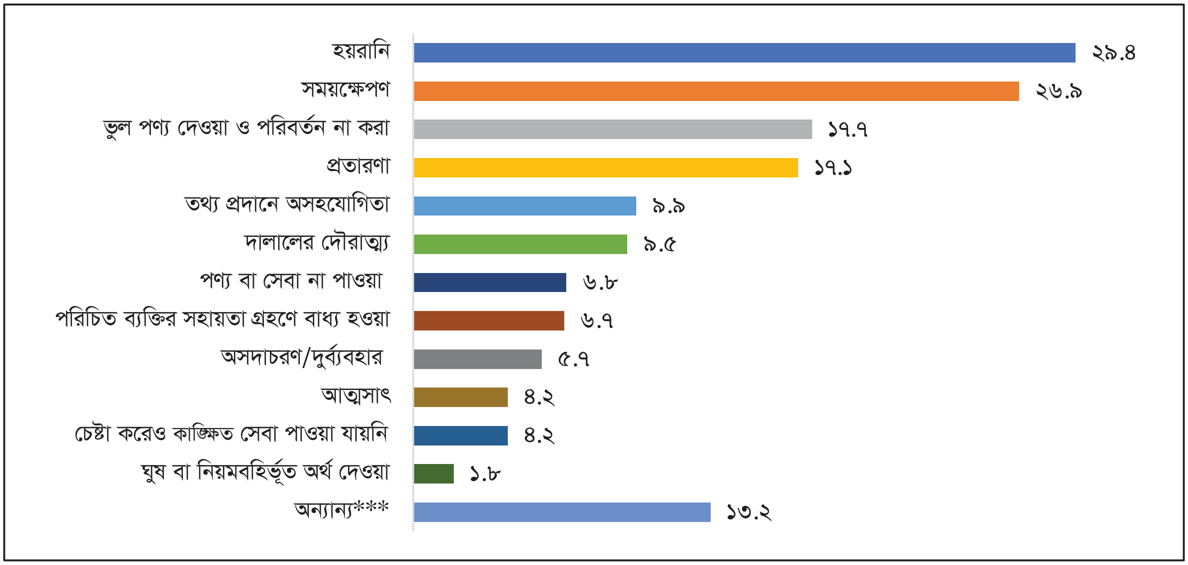

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য ছিলো।
** সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** স্বজনপ্রীতি, প্রভাব বিস্তার ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ফি প্রদানে অপারেটর নির্দিষ্ট করে রাখা ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতি : অন্যান্য সেবাখাত ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে সেবা নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি খানা (৪৩.১ শতাংশ) দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ ছাড়া ৩৫ দশমিক ৪ শতাংশ বাংলাদেশ রেলওয়ে, ২৯ শতাংশ অনলাইন শপিং, ২৪ দশমিক ২ শতাংশ করে সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ টিসিবির সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। নির্বাচন কমিশন হতে সেবা নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি খানা (৯.৪ শতাংশ) ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে; এ হার সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে ৬ দশমিক ২ শতাংশ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে সেবার ক্ষেত্রে ৬ দশমিক ১ শতাংশ। মোবাইল আর্থিক সেবা বা এমএফএস সেবা নিতে গিয়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে এ রকম খানা গড়ে ৯০২ টাকা দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে (সারণি ৪১)।

সারণি ৪১ : অন্যান্য সেবা খাত/প্রতিষ্ঠানভেদে* দুর্নীতির শিকার খানার হার**

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
নির্বাচন কমিশন	১	৪৩.১	৯.৪	***
বাংলাদেশ রেলওয়ে	৮.৬	৩৫.৪	৬.১	৫৫৮
অনলাইন শপিং	১১.৬	২৯	০.১	***
সমাজসেবা অধিদপ্তর	৩.৮	২৪.২	৬.২	***
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	০.৫	২৪.২	০	***
টিসিবি	১.৩	২৩.৩	৪	***
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	০.৬	২২.৭	০	***
ডিসি অফিস	০.৭	২১.৩	০.২	***

পরবর্তী পৃষ্ঠা দেখুন....

.... পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানের ধরন	সেবা গ্রহণকারী খানার হার (%)	দুর্নীতির শিকার খানা (%)	ঘুষের শিকার খানা (%)	গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন	০.৪	২১.৩	৩.৭	***
ইউএনও অফিস	১.১	১৯	২.১	***
ডাক বিভাগ	০.৪	৯.৪	১.৭	***
ওয়াসা	০.৭	৫.৫	৩.৬	***
মোবাইল আর্থিক সেবা বা এমএফএস	৮৯.৯	৩	০.৭	৯০২
অন্যান্য ****	৩.০	১২.১	৬.৩	***

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য।
** সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
*** সীমিত উপাত্তের কারণে বিশ্লেষণ করা হয়নি।
**** বিটিসিএল, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, বিআইডব্লিউটিসি ইত্যাদি।

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

সেবাখাতে দুর্নীতি ২০২৩ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই জরিপের মেয়াদকালে অন্যান্যসহ ১৮টি খাত বিবেচনায় সার্বিকভাবে ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত পাঁচটি খাত হচ্ছে পাসপোর্ট ৮৬ শতাংশ, বিআরটিএ ৮৫.২ শতাংশ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ৭৪.৫ শতাংশ, বিচারিক সেবা ৬২.৩ শতাংশ, এবং ভূমি সেবা ৫১.০ শতাংশ। জরিপে সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৫০ দশমিক ৮ শতাংশ; এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঘুষ গ্রহণকারী পাঁচটি খাত হচ্ছে পাসপোর্ট ৭৪.৮ শতাংশ, বিআরটিএ ৭১.৯ শতাংশ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ৫৮.৩ শতাংশ, বিচারিক সেবা ৩৪.১ শতাংশ এবং ভূমি সেবা ৩২.৩ শতাংশ।

খানা জরিপ ২০২৩ অনুসারে সার্বিকভাবে খানা প্রতি গড়ে ৫ হাজার ৬৮০ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। ঘুষের পরিমাণ হিসেবে সর্বোচ্চ পাঁচটি খাত হচ্ছে বিচারিক সেবা খানাপ্রতি গড় ৩০,৯৭২ টাকা, ভূমি সেবা খানাপ্রতি ১১,৭৭৬ টাকা, ব্যাংকিং খানাপ্রতি ৬,৬৮১ টাকা, বিআরটিএ সেবা খানাপ্রতি ৬,৬৫৪ টাকা, এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা খানাপ্রতি ৫,২২১ টাকা। জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৯০২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের সংশোধিত ১ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশে জিডিপির শূন্য দশমিক ২২ শতাংশ। টিআইবির ২০১০ সাল থেকে পরিচালিত খানা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ন্যূনতম প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে অন্তর্ভুক্ত খাত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সেবা নিতে গিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলো প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৫২ কোটি টাকা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছে।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়, বিচারিক সেবা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থায় দুর্নীতি ও ঘুষের উচ্চ হার অব্যাহত, যা সাধারণ জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা। অন্যদিকে ভূমি সেবা, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বিআরটিএ'র মতো সেবায় উচ্চ দুর্নীতি ও ঘুষ বিদ্যমান, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও সেবা প্রাপ্তির অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে। জরিপে আরও দেখা যায়, দুর্নীতি দরিদ্র, নিম্ন আয়ের ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অন্যায্য বোঝা।

নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থের লেনদেনের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি। যে-সব খানার মাসিক আয় ২৪ হাজার টাকার কম, তাদের বার্ষিক আয়ের শূন্য দশমিক ৯৩ শতাংশ ঘুষ হিসেবে খরচ করতে হয়, পক্ষান্তরে মাসিক আয় ৮৫ হাজার টাকার বেশি এমন খানার ক্ষেত্রে এ হার শূন্য দশমিক ২১ শতাংশ। জরিপে আরও দেখা যায়, নারী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের সেবা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হওয়ার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা বিদ্যমান, যা তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বৃদ্ধি করছে। পুরুষ সেবাগ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি দুর্নীতির শিকার হওয়ার ফলে এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

জরিপে অনলাইনে ও মিশ্রপদ্ধতির (আংশিক অনলাইনে ও আংশিক সরাসরি উপস্থিত হয়ে) তুলনায় সরাসরি উপস্থিত হয়ে সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার বেশি দেখা যায়। তবে বিভিন্ন খাতে ডিজিটাল সেবার প্রচলন করা হলেও এসব খাতে দুর্নীতি ও ঘুষের হার থেকে বোঝা যায়, একদিকে ডিজিটাল সেবা ত্রুটিপূর্ণ এবং অন্যদিকে ডিজিটালাইজেশন এমনভাবে করা হয়েছে যেন সেবাগ্রহীতা মিশ্রপদ্ধতি ব্যবহার করতে এবং ঘুষ দিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ দুর্নীতি ও ঘুষের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে।

দুর্নীতির কারণ হিসেবে বেশিরভাগ উত্তরদাতা বিচারহীনতা, সামাজিক অসচেতনতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করাকে চিহ্নিত করেছেন; অন্যদিকে ঘুষ আদায়ের শিকার খানার ৭৭ দশমিক ২ শতাংশই ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে 'ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না' উল্লেখ করেছেন। এসবই দুর্নীতি ও ঘুষের উদ্বেগজনক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে নির্দেশ করে।

প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও হয়রানির ভয়ে দুর্নীতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও খানাগুলোর অভিযোগ জানাতে অনীহা লক্ষণীয়। অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি বা ব্যবস্থা সম্পর্কে একদিকে বেশিরভাগ (৫৯.৬ শতাংশ) খানার কোনো ধারণা নেই; যাদের আছে (৪০.৪ শতাংশ) তারাও বিশেষ করে দুদক ও জিআরএস সম্পর্কে খুব কম ধারণা রাখে। অন্যদিকে যারা অভিযোগ করেছে তাদের ৫০ দশমিক ৯ শতাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং ১৯ দশমিক ৬ শতাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি, যা দুর্নীতির প্রতিকারে প্রবল অনীহা ও অব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। বেশিরভাগ খানা (৪৫ শতাংশ) উল্লেখ করেন যে, 'সেবা দেওয়ার ব্যবস্থাই দুর্নীতিগ্রস্ত, তাই প্রয়োজন মনে করিনি', যা দুর্নীতি প্রতিকার ও প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতাকে প্রমাণ করে। জরিপে তথ্যদাতারা দুর্নীতির অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, তদারকি জোরদার করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন, এবং অভিযোগের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানানো এবং কার্যকর করার ওপর জোর দিয়েছেন।

সুপারিশ

জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণী এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে–

১. সেবাখাতে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে, এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

২. সেবা পুরোপুরি ডিজিটাইজ করতে হবে, যেন সেবাগ্রহীতার সঙ্গে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রয়োজন না হয় এবং অনলাইনে সেবাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে যথাযথ প্রচারণা চালাতে হবে। সব খাতের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে "ওয়ান স্টপ" সার্ভিস চালু করতে হবে এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সেবাদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাদাতার জন্য যুগোপযোগী আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে কোন সেবা কীভাবে ও কত সময়ের মধ্যে দিতে হবে, সেবাগ্রহীতার সাথে কী আচরণ করতে হবে ইত্যাদি উল্লেখ করা থাকবে; প্রত্যেক সেবা গ্রহণের পর সেবাদাতার মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যা সেবাদাতার মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেধা এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতি, পদায়নের ব্যবস্থা করতে হবে; অপরদিকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি, পদায়ন ও পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

৫. সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদে সেবার মূল্য ও সেবা প্রাপ্তির সময়-সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং তা দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সেবাগ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।

৬. যে-সব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের কারণে সেবাদান ব্যাহত হয়, সেসব খাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে; কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. সেবাখাতে গ্রাহক হয়রানি বন্ধ এবং অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে–

- "গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস)" সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা করতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট সকল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে; পাশাপাশি এসএমএস, ইমেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে; অভিযোগগুলো নিয়মিত পর্যালোচনা করে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল-সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।
- সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষার মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে।

৮. সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সম্পদ-বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে হালনাগাদ করে জমা দিতে হবে; দাখিলকৃত সম্পদ-বিবরণী সম্পর্কে কোনো অসঙ্গতির অভিযোগ পাওয়া গেলে, তা যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

পরিশিষ্ট-০১

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ (%)

খাত/সেবা	ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না	নির্ধারিত ফি জানা না থাকায়	যথাসময়ে সেবা পেতে	নির্ধারিত প্রক্রিয়া এড়ানোর জন্য	বখশিশের নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায়	পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে সেবা পেয়েছি	বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য	নির্ধারিত সময়ের পূর্বে/দ্রুত সেবা পেতে	ভবিষ্যতেও সহজে/দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য	জরিমানা এড়ানোর জন্য	সঠিক নথির উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে	বাধ্য হয়েছি	হয়রানি এড়ানোর জন্য
বিমা	৫২.৯		২৯.২		৯.৩				৭				
বিচারিক সেবা	৭৩.৯	১৮.১	২৮.৭	৬.৪			৮.৭	৫.৪			৬		
পাসপোর্ট	৭৫.৬	২৬.৮	২৬.৬	১৬.৯		৭.৩	৩.৬	৩.৫					
বিআরটিএ	৮৬.৮	১৪.৩	২৫.১	১৭.৭					৩.৪				
বিদ্যুৎ	৬৩	৩৪.৫	২২.৫	৯	১৪			২.৪	১.৬	২.৫			
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৭৬.১	২৫.৪	১৯.৯	১৪.২	৩.৬			১.৬		০.৫	১.৪		
ভূমি সেবা	৬২.৮	২৮.৯	১৮	৮.৬									
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৭৭	৪১.৬	১৬	৫.১	২.২		১.৪	১.৫		০.১			
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৭৯.২	৯.৪	১৪.৬	৮.৫	১১.৬		৬			৭.৩			
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৭৭.১	২৮.৯	১২.৯		৪.৯		৪.২	২	১.১				
ব্যাংকিং	৭২.৬	১১.৬	১১.৬	৫.৩	১৬.৮			২.১	১.৩				
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৬৬	৩৮.৯	৮.১	৩.৩	১১.৫		৩.৬	২.৪	২				
কৃষি	৬১.৭	৩৭.২	৫.৮	২.৩	৫								
শিক্ষা (সরকারি ও এমপিওভুক্ত)	৪৫	৫৮.১	৪.৫		৫.৩			০.৫					
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৫৯.২												
অন্যান্য	৪৯.৬	৯.৮	১৭.৭	২৩	৬.৮							২১	১৪.৬

পরিশিষ্ট-০২

ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তি (%)

খাত/সেবা	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী	প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্য	দালাল	স্থানীয় জনপ্রতিনিধি	আত্মীয়-স্বজন/ পড়া-প্রতিবেশি/বন্ধু	মোটরযানের শো-রুম	আইনজীবী সহকারী/মুহুরি	পেশকার	নিয়োগকৃত আইনজীবী
পাসপোর্ট	১৫.৩	১	৮০.৮						
বিআরটিএ	২৫.২	১.৩	৭১		৩.১	৫.৩			
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৫৭.৮		৩৪.৬	১.৮	২.৮				
ব্যাংকিং	৬৯.৫		২৮.৪						
বিদ্যুৎ	৮৩.৬		১৫.৩						
জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা	৪৯.৭		১১.৭	৩৪.২					
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৯৫.৭	২.৮	৫.৭		০.৩				
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৮৭.৭	২.৬	৫.৪	৪.৬	১.১				
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৯৪.৩		৪.৮		১.১				
বিচারিক সেবা			৪.৬				৩৬.৩	২৩.৭	২২.৪
ভূমি সেবা	১৬	৭৬							
গ্যাস									
কৃষি	৬৩.১								
এনজিও (প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ)	৮৪								

পরিশিষ্ট-০৩

অভিযোগ দায়ের করার মাধ্যম (%)

খাত/সেবা	সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	জনপ্রতিনিধি	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও)	দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক)/দুদক হটলাইনে	সেবা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে/ প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে	কার্যালয়ের অভিযোগ বক্সে	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) ওয়েবসাইটে
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	৩৬.১	৬৫.১	২.৬				
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৫২.১	২৮.১	২.৬		১৭.২		
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৩৮.৫	২৪.১	১২.৫			৮	
ব্যাংকিং	৭৯.৭	২০.৩					
বিআরটিএ	৯৩.৫	১৭.৮	৬.৫				
স্বাস্থ্য (সরকারি)	৮৩.৮	১৩.৫		২		৬.৮	
বিমা	৯০.৬	৩.৫			৪.৬		

পরিশিষ্ট-০৪

দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগের ফলাফল (%)

খাত/সেবা	অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে	তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে/ চলমান	অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে	ঘুষের টাকা/ উপহার ফেরত দেওয়া হয়েছে	অভিযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে	প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি	জানি না/অবহিত করা হয়নি/খোঁজ নেওয়া হয়নি
বিআরটিএ	২৮.৮		৩০.৪				৬৩.১	৩৬.৯
বিদ্যুৎ	১৬.৬	০.২	৫.৭	০.৫	০.৫	০.৬	৫৩.৩	৮
বিমা	২৭.৯		৬.২		৩.৯		৪৭.৩	১৯.৮
স্বাস্থ্য (সরকারি)	১৬.১			৪.৮	০.৬	২.২	৪২.৮	৩২.৪
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	২৫.২		৬.২	১.৮			৪২	১৪.৬
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা	৩১.৪		১৪.৭			৭.৮	৩১.৫	১০.১
জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি)	৪১.৬		৫.৬				১.২	৪০.৩

সেবাখাতে দুর্নীতি
জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি ''সেবাখাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ'' পরিচালনা করে আসছে, যার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা চিহ্নিত হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও অন্যান্য অংশীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপের ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টিআইবির খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল—এর বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচকের (Corruption Perceptions Index - CPI) কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণালব্ধ তথ্য বিবেচিত হয় না। আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য— প্রথমত, দুর্নীতির ধারণা সূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে, টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামত-নির্ভর জরিপ নয়, বরং এতে জরিপকৃত খানার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবাখাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল—এর দুর্নীতির ধারণা সূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা-নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে, টিআইবির খানা জরিপে নির্ধারিত সেবাখাতে সেবাগ্রহীতার সেবাপ্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন, তার চিত্র তুলে ধরা হয়।

ISBN Number: 978-984-35-7491-6
978-984-35-7491-6

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh